ঈদ মোবারক
রোববার উত্তর আমেরিকায় উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে পবিত্র ঈদুল আজহা। এ উপলক্ষে পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা —সম্পাদক

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
13 June 2024, Thursday, 8th Year, Issue 378, 40 Pages

মিস এশিয়া প্রতিযোগিতা: শীর্ষ দশে বাংলাদেশি এলিজা পৃষ্ঠা ১৬

১৩ জুন ২০২৪, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৭ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৭৮, পৃষ্ঠা: ৪০

রোববার উত্তর আমেরিকায় ঈদুল আজহা

ডেস্ক রিপোর্ট

ঈদ মোবারক। সৌদি আরবের পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার সূত্র অনুযায়ী ৭ জুন জিলহজ মাসের প্রথম দিন এবং ১৬ জুন দেশটিতে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। আর জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আগামী ১৫ জুন সৌদিতে পবিত্র আরাফাহ দিবস ও ১৬ জুন ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আগামী ১৫ জুন সৌদিতে পবিত্র আরাফাহ দিবস ও ১৬ জুন ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

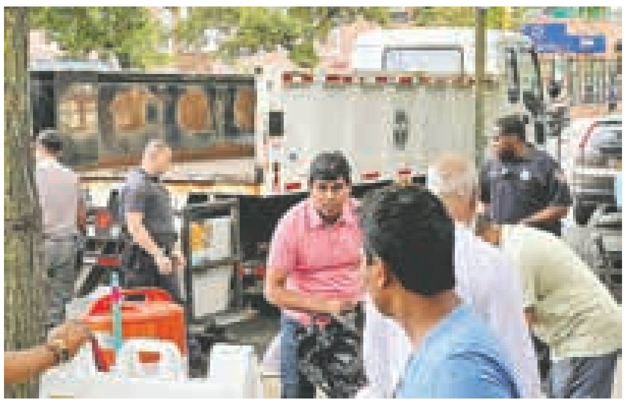

ফুটপাতে পসরা নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ফুটপাতে পসরা নিয়ে বসে পড়েন অনেকেই। এ নিয়ে পথচারীদের থাকে নানা অভিযোগ। লাইসেন্স ছাড়া এ ধরনের ব্যবসায়ীদের মালামাল নিয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্ক পুলিশ। ১০ জুনের ছবি। মনজুরুল হক

পুত্রের ‘অপরাধ’ কি বাইডেনের ভোটের মাঠে প্রভাব ফেলবে?

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

নিউজ ডেস্ক

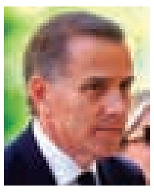

হান্টার বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন আগ্নেয়াস্ত্র কেনার সময় মাদকাসক্তি নিয়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি সর্বোচ্চ ২৫ বছর কারাদণ্ড পেতে পারেন। এই ঘটনায় আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বে কী না, সেটা নিয়ে ইতোমধ্যে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে।

জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন ২০১৮ সালে আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় ১১ জুন মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন কোনো

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বন্ধ হচ্ছে বিদেশ থেকে স্বর্ণ-মোবাইল আনার সুযোগ

ঢাকা ডেস্ক

বিদেশ ফেরত যাত্রীদের জন্য ব্যাগেজ বিধিমালায় বড় ধরণের পরিবর্তন আনার প্রস্তাবনা রয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে। বিশেষ করে তিনটি বিধিমালায় বড় পরিবর্তন এসেছে। সেগুলো হলো: স্বর্ণের অলংকারের সংজ্ঞা সংযোজন, মুঠোফোন আনার সুবিধা সুনির্দিষ্ট করা এবং স্বর্ণ ও সিগারেট আনার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

বেনজীর পরিবারের আরও জমি-ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ

ঢাকা অফিস

বেনজীর আহমেদ

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নামে থাকা আরও জমি-ফ্ল্যাটসহ সম্পদ ও মালামাল জব্দ (ক্রোক) করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত ও সিনিয়র বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এই আদেশ দেন।

বুধবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

অভিবাসীদের চাকুরির এখন ব্যাপক সুযোগ

যুক্তরাষ্ট্র

সাম্প্রতিক ইতিহাসে চাকুরি বাজারে এমন রমরমা অবস্থা কখনো দেখা যায়নি।

ইব্রাহীম চৌধুরী

- আমেরিকায় বেকারত্বের হার এখন ৪% নিচে।
- শুধু নিউইয়র্কেই সাড়ে চার লাখ চাকরির পদ খালি।

আমেরিকার শ্রম বাজারে তীব্র কর্মী সংকট চলছে। কাজের জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল নিউইয়র্কেই প্রতি ১০০টি খালি পদের জন্য ৮৭ জন লোককে পাওয়া সম্ভব। নির্মাণ,পরিবহণ, বিভিন্ন ধরনের সেবা খাতসহ সর্বত্র মজুরি বৃদ্ধি করেও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চাকুরির বাজারের এমন রমরমা অবস্থার সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করছে। বাংলাদেশি নতুন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

One of the top immigration law firms in the USA
raju law
রাজু'ল এর
৪র্থ বর্ষপূর্তি
আমাদের পাশে থাকার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা
Rachael Eva Warner Gildurd, Esq.
Raju Mahajan, Esq.
Chelsea Smith, Esq.
Ryan Frantz, Esq.
Mehak Gillani, Esq.
Amanda V. Skiscim, Esq.
Ana M. Quintero, Esq.
ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো সার্ভিস পেতে
WASHINGTON DC
301-919-3610
NEW YORK
934-345-7003
ATLANTA
770-655-9166
458-272-5793
LOS ANGELES
323-499-5815
213-729-9345
SAVAR
01767-712422
01723-888886
DHAKA
01602-270365
01728-383454, 01760-697648
www.rajulaw.com
833-725-8529 (24X7) | info@rajulaw.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড ম্যাটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

শরিকদের উদ্দেশে ফখরুল

এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে ঐক্য বিনষ্ট হয়

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

সরকার পতনের আন্দোলনে শরিক দলগুলোর উদ্দেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'আমাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে এই দখলদার সরকার। এটা মাথায় রেখে আমাদের কাজগুলো করতে হবে। আপনাদের অনুরোধ করব, এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে ঐক্য বিনষ্ট হয়। সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। এই সরকার আমাদের প্রধান শত্রু। তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

বুধবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আন্দোলন শিগগিরই আরও বেগবান হবে জানিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'সুর একটাই। সুর হচ্ছে যে আমরা আর এই সরকারকে দেখতে চাই না। সরকারকে সরিয়ে জনগণের একটা সরকার আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেখানে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক চর্চা থাকবে। গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।'

ফখরুল বলেন, 'যে আন্দোলন আমরা শুরু করেছিলাম, সেই আন্দোলন এখনো চলছে এবং নিঃসন্দেহে সেই আন্দোলন আরও বেগবান হবে অতি শিগগিরই। আমরা সব দল একত্রিত হতে পেরেছি। কীভাবে এই সরকারকে সরাতে পারি, কীভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে পারি, সেই লক্ষ্যেই আমরা সংগ্রাম করছি।'

চলমান আন্দোলনকে ঘিরে সমমনা দলগুলোর নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে এই দখলদার সরকার। এটা মাথায় রেখে আমাদের কাজগুলো করতে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আমরা সংগ্রাম করছি। শুধু একটা কথা আমি আপনাদের অনুরোধ করব, এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে ঐক্য বিনষ্ট হয়। সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। এই সরকার আমাদের প্রধান শত্রু। তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট নিয়ে যা বলছে এফএএ

আকাশপথে আমেরিকার সাথে যুক্ত হতে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঢাকা। কিন্তু এ চেষ্টা এখনো সফলতার মুখ দেখেনি।

ঢাকা অফিস

ঢাকা–নিউইয়র্ক ফ্লাইট শুরুর জন্য ইন্টারন্যাশনাল এভিয়েশন সেফটি অ্যাসেসমেন্ট (আইএএসএ) বা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (এফএএ) এখনও অনুরোধ করেনি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। সম্প্রতি ঢাকা সফর করে যাওয়া এফএএ অ্যাটাশে ড্যানিয়েল জ্যাকবকে উদ্ধৃত করে মার্কিন দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।

মার্কিন দূতাবাস জানায়, ড্যানিয়েল জ্যাকব গত ৯ থেকে ১২ জুন ঢাকা সফর করেন। সফরে তিনি বেবিচক চেয়ারম্যান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এক বিজ্ঞপ্তিতে মার্কিন দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় সরাসরি ফ্লাইটের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নিয়ে কথা হয়েছে বৈঠকে।

আকাশপথে আমেরিকার নিউইয়র্কের সাথে যুক্ত হতে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঢাকা। কিন্তু বেসামরিক বেবিচককে মার্কিন কর্তৃপক্ষ ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীত না করায় এ চেষ্টা এখনো সফলতার মুখ দেখেনি। আমেরিকায় ফ্লাইট শুরুর পূর্বশর্তই হলো, বেবিচককে ক্যাটাগরি-১ এ উন্নীত হতে হবে। এরপর বাংলাদেশের বিমান সংস্থাগুলো ফ্লাইট শুরুর জন্য স্লট পেতে আবেদন করতে পারবে। তবে, দেশটির নিয়ন্ত্রক সংস্থার তালিকায় এখনও বেবিচকের অবস্থান ক্যাটাগরি–২।

বিবৃতিতে জেকব বলেন, 'বাংলাদেশের ক্যাটাগরি ১ নিরাপত্তা রেটিং অর্জন করতে হলে, এফএএ'র ইন্টারন্যাশনাল এভিয়েশন সেফটি অ্যাসেসমেন্ট (আইএএসএ) বা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হতে হবে। ক্যাটাগরি ১ রেটিং নিশ্চিত করবে যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) গুরুত্বপূর্ণ মান এবং প্রস্তাবিত অনুশীলন মেনে চলে।'

ড্যানিয়েল জ্যাকব বলেন, 'বেবিচকের অনুরোধে এফএএ ক্যাটাগরি ১ রেটিংয়ের জন্য আইএএসএ পরিচালনা করবে। বেবিচক এখনও আইএএসএ বা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য এফএএ-কে অনুরোধ করেনি।'

একসময় নিয়মিত ঢাকা থেকে নিউইয়র্কে ফ্লাইট পরিচালনা করতো বিমান। ২০০৬ সালে নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশকে ক্যাটাগরি-২ এ অবনমন করে এফএএ। এই রুটে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বিমান সে সময় ব্যবহার করত মার্কিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড ডগলাসের তৈরি ডিসি-১০ মডেলের উড়োজাহাজ।

ম্যাকডোনাল্ড অ্যান্ড ডগলাস তাদের সবশেষ ডিসি-১০ উড়োজাহাজ তৈরি করে ১৯৮৮ সালে। এরপর এটি মার্কিন আরেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের সাথে একীভূত হয়ে যায়। এফএএ আমেরিকায় ২০ বছরের পুরোনো উড়োজাহাজ দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেয় না।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের তালিকায় বাংলাদেশের অবনমনের ফলে সে দেশে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার সুযোগ হারায় বিমান। ক্যাটাগরি-১ এর মর্যাদা পুনরুদ্ধারে বেশ কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা চলছে। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে ১২টি নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজও কিনেছে বিমান। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের। এখন নতুন করে ইউরোপীয় নির্মাতা এয়ারবাসের কাছ থেকে যে নতুন এ–৩৫০ মডেলের উড়োজাহাজ কেনার কথা চলছে, সেটিও এই নিউইয়র্ক ফ্লাইটকে মাথায় রেখেই।

এর মধ্যে এফএএ কর্মকর্তারা কয়েক দফায় বাংলাদেশ সফর করেছেন। নিরীক্ষা করেছেন বিমান ও বেবিচককে। কিন্তু সেসব নিরীক্ষায় সংস্থাটি কী পেয়েছে, তা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। অবশ্য বেবিচকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ইতিবাচক তথ্য পাওয়ার কথা বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে।

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY
DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

সম্পাদকীয়

বিশ্বকাপ ক্রিকেট : যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও আমাদের প্রত্যাশা

চার-ছক্কা, নাচ-গান, উচ্ছ্বাস, হৈ-হুল্লোড়। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পরতে পরতে রোমাঞ্চ। আর এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ বেশিই। কারণ, এবার চার-ছক্কার উচ্ছ্বাসে ভাসছে মার্কিন মুল্লুকও। অর্থ-বাণিজ্য, সমর শক্তিতে গ্রহের 'সুপার পাওয়ার' যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে হয়তো খেলাটির অভিভাবকরাও। সাত বছর পর ১৬ দল নিয়ে আয়োজন হয় বিশ্বকাপের। সর্বশেষ ২০২২'র আসর পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল সংখ্যাটা। এবারের বিশ্বকাপ হচ্ছে ২০ দল নিয়ে। শুধু সংখ্যাই নয়, পরিবর্তন হয়েছে খেলাটির ধরনেও। সুইং প্লেন, হিটিং আর্কস, ইন্টেন্ট, ইমপ্যাক্ট এবং লং লিভার নিয়ে আলোচনা।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট খুব জনপ্রিয় নয়। আমেরিকান ফুটবল (এক ধরনের রাগবি), বাস্কেটবল, বেসবল, আইস হকির সামনে এক সময় যেমন কম জনপ্রিয় ছিল ফুটবল বা সকার। ইংলিশ ফুটবল তারকা ডেভিড বেকহ্যাম স্থানীয় লীগে (মেজর সকার লীগ) ক্লাব কিনে নিয়ে মার্কিনিদের চোখ ফিরিয়েছেন ফুটবলের দিকে। আর তার দল ইন্টার মায়ামিতে ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসি যোগ দেয়ার পর বলা যায়, এখন যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের জয়জয়কার। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের জাগরণে ভূমিকা রেখেছেন শান্তরা! বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে মার্কিনিরা। এতে ক্রিকেট নিয়ে দেশটিতে আগ্রহ বাড়ারই কথা! টানা দুই হারে সিরিজ খোয়ানোর পর শেষ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে শান্তর দল। পরে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেন, 'ম্যাচটি ভালোভাবে জিতেছি। বিশ্বকাপে সাহায্য করবে, আত্মবিশ্বাস দেবে। আমরা এখন জানি কন্ডিশন কেমন হতে পারে এবং আশা করছি সামনে ভালো করতে পারবো।'

ডালাসে দুই উত্তর আমেরিকার দেশের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়ে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আমেরিকা দাপুটে ব্যাটিং দিয়ে কানাডাকে হারিয়ে দিলো ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে। প্রথম ম্যাচেই আমেরিকার অ্যারন জোন্স টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং দিয়ে মুগ্ধ করেছেন ডালাসের দর্শকদের, ১০টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। আমেরিকার মাটিতে এই ক্রিকেট প্রদর্শনীর প্রথম দিনে মাঠে ও টেলিভিশনের দর্শকরা আনন্দ প্রকাশ করেছে।

এবারের বিশ্বকাপে কিছু স্বকীয় বিষয় রয়েছে, যা একে অন্য বিশ্বকাপ থেকে আলাদা করেছে। ডালাসের যে মাঠে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ খেললো এটি ছিল বেজবল মাঠ, এই মাঠ ছিল টেক্সাসের বেজবল দল টেক্সাস এয়ার হগসের হোম ভেন্যু। এটাকে এখন সুদৃশ্য ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে সারাবিশ্ব যখন ক্রিকেট নিয়ে চিন্তায় মগ্ন, তখনই ক্রিকেটের এই উৎসবে জঙ্গি হামলার হুমকি দিয়েছে পাকিস্তানের উগ্রবাদী সংস্থা 'প্রো-ইসলামিক স্টেট (দাইশ) এই হুমকি দিয়েছে। পাকিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমে তারা দাবি করেছে যে বিশ্বকাপ চলাকালীন নাশকতা হবে। ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এমন হুমকির কথা প্রকাশ্যে এনেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তার ক্রিকেটীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি খুঁজতে গেলে ইতিহাসের পাতা উল্টোতে হয় অনেক এবং দিনশেষে আপনাকে হতাশ হয়ে ফিরতে হবে! সেই দেশে প্রথমবার আইসিসির কোনো বৈশ্বিক আসর বসতে যাচ্ছে। লক্ষ্য ক্রিকেটের বিশ্বায়ন। সৌজন্যে করপোরেট পুঁজি। সঙ্গে উপমহাদেশীয় অভিবাসীদের বাঁধভাঙা ক্রিকেটীয় আবেগ। যা দিয়ে মার্কিনিদের বোঝানো অন্তত ক্রিকেট নামের খেলাটায় মোড়লগিরি করার ক্ষমতা তাদের নেই! বরং তাদের মাটিতে অন্যরা 'দাদাগিরি' করে দেখাবেন।

মার্কিন অর্থনীতি যতই শক্তিশালী হোক তার বিনিয়োগ ক্রিকেটে হবে এমনটা আশা করা অবশ্য বাড়াবাড়ি। ক্রিকেট মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে তাদের অর্থনীতি সবল রাখতে মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা ইউক্রেন-রাশিয়া লড়াইয়ে বিনিয়োগ অনেক বেশি লাভজনক। মার্কিন প্রশাসন সেটাই করছে এবং করবে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই তিন স্টাম্পের ওপর বিশ্বকাপের বেল! এটাকে ঠিক রাখার সবচেয়ে আঠালো সুপারগ্লু হচ্ছে টেলিভিশন। ক্রিকেটের বড় বাজার ভারত আর উপমহাদেশের বাকি দেশগুলোর দর্শকদের ওপর নির্ভর করবে বিশ্বকাপের টিআরপি। এই অঞ্চলের মানুষের কথা মাথায় রেখে সূচি ঠিক করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতা বলা হউক আর আইসিসির পার্টনার বলা হউক তা মূলত উপমহাদেশীয়। ক্রিকেট অর্থনীতির চাকা ঠিক রাখতে তারাও সম্ভাব্য সবকিছু করবে। তবে প্রবাসি বাঙালির বিশ্বকাপ আবর্তিত হবে বাংলাদেশ দলকে ঘিরে। এই দলটা কতদূর যেতে পারবে তা সময় ই বলে দিবে। বল মাঠে গড়ানোর আগে বাংলাদেশ 'ফেবারিট'! কিন্তু খেলাটা ক্রিকেট আর দলটা বাংলাদেশ। আগাম কিছু বলা কঠিন।

বাংলাদেশের সমর্থকেরা প্রতিবারই আশায় বুক বাঁধে। একটা সুন্দর আসরের পরিসমাপ্তি দেখার জন্য শত-সহস্র চোখ পলকহীন তাকিয়ে থাকে টেলিভিশনের দিকে। তবে দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলাফল 'আশায় গুড়েবালি'। এই যখন অবস্থা, তখন প্রশ্ন থেকেই যায়, 'ঠিক কতটুকু আশা করা উচিত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কাছ থেকে?

একটা ব্যাপারে একটু আশাবাদী হতে চান দেশের বেশিরভাগ মানুষ। তা হলো-ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে আধুনিক স্মার্ট এক বাংলাদেশকে মার্কিনিদের সামনে তুলে ধরা। মার্কিন মুলুকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবার যদি একটু জোরেশোরে 'বাংলাদেশ' শব্দটা উচ্চারণ করছেন, সেটা হলো বাংলাদেশের বড় প্রাপ্তি। কারণ ক্রিকেট এখন আধুনিক দেশের উচ্চাকাঙ্খার প্রতীকও। আর ক্রিকেটাররা সেই উচ্চাকাঙ্খা বয়ে চলেন।

আইপিএলের ব্র্যান্ড ভ্যালু এখন ১০.৭ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ এনবিএ ১০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে পেছনে পড়ে গেছে। আইপিএলের প্রতি ম্যাচের মিডিয়া সত্ত্ব এখন যেখানে ১৬.৮ মিলিয়ন ডলার, সেখানে এনবিএতে তা মাত্র ১.১ মিলিয়ন ডলার।

আমেরিকায় ক্রিকেট নোঙর ফেলার একটা মওকা খুঁজছিল। আইপিএলের আকর্ষণ বেঁধে দিল সেতু। তাই প্রথমবারের মতো সেখানে আয়োজিত হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সবকিছুর পেছনে আসলে ওই পুঁজি, মুনাফা। ক্ষতি কি, আইসিসি যদি পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজধানী ও সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশটিতে পায়ের নিচে মাটি পেয়ে যায় সবদিক দিয়েই ভালো। ক্রিকেট বিস্তৃত হলো, ফুলে ফেঁপে উঠলো কোষাগার। একেবারে রাজযোটক যাকে বলা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো বেসবল, বাস্কেটবলের দেশে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ দেখে যারা অবাক হচ্ছেন, তাদের এই ইতিহাসটা স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। বিশ্বের প্রথম অফিসিয়াল ক্রিকেট ম্যাচটি কিন্তু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রেই। ভেন্যু সেই 'বিগ অ্যাপল' বলে পরিচিত নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন। ১৮৪৪ সালের সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। ১৮৬০ দশকে গৃহযুদ্ধের আগ পযর্ন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যমই ছিল ক্রিকেট।

তারপর সেখানে কিভাবে যেন শিকড় গাড়লো বেসবল, বাস্কেটবল, আমেরিকান ফুটবল। আসলে জীবনযুদ্ধে রুজিরোজগারের পেছনে ছুটতে গিয়ে তখন মানুষের হয়তো মনে হয়েছিল ক্রিকেটটা বড্ড লম্বা। এত সময় কোথায় ওটা দেখার? সময় কম, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা আছে, আবার টাকা আসবে- এমন কোনো সংক্ষিপ্ত খেলার দিকেই ছোটে আমেরিকানদের মন। টি-২০ ক্রিকেট এই মানসিকতার সঙ্গে যায়। একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলো যেমন ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকার অভিবাসীরা খেলাটিকে এগিয়ে নিতে বড় ভূমিকা রাখবে, এটা ভেবেই নেয়া যায়।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটটা বাংলাদেশের কাছে আর আনন্দের নয়। এ অতি জটিল সমীকরণে জীবন-মরণের মতো সিরিয়াস বিষয়। জন্মক্ষণ আর বর্তমান বাস্তবতায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটই পৃথিবীর কাছে এখন দাঁড়িয়ে আছে মেরুব্যবধানে। এটাই হয়তো ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ-ভাষা, এতেই হয়তো নিহিত ক্রিকেটের অস্তিত্ব।

বাংলাদেশের সমর্থকেরা প্রতিবারই আশায় বুক বাঁধে। একটা সুন্দর আসরের পরিসমাপ্তি দেখার জন্য শত-সহস্র চোখ পলকহীন তাকিয়ে থাকে টেলিভিশনের দিকে। তবে দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলাফল 'আশায় গুড়েবালি'। এই যখন অবস্থা, তখন প্রশ্ন থেকেই যায়, 'ঠিক কতটুকু আশা করা উচিত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কাছ থেকে?

একটা দলের প্রাণ হতে পারেন তরুণ খেলোয়াড়েরা। কোচের গোপন অস্ত্র, তুরুপের তাস কিংবা ট্রামকার্ড—যা-ই বলি না কেন, সব ক্ষেত্রে তরুণেরাই হতে পারেন ভরসার জায়গা। তারুণ্যনির্ভর বাংলাদেশ দল অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই বিশ্বকাপে ভালো ফল করবে বলেই আমরা আশাবাদী। বাংলার দামাল ছেলেদের বিশ্বকাপ মাতানো দেখার অপেক্ষায় কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী বাঙালি। বিজয় আসবেই!

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ফাঁকি

চিররঞ্জন সরকার

কৃষিতে গড়পড়তা আয় কমছে। ক্রমেই অলাভজনক হচ্ছে চাষবাস। এখন বেশির ভাগ কৃষিজীবী অন্য কোনো জুতসই কাজ পেলে তৎক্ষণাৎ কৃষিক্ষেত্র ছাড়তে চাইবেন। নেহাত যাওয়ার জায়গা নেই, তাই তাঁরা জোয়ালে জুড়ে আছেন। বাজেট-বক্তৃতায় স্বভাবতই এসব কথা থাকে না। থাকে কেবল আত্মপ্রচার, অথচ থাকা দরকার আত্মসমীক্ষা বা আত্মসমালোচনা।

গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তাসহ সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থাই হলো সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী। এটা এমন একটা নিরাপত্তা বেড়াজাল, যার মাধ্যমে সমাজের আয়-উপার্জনহীন ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। কাগজে-কলমে এই খাতে প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ বাড়লেও প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দ আরও কমে যায়। এ বছরের বাজেটেও তা ঘটেছে। বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতাসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা করছে সরকার, যা মোট বাজেট বরাদ্দের ১৭ দশমিক ০৬ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ। এই হিসাবে সামান্যই বাড়ছে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ।

সত্যিকার অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নয়, আগামী অর্থবছরে এমন কিছু বিষয়কে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের তালিকায় দেখানো হচ্ছে। যেমন—ধনী-গরিব সবাই সঞ্চয়পত্র কিনতে পারেন। আগামী অর্থবছরেও সরকার দেখাতে যাচ্ছে, ব্যাংকে টাকা রাখলে যে হারে সুদ পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি হারে যতটুকু সুদ সঞ্চয়পত্রে দেওয়া হয়, ততটুকু হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা।

আবার অবসরভোগী সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিকেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকায় রাখা হচ্ছে। নতুন অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দের তিন ভাগের এক ভাগ সরকারি চাকুরের পেনশন ও সঞ্চয়পত্রের সুদের জন্য রাখা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বহুমুখী কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাখা হয়েছে বড় অঙ্কের টাকা। এমনকি বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের খরচও সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দের মধ্যেই দেখানো হয়েছে। কৃষি খাতে ভর্তুকির পুরো অঙ্ককেই সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলে বিবেচনা করছে।

সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য কলোনি নির্মাণ, উপকূল অঞ্চলে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তহবিল গঠন, চাকরিরত অবস্থায় মারা যাওয়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য অনুদান ইত্যাদি খাতের বরাদ্দকেও সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের ৩৩ শতাংশ যাচ্ছে পেনশন ও সঞ্চয়পত্রের সুদ পরিশোধে। এর ২৭ শতাংশই খরচ হবে সরকারি চাকরিজীবী ও তাদের পরিবারের পেনশন বাবদ। এতে ৩৮ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সঞ্চয়পত্রের সুদহারে সামাজিক নিরাপত্তা প্রিমিয়াম বাবদ যাবে আরও ৮ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা, যা এই খাতে বরাদ্দের ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। দুই খাত মিলিয়ে চলে যাবে ৩৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এ দুই খাতে ৩০ শতাংশ বরাদ্দ ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ যা দেখানো হচ্ছে, তা আসলে একধরনের গোঁজামিল।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ৩ শতাংশের মতো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গড় বরাদ্দ ৪ শতাংশ, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর গড় বরাদ্দ ৮ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর গড় ২০ শতাংশ। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের বরাদ্দ সবচেয়ে কম।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতার পরিমাণ ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছিল মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। কিন্তু আগামী অর্থবছরে এই প্রস্তাবসহ কোনো ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবই আমলে নেওয়া হচ্ছে না। নগদ সহায়তার মধ্যে শুধু প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। আর কারও ভাতা বাড়ছে না। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি ১০০ টাকা বাড়ছে। উপবৃত্তি ৯৫০ টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ৫০ টাকা হচ্ছে।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় বেতনকাঠামোর প্রজ্ঞাপন জারি করে যখন সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এক লাফে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছিল, গরিব বয়স্ক নারী-পুরুষদের ভাতা ছিল তখন মাসিক ৪০০ টাকা। বর্তমানে তাঁরা পাচ্ছেন ৬০০ টাকা করে। বয়স্ক ভাতা এক টাকাও বাড়ছে না।

বর্তমানে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হয় ৫৮ লাখ ১ হাজার নারী-পুরুষকে। আগামী বাজেটে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে ২৫ লাখ ৭৫ হাজার বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাকে মাসিক ৫৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। ২৯ লাখ প্রতিবন্ধীকে মাসে ৮৫০ টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারতে বয়স্ক কিংবা বিধবা ভাতা রাজ্যভেদে ১২০০ থেকে ২০০০ টাকা। গবেষকদের মতে, ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন বর্তমানে ১ হাজার ৮৬২ টাকা। অর্থনীতিবিদেরা প্রশ্ন করছেন: মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে বেশি হলে ভাতার হার কম কেন? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সরকার কাগজে-কলমে যা-ই দেখাক, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ বরং কমছে। এই বরাদ্দ কমার বিষয়টা কল্যাণমূলক অবস্থান থেকে সরকারের সরে আসার শামিল। প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির খাদ্যের ৫০ শতাংশই চাল। ব্যয়ের বড় অংশই খাদ্যে যায়। মূল্যস্ফীতি দেখা দিলে মানুষ খাদ্যে কাটছাঁট করে। ফলে পুষ্টি গ্রহণ কমে যাবে এই শ্রেণির। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদার আলোকে হয়নি। মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার কারণে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় যেখানে দ্বিগুণ করা দরকার, সেখানে বরাদ্দ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এই টাকায় সামাজিক সুরক্ষা কতটা দেওয়া সম্ভব, সেই প্রশ্ন রয়ে গেছে। বয়স্ক ভাতার কথাই ধরা যাক। এই ভাতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষের বয়স সর্বনিম্ন ৬৫ বছর ও নারীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬২ বছর হতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠী সব মিলিয়ে ৭ শতাংশ। দেশে মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটি ধরলেও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ২০ লাখের মতো। আর ভাতার পরিমাণ নিয়ে সমালোচনা তো আছেই। তাঁদের জন্য বরাদ্দ ৬০০ টাকা দিয়ে একজন বয়স্ক দরিদ্র ব্যক্তি আগের বছর যতটুকু খাবার এবং ওষুধ কিনতে পারতেন, পরের বছর সেটা পারেন না। কেননা, মূল্যস্ফীতির কারণে ওষুধের দামও বাড়ছে প্রতিবছর। তার মানে, প্রকৃত অর্থে ভাতার পরিমাণ কমে গেছে।

মানুষের বয়স হয়ে গেলে প্রতিবাদ করার শক্তি হারিয়ে যায়। অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে হয়। সরকার দয়ার পরিমাণটাও ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে! কয়েক দিন আগে এক দৈনিকে এ রকম ভাতাভোগী এক হতদরিদ্র বৃদ্ধের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাড়ি রাজশাহী। তিন বছর আগেও তিনি ৫০০ টাকা দিয়ে দুটি ইনহেলার কিনতে পারতেন, এখন আর পারেন না। তা ছাড়া, শরীরে এখন আরও নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই। তিনি বলেছেন, জীবন এখন তাঁর কাছে বোঝা হয়ে গেছে। একমাত্র মৃত্যুই তাঁর মুক্তি এনে দিতে পারে! এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু সরকার এমন মানুষের প্রতি সহায়তার হাত ক্রমেই গুটিয়ে নিচ্ছে। এটা দুঃখজনক।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কোনো শৃঙ্খলা নেই। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা এই খাতে অনুপস্থিত। ঠিক ব্যক্তির কাছে অর্থ পৌঁছাচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে কোনো যথাযথ তদারকি নেই। দেশে এখনো অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিগুলোর একটির সুবিধাও পান না।

সরকার নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে প্রতিবছর নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে চায়। পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী-লুটেরাদের স্বার্থ রক্ষা করে প্রাণপণে, কিন্তু প্রমাণ করার চেষ্টা করে গরিববান্ধব হিসেবে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে সব সময় নিজেদের মহানুভবতার হাতিয়ার হিসেবে দেখানো হয়। দেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই গ্রামে থাকে। দারিদ্র্যও তাই প্রবলভাবে গ্রামীণ। সমস্যার শিকড়ও সেই কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রের গভীরেই রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি দিনে দিনে কমছে। কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার কোনো ম্যাকানিজম নেই।

কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিকেরা শিল্প ও সেবা খাতে যথেষ্ট সংখ্যায় যেতে পারেন—তেমন সুযোগ তৈরি হয়নি। ফলে কৃষিতে গড়পড়তা আয় কমছে। ক্রমেই অলাভজনক হচ্ছে চাষবাস। এখন বেশির ভাগ কৃষিজীবী অন্য কোনো জুতসই কাজ পেলে তৎক্ষণাৎ কৃষিক্ষেত্র ছাড়তে চাইবেন। নেহাত যাওয়ার জায়গা নেই, তাই তাঁরা জোয়ালে জুড়ে আছেন। বাজেট-বক্তৃতায় স্বভাবতই এসব কথা থাকে না। থাকে কেবল আত্মপ্রচার, অথচ থাকা দরকার আত্মসমীক্ষা বা আত্মসমালোচনা।

আমাদের দেশে করোনা মহামারির অভিঘাত এখনো কাটেনি। ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনসহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেশের অর্থনীতিকে এখনো পর্যুদস্ত করে রেখেছে। বৈষম্য, লুটপাট, টাকা পাচার, ডলার-সংকটের কারণে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবন ও জীবিকা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাই সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সুসংহত করে তার দ্বারা অতিদরিদ্র মানুষের জীবন সুরক্ষিত করা এই মুহূর্তে জরুরি কাজ।

গবেষক ও কলামিস্ট

জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশের প্রস্তুতি বনাম উন্নত বিশ্ব

ড. অনিরুদ্ধ সরকার

সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় রিমালের মতো ভয়াবহ না হলেও ভৌগোলিক কারণেই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে নিয়মিত যেতে হয় বাংলাদেশকে। ফাইল ছবি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। ব-দ্বীপ ও বঙ্গোপসাগরের প্রভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভয়াল দুর্যোগের থাবা প্রতি বছরই চোখ রাঙায় প্রিয় স্বদেশের দিকে। ঝড়, সাইক্লোন, বন্যাসহ নানা রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ চরাঞ্চলের অসহায় মানুষের। দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের প্রস্তুতি কি আসলেই এই সকল দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম?

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেহেতু মানুষের পক্ষে আটকানো সম্ভবপর নয়, তাই দুর্যোগের আগে কিংবা দুর্যোগ–পরবর্তী প্রস্তুতি ও সঠিক মোকাবিলা করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান করণীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশের কৃষিতে। উদাহরণস্বরূপ খরা, লবণাক্ততাসহ কৃষি জমির উর্বরতা কমে যাওয়া বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বিরূপ পরিবেশ সঠিকভাবে মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতির মূল্যায়ন মূলত বড় ধরনের দুর্যোগের সময় বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।

৫ জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ভূমিক্ষয়, খরা ও মরুকরণের বিরুদ্ধে টেকসই ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও ভূমি পুনরুদ্ধার করার বৈশ্বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বড় প্রভাবের মধ্যে খরা, লবণাক্ততা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এরই মধ্যে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এই সকল প্রকল্প মূলত পাইলট প্রকল্প, অর্থাৎ, স্বল্পমেয়াদি। বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সফল পাইলট প্রকল্প গুলোর সুফল দীর্ঘমেয়াদি করা সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নত বিশ্বের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনাকে বাংলাদেশের সুরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত উপায়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব—

১। ফসলি জমি পুনরুদ্ধার ও উর্বরতা রক্ষার জন্য green manuring, nutrient use efficiency, conservation agriculture, zero tillage, buffer strip for slope agriculture ইত্যাদি উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়াতে পাহাড়ি এলাকায় কৃষিতে এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছে।

২। খরা, লবণাক্ততা ও চরাঞ্চলের অনুর্বর জমির জন্য উপযুক্ত ফসলের জাত নির্বাচন। বিশেষ করে লিগিউম জাতের ফসল ও সহিষ্ণু জাত (tolerant variety; early variety) নির্বাচন করা উচিত।

৩। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানির স্থায়ী ব্যবস্থা করা; আর্সেনিকসহ হেভিমেটাল টক্সিসিটি থেকে উপকূলীয় কৃষিকে রক্ষার জন্য soil washing, flushing and phytoremediation ইত্যাদি যুৎসই প্রযুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন করা।

৪। উপকূলীয় কৃষিকে আকর্ষণীয় করতে লোকাল ফুড ভ্যারাইটিকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিশেষ ভর্তুকি প্রদান। উদাহরণস্বরূপ জাপান ও কোরিয়াতে স্টিকি রাইস (স্থানীয় ধানের জাত) চাষে পাহাড়ি কৃষি ও কৃষকদের উৎসাহ দিতে সরকারি প্রনোদো দেওয়া হয়।

৫। আধুনিক প্রযুক্তি (Smart agriculture, Climate predictive model, Artificial intelligence in disaster management) ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ।

সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলার সঠিক প্রস্তুতি ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক বাস্তবায়ন, বনভূমি রক্ষা ও সামষ্টিক সচেতনতা বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। মোদ্দা কথা প্যারাসিটামল যেমন ক্যানসার নিরাময় করতে পারে না, শুধু গায়ের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, তেমনি শুধু বৃক্ষরোপণ দিয়েই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ন্ত্রন সম্ভব নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় "Treat the organ, not the symptom"। জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে এ কথাটি মনে রাখা ভীষণভাবে জরুরি।

অনিরুদ্ধ সরকার: পোস্টডক্টরাল গবেষক, দক্ষিণ কোরিয়া

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

গণতন্ত্রের সাবালকত্বের প্রমাণ

সেলিম খান

ভারতের বহুল আলোচিত নির্বাচন শেষ। টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এই হিসেবে তিনি এখন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাতারে চলে গেলেন। এটা রাজনীতিক মোদির জন্য যেমন বিরাট এক প্রাপ্তি, তেমনই এবারের পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ফলাফল ভারতীয় গণতন্ত্রের সাবালকত্বেরও বড় প্রমাণ। তবে এখনো নেহরুর চেয়ে একটি বিষয়ে মোদি অনেক পিছিয়ে। নেহরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৬ বছর ২৮৬ দিন। মোদিকে এই রেকর্ড ভাঙতে হলে এই পাঁচ বছর তো টিকতেই হবে, ২০২৯ সালেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে হবে। ততদিনে তিনি অশীতিপর হওয়ার পথে চলে যাবেন।

তবে ২০১৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে এবং টানা ১০ বছর একাদিক্রমে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার চালিয়ে নরেন্দ্র মোদি পণ্ডিত নেহরুর অনেক রেকর্ডই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান হলো—ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও বহুমতের সমন্বয়ে চলা রাষ্ট্রকাঠামো। দেশ হিসেবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অনন্য উদাহরণ। এখানে ধর্মের যত না ভিন্নতা আছে, তারচেয়ে জাতি-জনজাতি, ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বিপুল। এটাই ভারতের সৌন্দর্য। ভারত সম্পর্কে শুধু বলাই হয়ে থাকে না, সেখানকার অধিকাংশ রাজনীতিক বিশ্বাসও করেন, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে বিদ্যমান একতাই দেশটিকে টিকিয়ে রেখেছে, বিশ্বের দরবারে অন্যরকম মর্যাদা দিয়েছে।

কিন্তু এই যে হিন্দুত্বের এক সরলরৈখিক ধারণা নিয়ে বিজেপি বা তাদের নেতা নরেন্দ্র মোদি এগিয়েছিলেন, তাতে খণ্ডকালীন কিছু সুফল তাঁরা পেয়েছেন সত্যি। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন তাঁদের মনে করে দিয়েছে, পথটা ভুল। যে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের গরিমা নিয়ে তাঁরা বাজার মাত করার কথা ভেবেছিলেন, সেটা বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজে দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্যকর না। সেজন্য মুঘলরা ৩৩১ বছর, ইংরেজরা ১৯০ বছর ভারতে শাসনের পরও এর সমাজ কাঠামোয় হাত দেওয়ার সাহস দেখায়নি। বরং বাস্তবতা মেনে নিয়ে শাসকের ভূমিকা পালন করে গেছে। এ তো গেল দূরের ইতিহাস। এমনকি ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পর হিন্দি-হিন্দুস্তান (যার মধ্যে নরম হিন্দুত্বের লুকায়িত আবেশও ছিল) বয়ান প্রত্যাখান করেছিল ভারতবাসী। হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে দক্ষিণ ভারতের মানুষের সে সময় ফুঁসে ওঠা তারই বড় প্রমাণ। কিন্তু এ থেকে কোনো শিক্ষাই নেননি নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহরা।

অযোধ্যায় ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির তৈরির স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবার নির্বাচনী বৈতরণি পার করে দেবে এমনটাই ভেবেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তা হয়নি। অযোধ্যা যে এলাকার মধ্যে পড়ে সেই ফৈজাবাদে হেরেছে বিজেপি। জিতেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী। অথচ এই আসনের ৮০ শতাংশ ভোটারই ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। এটাই ভারতের বহুত্ববাদী পরিচয়ের বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ রাজ্যেও অখিলেশ-রাহুলের জোট এক ঝটকায় পেছনে ফেলে দিয়েছে মোদির বিজেপিকে। মোদির জন্য একই ধরনের ধাক্কা এসেছে রাজস্থান ও হরিয়ানা থেকে। কিছুটা বিহার থেকেও। তবে সবার ধারণা ছিল বিহারে ইন্ডিয়া জোট আরও ভালো করবে। এত দিন হিন্দিভাষী অঞ্চল সম্পর্কে ‘হিন্দুত্বের চারণভূমি’ হিসেবে যে মিথ প্রচলিত ছিল, তাকে দূরে ঠেলে ওই অঞ্চলের মানুষ প্রমাণ করেছেন, তাঁরাও আর পাঁচজনের মতোই ভারতীয়।

এই নির্বাচন সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ভোটদাতাদের এক সতর্কবার্তা। ১৯৭৫ সালে সব নাগরিক অধিকার হরণ করে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এর পেছনে ছিল নিজের বজ্রমুষ্টি আরও দৃঢ় করার বাসনা। কিন্তু এর দুই বছর পরই ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরাকে হারিয়ে সবক শিখিয়ে দেন ভারতের ভোটাররা। ২০২৪-এ তারই যেন পুনরাবৃত্তি হলো। তবে ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে নরেন্দ্র মোদি কিছুটা ভাগ্যবান। তাঁকে বিদায় নিতে হয়নি। তবে ৩০৩ থেকে টেনে ২৪০-এ নামিয়ে এনেছেন ভোটররা। গত ১০ বছরের চর্চিত একচেটিয়া মোদি এখন জোট এনডিএ-তে বদলে গেছে। বর্তমান ভারত, তথা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এটাই-বা কম কীসের।

> ▶ গত ১০ বছর ধরে মোদি-শাহ জুটির তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল্যের পাশাপাশি রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে বিরোধী-দলন অভিযান চালিয়েছে, তাতে এই সিদ্ধান্তের জন্য তারা ধন্যবাদ পেতেই পারে। কারণ, ভোটারের পুরো ম্যান্ডেট না পেয়ে সরকার গঠনের না ঝাঁপানো যথার্থ গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচায়ক।

এই সুযোগে নরেন্দ্র মোদি পারলেন না অটলবিহারি বাজপেয়ি হতে। ১৯৯৮ থেকে দুটি নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল বাজপেয়ি সরকার। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, বিজেপি পেয়েছে ১৩৮টি আসন। আর তাদের জোট এনডিএ পায় ১৮৯টি আসন। এ সময় তরুণ বিজেপি নেতা প্রমোদ মহাজন ছুটে যান বাজপেয়ির কাছে। আরও কিছু দলের সমর্থন নিয়ে বাজপেয়ির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গড়ার চেষ্টা করবেন কিনা, এই অনুমতি নিতে। বাজপেয়ি এই তরুণ নেতাকে বলেছিলেন, ‘মানুষ আমাদের বিরোধী দলের আসনে বসার অনুমতি দিয়েছে, সরকারে নয়।’ এরপর আর কথা বাড়াননি প্রমোদ মহাজন। এটাই ছিল একজন তরুণের জন্য একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের শিক্ষা। নরেন্দ্র মোদির সামনে এবার নৈতিক পরাজয় স্বীকার করার সুযোগ ছিল। তিনি তা নেননি। বরং শরিকদের আরও কতভাবে প্রলুব্ধ করা যায়, তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই মিলে।

তবে বিজেপি যাই বলুক ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন হয়েছে অনেকটাই দ্বিদলীয় জোটের মধ্যে। এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া। আর এর ফলে ইন্ডিয়া নামে একটি শক্তিশালী বিরোধী জোট উপহার দিল ভারতীয় ভোটাররা, যা প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য এক আবশ্যিক শর্ত। ২০১৯ সালে শতকরা ৩৭ জনের ভোট পেয়ে মোদির দল ৩০৩টি আসন পেয়েছিল। এবার তাদের বিরুদ্ধে পড়া শতকরা ৬৩টি ভোটের অধিকাংশ এক জায়গায় আনতে পারার জন্য শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ সরকারের সাথে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জোর পাবে। তাদের জন্য বড় আশঙ্কা হলো, ক্ষমতায় বসে বিজেপি নিজেই ২৭২-এর ধাপ পার হতে জোট ভাঙতে পারে, দল ভাঙতে পারে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মোদি-শাহ জুটির গত পাঁচ বছরের কাজে সে আশঙ্কা জোরালোই হয়। সেক্ষেত্রে এটাও একটা লড়াই। গণতন্ত্রে বিরোধীপক্ষ সব ধরনের লড়াই অব্যাহত রাখবে, এটাই দেশের মানুষ প্রত্যাশা করে। আর এবার তো সংখ্যায় ভারী করে দিয়ে দাবিটা আরও জোরদার করেছেন ভোটাররা। এ পর্যন্ত বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হলো বিরোধী আসনে বসা এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। গত ১০ বছর ধরে মোদি-শাহ জুটির তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল্যের পাশাপাশি রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে বিরোধী-দলন অভিযান চালিয়েছে, তাতে এই সিদ্ধান্তের জন্য তারা ধন্যবাদ পেতেই পারে। কারণ, ভোটারের পুরো ম্যান্ডেট না পেয়ে সরকার গঠনের না ঝাঁপানো যথার্থ গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচায়ক।

এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১০ বছর পর ভারত আবার জোট সরকারের যুগে ফিরে যেতে চলেছে। অর্থাৎ, ১৯৮৯ সাল থেকে জোট সরকারের যে ধারা তৈরি হয়েছিল, তা ফিরে আসায় বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের দর্পণ সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। ভারতের মতো একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার খুবই জরুরি, এই মত অনেকের। কংগ্রেস দল হিসেবে আগে এই ধারণায় বিশ্বাস করত। এখন বিজেপির এই বিশ্বাস আরও অনেক গভীর। কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা ফেডারেল স্ট্রাকচার ক্ষয় হতে হতে লয়ের পথে যেতে বসেছে, গত ১০ বছরে মোদি সরকারের শাসন তারই প্রমাণ।

২০২৪-এর নির্বাচনে ভোটারেরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং পরবর্তী দায়িত্ব সঁপেছেন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের ওপর। কারণ গত ১০ বছরে তাঁরা নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারকে হাড়ে হাড়ে চিনেছেন। ফলে ভারতের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে রাহুল, অখিলেশ, মমতা, উদ্ধব, তেজস্বীরা কী ভূমিকা পালন করেন, সেটাই দেখার।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admited in NY only. Moin Choudhury is admited in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতার আশ্বাস বাইডেনের

ইমা এলিস

আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে ১১ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অবৈধ অভিবাসী স্বামী-স্ত্রীকে বৈধতার লক্ষ্যে আবেদন করার জন্য একটি 'প্যারোল ইন প্লেস' পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করছে হোয়াইট হাউস। ইতিমধ্যেই এর মাধ্যমে মার্কিন সামরিক সদস্যদের পরিবারের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং এক বছর এক বছর করে তাদের সময় বাড়ানো হচ্ছে।

প্যারোল ইন প্লেস মার্কিন নাগরিকদের অবৈধ স্বামী-স্ত্রীকে নির্বাসন থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করবে। পরবর্তীতে তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। তবে কীভাবে সেই বিবরণগুলি এখনও পরিষ্কার নয়। ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলোর তথ্য অনুসারে মার্কিন নাগরিকদের প্রায় ১১ লাখ স্বামী/স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। গ্রুপগুলো বলেছে তাদেরকে মার্কিন নাগরিক করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ১৬ বিলিয়ন ডলার যোগ করবে।

বৃহত্তর অভিবাসন সংস্কার প্যাকেজের অংশ হিসাবে লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসীর নাগরিকত্ব দেয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বাইডেন পদক্ষেপ নেয়া কথা বিবেচনা করছেন। এই বছরের শুরুর

জো বাইডেন

দিকে সিনেটে উত্থাপিত একটি পৃথক দ্বিদলীয় বিল প্রশাসনের সমর্থন অর্জন করেছিলো কিন্তু তা পাশ করা সম্ভব হয়নি রিপাবালিকানদের কারণে। প্রেসিডেন্টের নতুন পরিকল্পনারও প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়বে। ইতিমধ্যেই রিপাবালিকানরা অভিযোগ করেছেন, প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন।

নভেম্বরে আসন্ন নির্বাচনে এই ধরনের পদক্ষেপ কী প্রভাব ফেলতে পারে তা স্পষ্ট নয়। তবে তার প্রচারণা আশা করে যে প্যারোল সম্প্রসারণ তাকে অ্যারিজোনা এবং নেভাদার মতো সুইং রাজ্যে সাহায্য করবে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত ৪ জুন মঙ্গলবার ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিবাসনের বিষয়ে আরও উদার পদক্ষেপ সামনের সপ্তাহগুলিতে আসতে পারে। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বাইডেন দক্ষিণ সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয়ে ব্যাপারে একটি নির্বাহী আদেশ ঘোষণা করেন। এই নির্বাহী আদেশ এখনও সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের সীমান্ত ক্রসিংয়ের সংখ্যার উপর প্রভাব ফেলেনি। এই আদেশ কিছু আইন প্রণেতাদের নিন্দা এবং নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে তাৎক্ষণিক মামলার হুমকিসহ শুধু এটি একটি উদার ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। গত ৪ জুন মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, 'আজ আমি সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের কী করতে হবে তা নিয়ে কথা বলেছি। সামনের সপ্তাহগুলিতে আমি কীভাবে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য এবং আরও ন্যায়সঙ্গত করতে পারি তা নিয়ে কথা বলব।

হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, যেমন আমরা আগেই বলেছি, প্রশাসন নীতিগত বিকল্পগুলির পথ খুঁজছে এবং আমরা আমাদের ভঙ্গুর অভিবাসন ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্যারোল আরও বিস্তৃতভাবে বাইডেন প্রশাসন দ্বারা সিবিপি ওয়ান অ্যাপ ব্যবহার করে পোর্টের মাধ্যমে দিনে ১ হাজার ৫০০ জনের বেশি এবং সেই সাথে কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের জন্য একই প্রক্রিয়ায় মাসে ৩০ হাজার জনকে আসার সুযোগ দেয়া হবে।

অভিবাসীদের চাকুরির এখন ব্যাপক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিবাসীদের অনেকেই চাকুরি বাজারের চলমান চাঙ্গা অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছেনা। প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংযোগের অভাবে অজানা থেকে যাচ্ছে আমেরিকায় নিজেকে গড়ে তোলার কৌশলটি।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে চাকুরি বাজারে এমন রমরমা অবস্থা কখনো দেখা যায়নি। মহামারির সময়ে শ্রমবাজার থেকে ঝরে পড়া অনেক কর্মীই আর কাজে ফিরে যাননি। নতুন আসা অভিবাসীরা বিভিন্ন পেশায় নিজেদের যুক্ত করবেন, এমন প্রত্যাশা থাকলেও অভিবাসীরা আমেরিকায় এসেই যেকোনো গতানুগতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন করছে না। বাংলাদেশি অভিবাসীদের বেলায় এ সত্যতা আরও বেশি।

অধিকাংশ বাংলাদেশি আমেরিকায় আসে পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করেন। নানা ধরনের ডেলিভারি, গাড়ি চালানো, হোটেল রেস্তোরাঁয় কাজে নেমে পড়েছেন। কিছুদিন জড়িয়ে থাকার পর প্রান্তিক কোন পেশা বদল করছেন না। আমেরিকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে এখানকার শ্রমবাজারের দক্ষ কর্মী হিসেবে অনেকেই নিজেকে উচ্চ আয়ের পেশায় যুক্ত করতে পারেন। এ নিয়ে নতুন আসা অভিবাসীদের যারা পথ দেখাতে পারেন, তারাও কাজটি করছেন না।

বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসা অভিবাসীরা অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অগ্রসর। অনেকেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে এসে এখানে গাড়ি চালিয়ে বা হোটেল রেস্তোরাঁয় কাজ করে জীবন পার করে দিচ্ছেন। কথার ফাঁকে অনেকেই অজুহাত হিসেবে বলেন ইংরেজি না জানার কারণে তারা এগোতে পারছেন না।

যদিও যেকোনো বয়সে ইংরেজি শেখার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অভিবাসীবহুল নগরগুলোতে এক বর্ণ ইংরেজি না জেনেও বহু পেশাজীবী তাদের কাজে এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। আমেরিকায় মধ্য পর্যায়ের যেকোনো কাজের জন্য স্কুল গ্রাজুয়েশন হয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়। বাংলাদেশ থেকে আসা অধিকাংশ নারী পুরুষ অভিবাসীরাই উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এ শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বহু উচ্চ আয়ের পেশায় যোগ দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

ফেডারেল অর্থ ব্যবহার করে যত উন্নয়ন কাজ আমেরিকা জুড়ে হয়, সেসব কাজে কর্মি নিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্যে অনগ্রসর সম্প্রদায় থেকে কর্মি নিয়োগের বাধ্যবাধকতা থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলে যায়, ফেডারেল থেকে বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার করে কোন আবাসিক প্রকল্প বা অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে, এলাকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে বসবাস করা লোকজনকে এসব প্রকল্পে সংযুক্ত করতে হয়। এমনকি অল্প আয় বা মধ্য আয়ের লোকজনকে একটি নির্দিষ্ট হারে নিয়োগ না দিলে বরাদ্দের অর্থ ছাড় পাওয়া যায় না। নিউইয়র্ক, নিউজার্সিসহ বড়বড় রাজ্যগুলোতে আগামী এক দশকে এমন অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। এসব প্রকল্পের জন্য কর্মীদের প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন শহরে বেশ কিছু সংস্থা কাজ করছে। সরকারের অর্থ সহযোগিতায় এসব সংস্থা জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও প্রশিক্ষণ ভাতা , যাতায়াতের ব্যয় পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে।

নিউইয়র্ক বা নিউজার্সিতে এমন কোন বাংলাদেশি সংস্থার সন্ধান পাওয়া যায়নি। যারা সরকারের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে লোকজনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন। বাংলাদেশি জনসংঠনগুলো জেলা ও থানার নামে সমিতি করে বনভোজন করা আর কবর ক্রয়ের কর্মসূচি নিয়ে দলাদলি আর কলহে ব্যস্ত। না হয়, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ নিয়ে নিজেরা মারামারি করছেন।

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির রাজ্য সরকারের মাধ্যমে অনুদান গ্রহণ করে বেশ কিছু সংস্থা অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণে নির্মাণ শ্রমিক থেকে শুরু করে আইটি খাত পর্যন্ত সব পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে এসব কর্মসূচিতে কোন বাংলাদেশি অভিবাসী নেই।

আমেরিকায় নির্মাণ কাজ থেকে যেকোনো প্রকল্প কাজে যুক্ত হতে হলে লাইসেন্সিং করা বাধ্যতামূলক। নির্মাণ কাজের একজন পতাকা শ্রমিক(যিনি সড়ক পথের নির্মাণ কাজের পতাকা ধরেন গাড়ি বা পথচারিকে সতর্ক থাকার জন্য), তাঁকেও লাইসেন্স নিতে হয়। এসব লাইসেন্স পাওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। যদিও এসব কাজের মজুরি ঘণ্টায় কখনো ৪০ ডলারের কাছাকাছি।

অভিবাসীদের মধ্যে যেসব পরিবার ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করেন বা মেডিকেইড গ্রহণ করেন, তাদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ দেয়ার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যদিও এসব অগ্রাধিকার পাওয়া কর্মীদের কাজের সন্ধান করতে দেখা যাচ্ছে না।

আমেরিকা জুড়ে এখন বেকারত্বের হার চার শতাংশের নিচে। শুধু নিউইয়র্কেই সাড়ে চার লাখ চাকুরির পদ খালি পড়ে আছে। আগামী এক দশকে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে উইন্ড টানেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় বড় প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এসব প্রকল্পের জন্য প্রান্তিক শ্রমিক থেকে শুরু করে নির্বাহী পর্যায়ের হাজার হাজার কর্মীর প্রয়োজন। বিভিন্ন অভিবাসী দল এবং অনগ্রসর এলাকার লোকজন ব্যাপকভাবে এসব কাজে জড়িত হওয়ার জন্য নিজেদের দক্ষ করে তোলার এখনই প্রস্তুতি শুরু করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বেকার থাকা বা নিম্ন মজুরীতে কাজ করা লোকজনের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ কাজের খোঁজ করছে বা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হচ্ছে।

বিভিন্ন রাজ্যে খালি পদের বিপরীতে লোক নেই। ফলে কাজ কর্ম থমকে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে। ইউ এস চেম্বার এবং ইউ এস চেম্বার ফাউন্ডেশন ব্যবসা মালিকদের 'আমেরিকা ওয়ার্ক ইনিশিয়েটভ' নামের কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ কর্মীদের সন্ধান ও শ্রমবাজারের উপযোগী করার জন্য নানা ধরনের সহযোগিতা করছে। এসব সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিসহ আমেরিকার চাঙ্গা শ্রমবাজারে উচ্চ মজুরীতে কাজ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার কোন বিকল্প নেই। এ নিয়ে প্রতিটি এলাকায় কর্মসংস্থান অফিস, চেম্বার অব কমার্সসহ নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যেকেউ যোগাযোগ করে সংযোগ সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে।

রোববার উত্তর আমেরিকায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসলামের ১২ মাসের সূচনা হয়। জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার মাধ্যমে হজ ও পবিত্র ঈদুল আজহা কবে উদযাপন করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সেই অনুযায়ী, ঈদুল আজহার প্রথম দিন জিলহজ মাসের ১০ম দিনে পড়ে। আর পবিত্র আরাফাহ দিবস পালন করা হয় জিলহজ মাসের ৯ম দিনে।

সৌদি আরবের জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার প্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় আগামী ১৬ জুন রোববার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে বলে অধিকাংশ মসজিদ সূত্রে জানা গেছে। নিউইয়র্কের মসজিদগুলোর মধ্যে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় জ্যামাইকা হাইস্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠে। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে জেএমসি ভবনে একাধিক ঈদের জামাত হবে সকাল ৭টা থেকে। জ্যামাইকার আলাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে নবনির্মত মসজিদ ভবনে (৮৮-৪৯ ১৭৯ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২) ঈদুল আজহার তিনটি জামাত হবে যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টায়, সাড়ে ৮টায় এবং সাড়ে ৯টায়।

জ্যামাইকার মসজিদ মিশন সেন্টারের (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) উদ্যোগে ঈদের তিনটি জামান অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৬টায়, সাড়ে ৭টায় ও সকাল ৯টায় মসজিদ ভবনে। জ্যামাইকার আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত হবে ৪টি। সকাল ৫টা ৪৫ এবং সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে প্রথম ও দ্বিতীয় জামাত হবে এএমসি ভবনে আর তৃতীয় ও চতুর্থ জামাত হবে যথাক্রমে সকাল ৮টা ও সকাল ১০টায় স্থানীয় রুফস কিং পার্ক মাঠে।

নিউইয়র্ক ঈদ গাঁহ-এর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবছরও ৫টি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৬টা, ৭টা, ৮টা, ৯টা ও ১০টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায়। ম্যানহাটানাস্থ মদিনা মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত হবে একই দিন সকাল সাড়ে ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন মাঠে।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষকসহ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা।

বেনজীর পরিবারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনন্দ হাউজিং সোসাইটির ৬ কাঠার চারটি প্লটের মোট ২৪ কাঠা জমি, রাজধানীর গুলশানের ৩ কাঠা জমি, বাড্ডার ১৩.৬৬ কাঠা জমি ও রূপায়ণ মিলিনিয়াম স্কয়ারে ৩ হাজার ৭৫ বর্গফুটের অফিস গাড়ি পার্কিংসহ, বান্দরবানে লিজ দলিলের মাধ্যমে নেওয়া ২৫ একর জমি, রাজধানীর আদাবর এলাকার ছয়টি ফ্ল্যাট এবং বেনজীর আহমেদের নামে সিটিজেন টেলিভিশন লিমিটেড ও টিজেরা ফিট অ্যাপারেলস লিমিটেডে থাকা মালামাল জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালত সূত্র জানায়, জব্দ করার আদেশের কপি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দুদকে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ২৩ ও ২৬ মে পৃথক আদেশে বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা কয়েক শ বিঘা জমি, গুলশানের কয়েকটি ফ্ল্যাটসহ বিভিন্ন স্থাবর সম্পদ জব্দ এবং বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা ৩৩টি হিসাব ফ্রিজের (অবরুদ্ধ) নির্দেশ দেন আদালত।

জব্দ করা স্থাবর সম্পদ দেখাশোনার জন্য রিসিভারও নিয়োগ করা হয়েছে। দুদকের অনুসন্ধানে পরে তাঁদের আরও সম্পদের খোঁজ পাওয়ায় সেগুলো জব্দের আদেশ চেয়ে দুদকের উপপরিচালক হাফিজুল ইসলাম গতকাল আদালতে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আদালত এসব সম্পদ জব্দের নির্দেশ দেন।

বেনজীর আহমেদ, তাঁর স্ত্রী জিশান মির্জা, তিন মেয়ে ফারহিন রিসতা বিনতে বেনজীর, জাহরাহ জারিন ও তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের নামে এসব সম্পদ রয়েছে। দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পরে আরও সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেলে সেগুলো জব্দ ও অবরুদ্ধ করার আবেদন করা হবে।

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'আমাদের কাছে এমন কিছু আসেনি, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে তাঁকে (বেনজীর) আমরা দায়ী করতে পারি। কাগজপত্র সঠিকভাবে আসছে। এখানে কোনো ভুলভ্রান্তি করে থাকলে তদন্ত যাঁরা করছেন, তাঁরা যদি কিছু প্রমাণ করতে পারেন, তখন সেটা দেখা হবে।'

পুত্রের 'অপরাধ'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্টের সন্তানের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

৩৮ ক্যালিবার রিভলভার কেনার সময় হান্টার বাইডেনকে যে ফরম পূরণ করতে হয়েছিল, সেখানে হান্টার লিখেছিলেন, তিনি মাদকাসক্ত নন। তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখারও অভিযোগ আনা হয়েছিল।

৫৪ বছর বয়সী হান্টার বাইডেন অবশ্য নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। আগ্নেয়াস্ত্র কেনার ওই সময়টায় তিনি মাদকাসক্তি থেকে বের হয়ে আসার পথে ছিলেন বলে দাবি করেছেন।

তবে ১২ সদস্যের জুরি মঙ্গলবার হান্টার বাইডেনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তার যে অপরাধ, তা সর্বোচ্চ ২৫ বছরের শাস্তি হতে পারে। যদিও প্রথমবার অভিযুক্ত হওয়ায় সেটি হওয়ার আশঙ্কা কম। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার সাজার বিষয়ে রায় দেওয়া হবে।

ছেলে অভিযুক্ত হওয়ার পর তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এক বিবৃতিতে তিনি ছেলের প্রতি 'ভালোবাসা ও সমর্থন' জানিয়ে বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট, কিন্তু আমি একজন বাবাও।

হান্টার বাইডেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রথম স্ত্রীর সন্তান। তার প্রথম স্ত্রী ১৯৭২ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। ওই দুর্ঘটনায় হান্টার বাইডেন ও তার ভাই বিউ বাইডেন বেঁচে গেলেও তাদের বোন মারা যান।

২০১৫ সালে বিউ বাইডেন মস্তিষ্কের ক্যানসারে মারা যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন, আর হান্টার বাইডেন মাদক ও অ্যালকোহলের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

ব্যবসার নথিপত্র গোপন করার দায়ে দুই সপ্তাহ আগে অভিযুক্ত হয়েছেন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের প্রতিপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এবং চীন ও ইউক্রেনের সঙ্গে তার ব্যবসায়িক চুক্তি বিষয়ে বিতর্ক তৈরি করে রিপাবলিকানরা অনেকদিন ধরেই

অনেকদিন ধরেই জো বাইডেনকে আক্রমণ করে আসছে। মঙ্গলবার হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে রায়ের পরও ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা দল বাইডেন পরিবারকে নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

ট্রাম্প নিজেও ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বিতর্কের সময় হান্টার বাইডেনকে নিয়ে বক্তব্য দিয়ে ভোটারদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতে উল্টো জো বাইডেনেরই লাভ হয়েছিল। কারণ, তিনি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এমন একজন ছেলের বাবা হয়ে তিনি গর্বিত, যে আসক্তি থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুলিয়ান জেলিজার মনে করছেন, মঙ্গলবারের রায়টি হান্টার বাইডেনকে নিয়ে হলেও ট্রাম্প এর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে জড়ানোর চেষ্টা করবেন। তিনি বলেন, নিজের বিরুদ্ধে রায়ের পর ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় রাজনীতিকরণের অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু হান্টার বাইডেনের মামলা প্রমাণ করছে, মার্কিন বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে।

বারাক ওবামার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করা স্ট্র্যাটেজিস্ট ডেভিড অ্যাক্সেলরড ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, আমার মনে হয় না, ছেলের আসক্তি ও তার কর্মকাণ্ডের জন্য ভোটাররা জো বাইডেনকে দায়ী করবেন।

বেশিরভাগ বিশ্লেষক বলছেন, এ ঘটনায় নির্বাচনের ওপর প্রভাব পড়লেও তা হবে খুবই সামান্য। জো বাইডেন কিছু ভোট হারাতে পারেন, তবে এ সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য হবে না বা নির্বাচনের ফলকে খুব একটা প্রভাবিত করবে না।

স্বর্ণ-মোবাইল আনার সুযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুবিধা ১২ বছরের কম বয়সী যাত্রীর ক্ষেত্রে বাতিল করা।

বিদেশ থেকে একজন যাত্রী বিনা শুল্কে ১০০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণালংকার আনতে পারেন। একযুগ ধরে ব্যাগেজ বিধিমালায় এই সুবিধা দিয়ে আসছে সরকার।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন: মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বর্ণালংকারের মধ্যে অলংকারের মতো দেখতে অপরিশোধিত স্বর্ণ (২৪ ক্যারেট) আনার প্রবণতা বাড়ছে। তাই ব্যাগেজ বিধিমালায় স্বর্ণালংকারের সংজ্ঞা সংযোজন করার প্রস্তাব করেন তিনি।

জানা যায়: স্বর্ণালংকারের নামে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণবারের চুড়ি নিয়ে আসার হার সম্প্রতি বেড়ে গেছে। প্রতি তোলা স্বর্ণবারের শুল্ককর চার হাজার টাকা। সেই হিসেবে ১০০ গ্রাম বা প্রায় সাড়ে ৮ তোলা স্বর্ণবারের শুল্ককর ৩৪ হাজার ২৯৩ টাকা। এই শুল্ককর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকলেও কিছুই করার ছিল না কাস্টমস কর্মকর্তাদের। কারণ, স্বর্ণালংকারের সংজ্ঞা ছিল না। সে জন্য নতুন বিধিমালায় স্বর্ণালংকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন এই সুবিধার অপব্যবহার হবে না।

বাজেটে 'অপর্যটক যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালায়' স্বর্ণালংকারের সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: স্বর্ণালংকার অর্থ ২২ বা তার চেয়ে কম ক্যারেটের স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত নকশাখচিত ও পরিধানযোগ্য অলংকার।' নতুন এই সংজ্ঞার কারণে ২৪ ক্যারেটের স্বর্ণের বার দিয়ে ১০০ গ্রাম ওজনের মোটা চুড়ি বানিয়ে আনার সুযোগ শেষ হয়ে গেল। এখন একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ২২ ক্যারেটের প্রকৃত স্বর্ণের অলংকার আনতে পারবেন।

এবারের বাজেটেও আগের মতোই একজন যাত্রী শুল্ককর পরিশোধ করে ১১৭ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের বার আনতে পারবেন। প্রতি ১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রামের জন্য চার হাজার টাকা শুল্ক দিতে হবে। সেই হিসেবে ১১৭ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণবার আনতে ৪০ হাজার টাকা শুল্ক কর দিতে হবে। এর বেশি আনার সুযোগ নেই। কোনো যাত্রী এর বেশি স্বর্ণবার আনলে তা বাজেয়াপ্ত করার বিধান আছে। এবারের ব্যাগেজ বিধিমালায় ১২ বছরের কম বয়সী যাত্রীদের জন্য স্বর্ণবার ও স্বর্ণের অলংকার আনার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশ থেকে যা আনতে পারবেন

বারো এবং এর বেশি বয়সিরা ৬৫ কেজি পর্যন্ত ব্যাগেজ শুল্ক ছাড়া ছাড় করতে পারবেন। বারো এর কম বয়সিদের জন্য এটা ৪০ কেজি।

নতুন এ নিয়ম কার্যকর হলে শুল্ক-কর পরিশোধ করে ১২ টি পণ্য দেশে আনার সুযোগ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ১১৭ গ্রাম ওজনের স্বর্ণবার, ২০ তোলা রৌপ্যবার, ৩০ ইঞ্চি ও তদূর্ধ্ব টেলিভিশন, একটি নতুন মুঠোফোন, হোম থিয়েটার, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ডিশ অ্যানটেনা, ক্যামেরা, ঝাড়বাতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে এয়ার গান ও ডিশওয়াশার বা ওয়াশিং মেশিন বা ক্লথ ড্রায়ার।

বিনা শুল্কে আনা যাবে ২৬টি পণ্য। এগুলো হলো: ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার ও ২০০ গ্রাম ওজনের রৌপ্যের অলংকার, দুটি ব্যবহৃত মুঠোফোন, ২৯ ইঞ্চি পর্যন্ত টেলিভিশন, ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ, কম্পিউটার স্ক্যানার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন, ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, ১৯ ইঞ্চি পর্যন্ত এলসিডি মনিটর, ওভেন, রাইস কুকার, সেলাই মেশিন, সিলিং ফ্যান এবং এক কার্টন সিগারেট।

এর সঙ্গে বিদেশি পাসপোর্টধারীরা এক লিটার পর্যন্ত মদ দেশে আনতে পারবে শুল্ক ছাড়া।

নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

মস্কো একচেঞ্জে ডলার–ইউরোর লেনদেন বন্ধ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নতুন করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার এবার তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছে রাশিয়া। শেয়ার, মুদ্রা ও পণ্য কেনাবেচার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম মস্কো এক্সচেঞ্জে ডলার ও ইউরোতে লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে দেশটি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর দিয়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার অর্থের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার পদক্ষেপ হিসেবে গতকাল বুধবার নতুন করে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ছুটির দিন হলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাল্টা পদক্ষেপ নেয় রাশিয়া। মস্কো এক্সচেঞ্জ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বিষয়ে বিবৃতি দেয়।

গতকাল মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ থেকে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানসহ মস্কো এক্সচেঞ্জ গ্রুপের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এটি দেশটির সমন্বিত লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে পুঁজিবাজার, ফরেক্স এক্সচেঞ্জ ও কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে একটি বড় আর্থিক শাস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক গতকাল সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেছে, মস্কো এক্সচেঞ্জ গ্রুপের বিপক্ষে নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কারণে মার্কিন ডলার ও ইউরোভিত্তিক সম্পদের লেনদেন ও নিষ্পত্তি স্থগিত থাকবে।

সোভিয়েত আমলে মুদ্রা লেনদেনে কালোবাজারের ব্যাপক প্রভাব ছিল। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বিনিময় হারের সঙ্গে ওই বাজারের দামে আকাশ–পাতাল পার্থক্য থাকত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরের তিন দশকে রুশ মুদ্রা রুবলের বহু অবমূল্যায়ন হয়েছে। রুশরা পশ্চিমা মুদ্রায় তাঁদের অর্থ সঞ্চয় করেন। তাই রাশিয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে টার্গেট করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে পুরো রুশ সমাজে ভীতি ছড়ায়।

সে কারণে নতুন করে নিষেধাজ্ঞার পরপরই পরিস্থিতি শান্ত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিবৃতিতে বলা হয়, 'যেকোনো কোম্পানি বা ব্যক্তি রাশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে মার্কিন ডলার ও ইউরো কিনতে বা বিক্রি করতে পারবেন। নিজ হিসাবে কারও ডলার থাকলে তা নিরাপদ থাকবে।'

বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি ডে সফল হয়েছে বাংলাদেশিদের উপস্থিতির কারণে

নিউজ ডেস্ক

বিভিন্ন দাবিতে নিউইয়র্কের আলবেনীতে অনুষ্ঠিত ১০ম বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি ডে বাংলাদেশি আমেরিকানদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার কারণে সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। ১২ জুন বুধবার সন্ধ্যা

৬ টায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নিউইয়র্ক স্টেট জুড়ে ঈদের ছুটি, ইসরাইলের গণহত্যায় ফান্ড বন্ধ করা সহ নানা দাবিতে গত ২১ মে আলবানিতে ১০ম বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি ডে পালন করা হয়। নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাসরত দেড় মিলিয়ন মুসলিম এবং অন্যান্য মাইনরিটি জনসমাজের পক্ষে বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ), নিউইয়র্ক মুসলিম একশন নেটওয়ার্ক(এনওয়াইম্যান) এবং দি কাউন্সিল অন আমেরিকান রিলেসন্স (কেয়ার এনওয়াই) এর যৌথ উদ্যোগে দাবী দাওয়া নিয়ে দিবসটি পালন করে। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, প্রতি বছরের মত এবারেও নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাসরত দেড় মিলিয়ন মুসলমানের পক্ষে নানাবিধ দাবী দাওয়া এবং সুনির্দিষ্ট কিছু বিল নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটাল আলবেনীর উদ্যেশ্যে জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা এবং ব্রঙ্কস থেকে প্রায় দেড় শতাধিক কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, পেশাজিবী, স্কুল কলেজ স্টুডেন্টদের নিয়ে বাস যোগে এবং ব্যাক্তিগত গাড়ি বহরে লোকজন যোগদান করেন। বাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন বলেন, আমাদের ৫৫ জন জনপ্রতিনিধির সাথে দেখা করার কথা ছিল। আমরা দেখা করেছি অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, অ্যাসেম্বলিতে মেজরটি ও মাইনেরটি লিডার ও গর্ভনরের সঙ্গে। আমাদের অ্যাসেম্বলিতে কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অ্যাসেম্বলি শুরু হয়েছে। আমাদের ঈমাম মুফতি আনসারুল করিম চার মিনিট ধরে কুরআন তেলওয়াত করেন। এসময় তিনি বাইবেল ও তাওরাত থেকে রেফারেন্স টেনে সূরা আসরের বাংলা অনুবাদ করেছেন। উপস্থিত সবাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এই তেলাওয়াত অনুধাবন করেছেন। তিনি বলেন, সেদিন নিউইয়র্ক সিটি থেকে ১২৫ জন, আলবেনীর আশেপাশে মিলিয়ে ১৫০ জন এর মতো উপস্থিত ছিলাম। আমাদের যারা সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই৷ বিশেষ করে স্পন্সর কারী তিনজন সিনেটর ও দুইজন এসেম্বলী মেম্বার সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন, সিনেটর জেসিকা রামোস এ জেসিকা স্কারটেলা। এসেম্বলী মেম্বার জোহরান মামদানী এবং চার্লস ড ফলস। তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের দাবিগুলো নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, সবাই সহযোগিতা করছেন। আমাদের এই আয়োজনে সিনেটররা উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমাদের আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো পেছন থেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমাদের দাবিগুলো আদায়ের কৃতিত্ব একা এই সংগঠনের না,

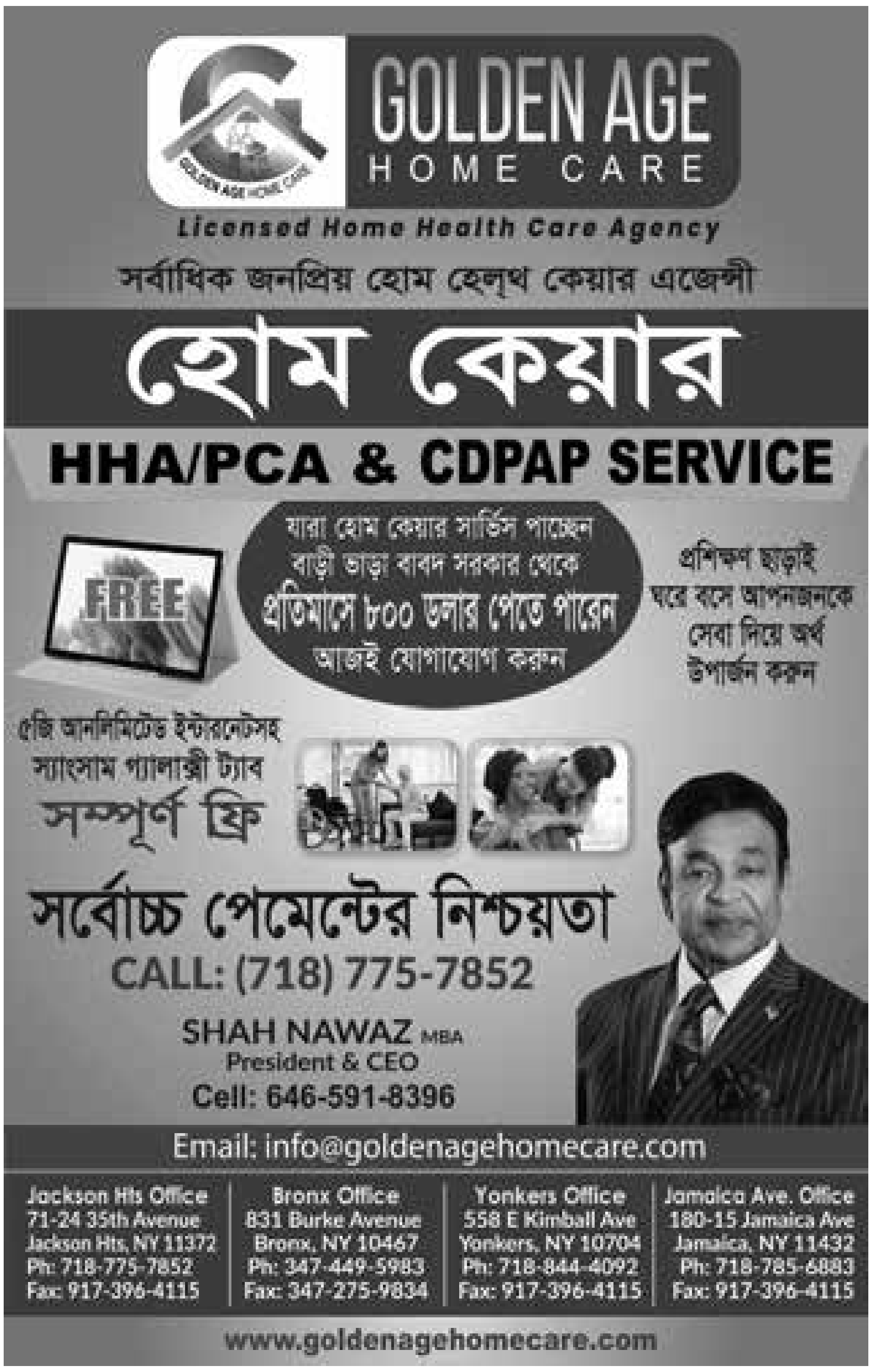

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

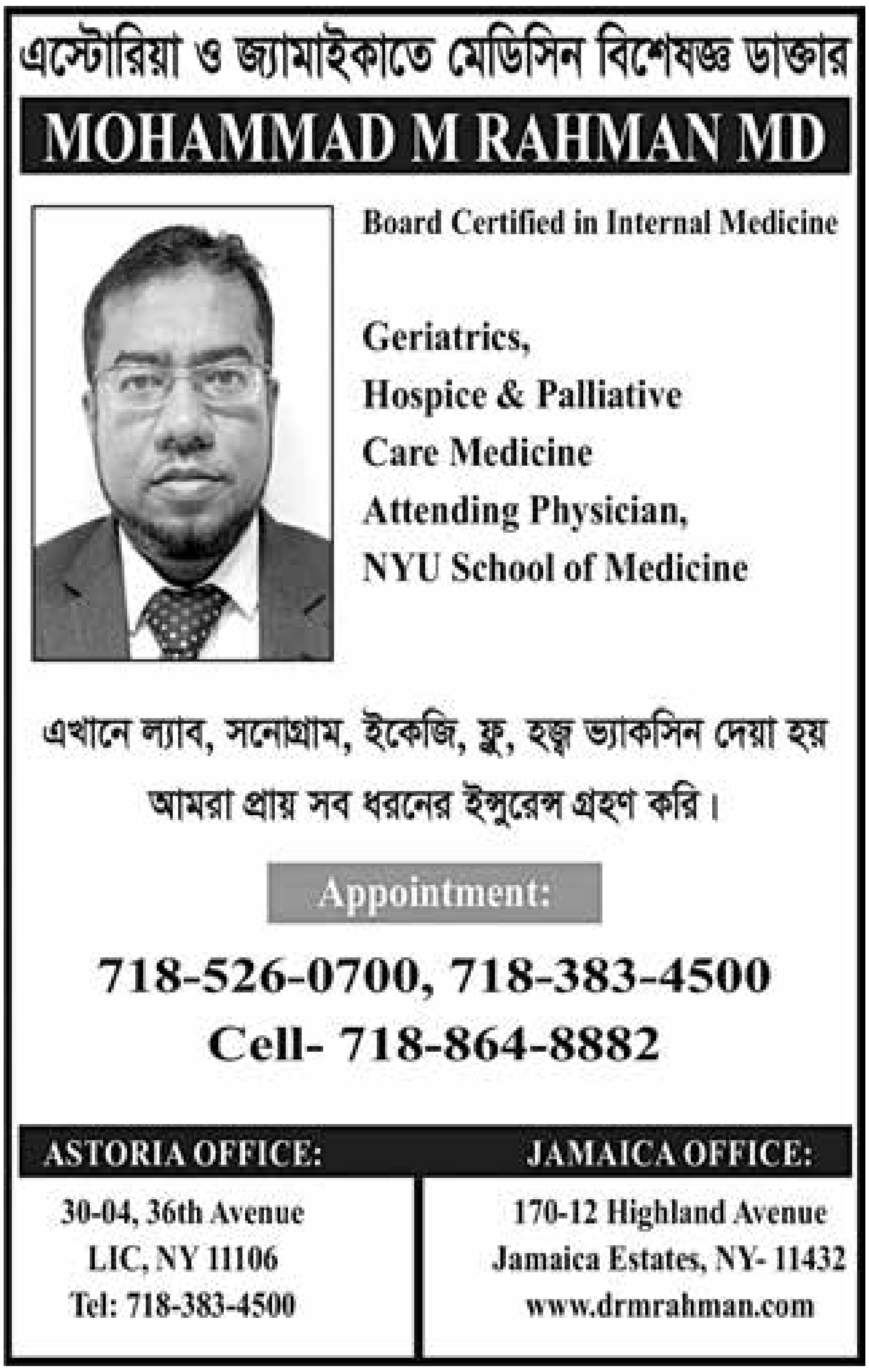
এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD
Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
IRS e-file
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!
ব্রুকস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।
লোকেশন
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।
আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
আলি: 917-442-8648

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে বললে গণমাধ্যমে আসে না: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটা গণমাধ্যমে আসে না বলে অভিযোগ তুলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, 'তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটা আসে না। তারেক রহমানের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি, সেটা পরদিন পত্রিকার পাতায় পাই না। খুব দুর্ভাগ্যজনক এটা।'

সোমবার আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে মহানগর ও ঢাকা জেলার নেতা, মেয়র ও সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এই অভিযোগ করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'গতকাল (রোববার) আমাদের মূল আলোচনা ছিল আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিয়ে। একটা শব্দও নাই কোনো পত্রিকায়। আপনারা (সাংবাদিক) চলে গেলেন আজিজ আর বেনজীরে। ওটাই হলো হেডিং। এটা তো হওয়া উচিত না। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীটাকে ফোকাসে রেখে কথা বলেছিলাম।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আপনার ওখানে বেনজীর-আজিজকে ঢুকিয়েছেন বারবার, এটা তো প্রথম না। প্রায়ই দেখি, আমি কিছু বললেই ওই দুজন আসে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটা আসে না। তারেক রহমানের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি, সেটা পরের দিন পত্রিকার পাতায় পাই না। খুব দুর্ভাগ্যজনক এটা।'

মিডিয়ার কর্তৃত্ব রিপোর্টারদের হাতে নেই জানিয়ে কাদের বলেন, 'তার পরও যা দেখবে, যা শুনবে, সেটাই তো প্রচারিত হবে। এটাই তো মিডিয়ার ধর্ম। এটাই মিডিয়ার কর্তব্য। আমার মূল সাবজেক্ট থেকে আপনি হাজার মাইল দূরে চলে যাবেন, এটা তো ঠিক না। আজকের মিটিংটাও হীরক জয়ন্তীর।'

প্লাটিনাম জয়ন্তীতে সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানাবে আওয়ামী লীগ বলে জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক।

বেনজীরের সম্পদের আয় জমায় খোলা হয়েছে ব্যাংক হিসাব

ঢাকা অফিস

বেনজীর আহমেদ

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের সম্পদের আয় সরকারি কোষাগারে জমা করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ জন্য গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসকের (ডিসি) তত্ত্বাবধায়নে খোলা হয়েছে তিনটি ব্যাংক হিসাব। দুমাস পরপর এই ব্যাংক হিসাবের হালনাগাদ তথ্য আদালতকে জানানো হবে। মাদারীপুর ও কক্সবাজারেও একই প্রক্রিয়ায় বেনজীরের সম্পদের আয় জমা হবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে।

আদালতের নির্দেশে গত ৬ জুন সাবেক আইজিপি বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি জব্দ করে দুদক। পরদিন গোপালগঞ্জে সাভানা পার্কে ৫৯২ কেজি মাছ ধরছিল বেনজিরের লোকজন। এ সময় দুদক অভিযান চালিয়ে এই মাছ আটক করে।

পরে নিলামে তুলে সেই মাছ বিক্রির ৯২ হাজার টাকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এছাড়া কৃষি জমির আয় জমা হবে জেলা কৃষি কর্মকর্তার নামে খোলা আলাদা হিসাবে। আর সাভানা পার্কের আয় জমা হবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাবে।

দুদক কমিশনার জহুরুল হক বলেন, 'টাকা জমা হওয়ার কোর্টের নির্দেশ আছে। সেই মোতাবেক জমা হবে। সেই মোতাবেক খরচ হবে। সেটি দুদক এবং যে রিসিভার নিয়োগ হয়েছে সেও দেখবে। রিসিভারতো কোর্টের নির্দেশনাতেই হয়েছে।' এছাড়া, মাদারীপুরে জেলা কৃষি কর্মকর্তার নামে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। পাশাপাশি গুলশানের চারটি ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে দুদক।

জহুরুল হক বলেন, 'যেসব সম্পত্তি ফ্রিজ হয়েছে, কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সেসব সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ করা হয়েছে। রিসিভার বিধিমোতাবেক ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন এবং কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মাঝে মাঝে কোর্টকে তা জানাবেন।'

এদিকে, সেন্টমার্টিনে বেনজীরের পতিত জমি তত্ত্বাবধানে নিয়েছেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক।

বাজেট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জাপার আলোচনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৮ জুন শনিবার সন্ধ্যা ৭ টায় এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট মিলায়তনে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার, ২০২৪ সালের বর্তমান সরকারের প্রকাশিত বাজেট নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে, সাধারন সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সভায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জাপার সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি শফিউল আলম, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর-রশিদ, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক জামাল চৌধুরী, যুগ্ন সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আউয়াল মুন্না, দপ্তর সম্পাদক আকতার কবির, কোষাধক্ষ্য জি.এম ইলিয়াস, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, সমাজ কল্যান সম্পাদক মোঃ মুসলিম প্রমূখ।

বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের ২০২৪ সালের প্রকাশিত বাজেট নিয়ে সমালোচনার বক্তব্যে বলেন, প্রকাশিত সাধারন মানুষের কল্যানে কোন উপকার হবে না। এই বাজেট বড়লোকের বাজেট, এই বাজেট একটি বিলাশবহুল বাজেট। গরীব মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের উপরে কর আরোপ করে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন দিন দ্রব্যমূল্যের দাম কমবে না। সাধারন মানুষের চেয়ে বড় মানুষ দিনে দিনে আরো বড় হবে।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি, এ জব
৬. আই, টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------রবিবার ----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------------- ---------শনিবার-------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)---------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

জেবিএ’র নতুন কমিটির অভিষেক

জামাইকায় মাদক ও সন্ত্রাস দমনের অঙ্গিকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের (জেবিএ) নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮ জুন শনিবার কুইন্সেট গুলশশান ট্যারেসে। জামাইকায় মাদক ও সন্ত্রাস দমনের অঙ্গিকারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত অভিষেকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রবীণ ব্যক্তিত্ব নাসির আলী খান পল। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্নধার শাহ নেওয়াজ। সঞ্চালনায় ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক মনজুর কাদের। তাকে সহায়তা করেন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি আহসান হাবিব, সাধারন সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ ও কার্যকরি কমিটির সদস্য জাহিদা আলম। অভিষেক অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহন করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা ও স্টেট সিনেটর জন ল্যু।

জামাইকা এলাকায় প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশির বসবাস। বিকাশমান এই কমিউনিটির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন অনেকেই। যুব সমাজকে মাদক থেকে মুক্ত, নতুন ইমিগ্রান্টদের কর্মসংস্থান ও অভিবাসন সংক্রান্ত আইনী সহায়তা দেবার জন্য জেবিএ’র আত্মপ্রকাশ ঘটে। এতে সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ন হন শাহ নেওয়াজ, নাসির আলী খান পল, আহসান হাবীব, ফকরুল আলম, আকাশ রহমান, রাব্বী সৈয়দ, মোহাম্মদ আলী, নুরুল আজিম, আহনাফ আলম ও মনজুর কাদের সহ অনেকেই। শাহ নেওয়াজকে সভাপতি ও রাব্বী সৈয়দকে সাধারন সম্পাদক করে গঠিত হয় নতুন এই সংগঠনের কার্যকরি ও উপদেষ্টা কমিটি।

নব নির্বাচিত কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন আহসান হাবীব, মাকসুদ চৌধুরী, রীনা সাহা, আনজাম সিদ্দিকী রাফি, আহনাফ আলম, রতন মাহমুদ, লুৎফর রহমান, মনজুর কাদের, শামস চৌধুরী রুশো, আসাদুজ্জামান বাবু, মরিয়ম মারিয়া, এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, শামিউল করিম আলমগীর, সজিব চৌধুরী, বদরুদ্দোজা সাগর, মোতালিব সরকার ও সালেহা ইসলাম। উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন নাসির আলী খান পল, কাজী আজহারুল হক মিলন, তৈয়বুর রহমান হারুন, এডভোকেট মতিউর রহমান।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির বৈশাখী পথমেলায় মানুষের ঢল

বিশেষ প্রতিনিধি

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির বৈশাখী পথমেলা। ‘বাঙালীয়ানায় বাংলা উৎসব’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো দুপুরে পান্তা-ইলিশ আর ডাল-ভর্তা-ভাত অ্যাপায়ন আর অপরাহ্নে র‍্যালী, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। ৯ জুন রোববার স্থানীয় ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক ও ১৬৫-৬৫ ৮৪ এভিনিউ-তে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বেলা ২টার দিকে স্থানীয় ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানমাল। এসময় খাবার পরিবেশন উদ্বোধন করেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লীডার এড লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। পরবর্তীতে র‍্যালী শুরু হয়ে পথমেলা প্রাঙ্গণ ১৬৫-৬৫ ৮৪ এভিনিউ-তে। সেখানে শ্রী চিন্ময় সেন্টারের শিল্পীদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ এ খান, সালেহ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সিটি কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ, জেবিবিএ’র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান কামরুল,কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিসের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান, গিয়াস আহমেদ, নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের সভাপতি ড. দীলিপ নাথ, খলিল গ্রুপের শেফ খলিলুর রহমান, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, মেলা কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ বিলাল চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম সনি, সদস্য সচিব রিজু মোহাম্মদ, মেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আলমগীর খান আলম সহ অতিথিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের নেতৃত্বে সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিউ-নিটিতে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন জনকে প্ল্যাক প্রদান করা হয়। এসময় সংগঠনের উপদেষ্ঠা কর্মকর্তরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের নেতৃত্বে সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন জনকে প্ল্যাক প্রদান করা হয়। এসময় সংগঠনের উপদেষ্ঠা কর্মকর্তরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে চিত্র নায়িকা মৌসুমী, সঙ্গীত শিল্পী মিলা, বিন্দু কনা সহ প্রবাসের শিল্পীরা অংশ নেন। মেলায় ছিলো মানুষের ঢল।

অনুষ্ঠানে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনাবান রিচার্ডের পক্ষ থেকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়াও কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য মেলার গ্র্যান্ড স্পন্সর নূরুল আজিম, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সাব্বির আহমেদ-কে প্ল্যাক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব উপস্থানায় ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি এএফ মিসবাহউজ্জামান ও উপস্থাপিকা সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল নামজুল হুদা বলেন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ২৫ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এটা অসাধারণ অর্জন। সুসংগঠিত নেতৃত্বের জন্যই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে মেলা ঐতিহ্য বহন করে। তিনি মেলার সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

বিবেকনির্ভর সাংবাদিকতাই সময়ের দাবী

মুনার কর্মশালা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কমিউনিটি সাংবাদিকতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্থান-কাল পাত্রভেদে পাঠকদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পুরণে একজন সাংবাদিক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিবেকনির্ভর সাংবাদিকতার সময়ের দাবী। ২ জুন রোববার মুনা নিউইয়র্ক মিডিয়া বিভাগের কর্মশালায় এসব কথা বলেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান। নিউইয়র্ক নর্থ ও সাউথ জোন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসে।

এতে সভাপতিত্ব করেন মুনা ন্যাশনাল এসিস্টেট এ·িকিউটিভ ডাইরেক্টর আনিসুর রহমান গাজী। রিপোর্ট লেখার পদ্ধতি ও কমিউনিটি সাংবাদিকতার উপর আলোচনা করেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান, রিপোর্ট তৈরীতে বাংলা বানান ও উচ্চারণ বিষয়ে আলোচনা করেন ইটিভির সাবেক নিজউ এডিটর মাহাথির ফারুকী। আমন্ত্রতি অতিথি ছিলেন এমসিটিভি ইউএস’র

সিইও ও প্রেসিডেন্ট প্রবীণ সাংবাদিক কাজী সামসুল হক, সাপ্তাহিক রানার পত্রিকার সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। শুরুতে দারসুল কুরআন পেশ করেন মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ। ¯^াগত বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সাউথ জোন মিডিয়া বিভাগের পরিচালক আমিনুর রসুল জামসেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

ডা: ওয়াজেদ এ খান বলেন, রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে রির্পোটারকে সাধারণত ৬টি 'ডবিউ-ও এইচ যথা: হু, হোয়াট, হয়েন, হয়ার, হয়াই এবয় হাউ এর দ্বারা প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়ের স্পষ্টতা আনতে হয়। উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ যথাযথ পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় বিচার-বিশেষণ ও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে রির্পোট লিখতে হয়। একটি আদর্শ রির্পোট দুই থেকে তিন পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করা হয়। এছাড়াও ঘটনাকে সহজ ও সাবলিলভাবে উপস্থাপনের করাই শ্রেয়:। সাধারণ পাঠকদের কথা বিবেচনায় রেখে কঠিন শব্দ চয়ন না করে সহজভাবে রিপোর্ট লেখাটাই উত্তম।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ৩০ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত ‘বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার’ এ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল সহ কমিউনিটির যারা পবিত্র হজ্ব পালন করতে গেছেন তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে ও সুস্হ শরীরে হজ্ব পালন শেষে নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন সেই কামনায় এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মো: মনিরুজ্জামান এর পরিচালনায় দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন শাহরিয়ার আহমেদ , আবদুর রফিক, মাওলানা আবুল কালাম,মাওলানা আবদুল হাই, মসজিদে আলহেরার খতিব মাওলানা আজিম উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। দোয়া মাহফিলে মসজিদ আলহেরার সভাপতি ওবায়দুললাহ চৌধুরী বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলামকে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের কোরআন শরীফ উপহার হিসাবে প্রদান করেন। আটলান্টিক সিটি ও এর পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সুধীজন, প্রবাসী বাংলাদেশি ও অন্য কমিউনিটির লোকজন অংশগ্রহণ করেন।

অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি চালু উপলক্ষ্যে আকর্ষণীয় অফার

গ্লোবাল ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল

বিশেষ প্রতিনিধি

সেবা ও দক্ষতার সাথে সময়ের সব চাহিদাকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে গ্লোবাল ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল। দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে প্রতিষ্ঠানটি স্বদেশিদের জন্য দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করেছে। এখন অনলাইনের মাধ্যমে চালু করেছে সার্বক্ষণিক সেবা। পেশাগত সততা ও আস্থার প্রতীক গ্লোবাল ট্যুরের পক্ষ থেকে কানানো হয়েছে, তাদের ওয়েবসাইটে (www.globaltravelbd.com) এ যারা সাইনআপ করবেন এবং সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত এয়ার টিকেট ক্রয় করবেন, তাদের করলে ৩০০ ডলার ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক দেয়া হবে। এরসাথে থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কারের মধ্যে এয়ার টিকেট, ল্যাপটপ, আইপ্যাড এবং ৩০০ ডলার ক্যাশ।

৮ জুন শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে গ্লোব্যাল ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে প্রতিষ্ঠানটির সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন এসব কথা বলেছেন। তিনি জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে প্রায়

প্রতিষ্ঠানটির সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে প্রায় ১৫ বছর যাবত সেবায় নিয়োজিত এবং ভবিষ্যতেও দক্ষতার সাথে সেবা দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দক্ষতার সাথে সেবা দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসাকে বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এখন অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিতে কনভার্ট করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা হয়েছে।

তাদের অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি বা সংক্ষেপে OTA এর নাম হচ্ছে www.globaltravelbd.com. এই OTA এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে পছন্দের ফ্লাইটটি বুকিং করা যাবে এবং পেমেন্ট করা যাবে ক্রেডিট কার্ড অথবা ওয়ালেট ব্যালেন্সের মাধ্যমে।এই OTA এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল ধরনের এয়ারলাইন্সের টিকিট পাওয়া যাবে খুবই সাশ্রয়ী মূল্যে।

ওয়েবসাইটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে, অন্যান্য এজেন্সি, ওয়েবসাইট এবং এয়ারলাইন্স থেকে সাশ্রয়ী মূলে এয়ার টিকিট। নিজের পছন্দমতো ফ্লাইট বুকিং করে নিজে টিকিট ইস্যু করার ক্ষমতা। হুইল চেয়ার এবং নিজের পছন্দমতো খাবার চয়েজ করা। সাশ্রয়ী মূল্যে এক্সট্রা লাগেজ ক্রয় করা।নিজের টিকিট নিজে রিফান্ড অথবা ডেট চেঞ্জ করা এবং এর সাথে থাকছে সার্বক্ষণিক লাইভ কাস্টমার সাপোর্ট।

তাদের সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে, যেকোনো দেশের টুরিস্ট ভিসা এবং স্টুডেন্ট ভিসা সার্ভিস। বিশ্বের সর্বত্র হোটেল বুকিং, ওমরা ভিসা এবং ওমরা প্যাকেজ (ভিসা, হোটেল বুকিং, ট্রান্সপটেশন, মুয়াল্লিম)। মানি ট্রান্সফার(ক্যাশ পিক আপ, ব্যাংক ডিপোজিট এবং বিকাশ, নোটারি পাবলিক, সব ধরনের কনস্যুলেট সার্ভিস (নো ভিসা সিল, ডুয়েল সিটিজেনশিপ , বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, এম আর পি পাসপোর্ট সেবাও তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যাবে।

তরুণ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সামসুদ্দিনের প্রবাসী বাবা আলহাজ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উপস্থিত সাংবাদিকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমার ছেলেকে আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করছেন, 'তা দেখে আমি আপ্লুত। একজন ভাগ্যবান বাবা হিসেবে আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমার সন্তানসহ আপনাদের কল্যাণ কামনা করছি।'

কুয়েতে আবাসিক ভবনে আগুন ৪৯ জনের মৃত্যু

আলাল আহমদ, কুয়েত

কুয়েতের বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৯। নিহতদের মধ্যে ৪২ জন ভারতীয়। কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলের মানগাফ শহরে আবাসন শ্রমিকদের একটি ভবনে আগুন লেগে অন্তত ৩৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে। খবর রয়টার্সের।

কুয়েত পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেজর জেনারেল ইদ রাশেদ হামাদ জানান, ১২ জুন বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টার দিকে ভবনটি আগুন লাগার খবর পান তারা।

কুয়েত পুলিশের সিনিয়র আরেকজন কমান্ডার দেশটির রাষ্ট্রীয় টিভিকে বলেছেন, 'যে ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, সেটি শ্রমিকদের বাসস্থান ছিল। সেখানে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক ছিল। কয়েক ডজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে।'

দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য না জানিয়েই তিনি বলেন, 'আমরা সবসময়ই গাদাগাদি করে শ্রমিকদের না রাখার ব্যাপারে সতর্ক করে থাকি।'

কুয়েতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বুধবার জানিয়েছে, এ ঘটনায় অন্তত ৪৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য মেডিকেল দলগুলো তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।

নিহত শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েক জন রয়েছেন, যাঁরা মিশর, নেপাল, পাকিস্তান এবং ফিলিপিন্সের বাসিন্দা। আবার ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই কেরল, তামিলনাড়ু এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্যের বাসিন্দা। প্রত্যেকেরই বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। কুয়েত প্রশাসন জানিয়েছে, তারা হতাহতদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে।

কুয়েতের এই ঘটনার পর বুধবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ ঘটনায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক্স (সাবেক টুইটারে) হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে পশ্চিম এশিয়ায় কর্মরত ভারতীয়দের সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

ম্যাচ হারলেও বাংলাদেশিরা ছিলেন উল্লাসমুখর

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ১০ জুন সোমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘ডি’গ্রুপের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে বাংলাদেশকে ৪ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচের পুরো বিষয় নিয়ে চলছে এখন নানা বিশ্লেষণ। জেতা ম্যাচ হারলেও হাজার হাজার প্রবাসীর সমর্থন আর ভালোবাসার অভিব্যক্তিতে সোমবার দিনটি নিউইয়র্কের জন্য উল্লাসমুখর হয়ে উঠেছিল।

আমেরিকায় ক্রিকেট কোনো জনপ্রিয় খেলা নয়। টি- টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের উত্তেজনা গত সপ্তাহদিন থেকেই চলছিল। হাজার হাজার বাংলাদেশি পতাকা বিক্রি হয়েছে। লাল সবুজ জার্সি পরে লোকজন ঘুরে বেড়িয়েছেন। সোমবার ভোর থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্রোত ছিল নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের দিকে। শহর থেকে ২৫ মাইল পূর্বে লং আইল্যান্ডে ৫ মাসেরও কম সময়ের পরিশ্রমে স্টেডিয়ামটি তৈরি করা হয়েছে খেলার জন্য । অস্থায়ী এই স্থাপনা আশপাশের পরিবেশ এবং স্টেডিয়ামের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে সবাইকে। যদিও খেলতে নামার পর এই মাঠের উইকেট যেন ব্যাটারদের বধ্যভূমি হিসেবে দেখা দেয়।

অন্তত ১৫ হাজার বাংলাদেশি স্টেডিয়ামে ছিলেন। পুরো স্টেডিয়াম লাল সুবজে উল্লাসমুখর ছিল। চমৎকার আবহাওয়ায় নিউইয়র্কের বাইরের রাজ্য থেকে লোকজনকে বাস ভাড়া করে স্টেডিয়ামে পৌঁছাতে দেখা গেছে। কেউ লুঙ্গির সাথে বাংলাদেশের জার্সি পরে খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন। কর্মদিবস হলেও অনেকেই ছুটি নিয়েছিলেন কর্মের দেশ আমেরিকার নিত্যদিনের কর্মময় জীবন থেকে। উদ্দেশ্য একটাই দেশের দামাল ক্রিকেটারদের সমর্থন জানাতে। দূরের দেশে বসে বাংলাদেশের অবস্থান জানান দিতে।

ম্যাচ হারলে অনেকেই মন খারাপ করেছেন কিছুটা। বলছেন, একটু চেষ্টা করলেই ম্যাচ জেতা সম্ভব ছিল। সাকিব আল হাসান অধিনায়ক না হলেও তার কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ম্যাচে তার দায়সারা উপস্থিতি ছিল বলে সমালোচনা হচ্ছে।

পাশের রাজ্য নিউজার্সি থেকে সদলবলে যোগ দিয়েছিলেন ব্যাংকার আবু সাইদ। ম্যাচ হারার পর এক প্রতিক্রিয়া বলেছেন, তিন মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন বন্ধু বান্ধব নিয়ে। বাংলাদেশ দল জয় না পাওয়ায় মন খারাপ করেও বললেন, খেলায় হারজিত আছে। তবে সহজেই জেতার ম্যাচটি হারায় দুঃখ পেয়েছেন বলে জানালেন এ ক্রিকেট প্রেমী। নিউজার্সি থেকে একদল নারী ক্রিকেটপ্রেমীদের নিয়ে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন নাদিয়া সিদ্দিক। ম্যাচ হারার পর জানালেন, বাংলাদেশ হারলে মন খারাপ হয় ঠিকই। 'হারলেও বাংলাদেশ, জিতলেও বাংলাদেশ' - বলে দেশের টিমের প্রতি ভালোবাসা জানালেন তিনি।

মিস এআই প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশি এলিজা শীর্ষ দশে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি সুন্দরীদের নিয়ে বিশ্বে প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শীর্ষ ১০টির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি এআই এলিজা খান। প্রতিযোগিতায় যে এআই সেরা সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত হবে, তাকে ২০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

গত এপ্রিলে প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের ঘোষণা দেয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘ফ্যানভু’। বিভিন্ন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এআই দিয়ে তৈরি অ্যাভাটারদের নাম নিবন্ধন করে। এই প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যে ১ হাজার ৫০০ এআইয়ের নাম জমা পড়েছে। এআইয়ের চেহারা, আচরণ, অনলাইন উপস্থিতি ও প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে সেরা সুন্দরী বাছাই করা হবে। শীর্ষ ১০টির মধ্য থেকে ৩টিকে বাছাই করে সেরা সুন্দরীর তালিকায় রাখা হবে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক রয়েছেন সুন্দরী প্রতিযোগিতা বিশেষজ্ঞ, একজন মিডিয়া উদ্যোক্তা ও দুজন এআই নির্মাতা।

তালিকার প্রথমে রয়েছে আসেনা ইলিক (তুরস্ক)। একজন মডেলও ইনফ্লুয়েন্সার হতে পারে, তা প্রমাণ করাই আসেনা এআইয়ের লক্ষ্য। বিভিন্ন কনটেন্টের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা আলিয়া লুকে

(ব্রাজিল) জাপানি-আফ্রো-ব্রাজিলিয়ান শিল্পী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তার জীবনধারায় রিও ডি জেনিরো, বাহিয়া এবং সাও পাওলোর ব্রাজিলিয়ান সংস্কৃতির ছাপ দেখা যায়। এরপর লালিনা (ফ্রান্স), আয়ানা রেইনবো (রোমানিয়া), এলিজা খান (বাংলাদেশ), কেনজা লাইলির (মরক্কো), অ্যান কারডি (ফ্রান্স), অলিভা সি (পর্তুগাল), সেরেন আই (তুরস্ক) ও জারা শতাভারি (ভারত)।

এলিজা বাংলাদেশের প্রথম ইনফ্লুয়েন্সার। এটি ফ্যাশন বোধসম্পন্ন এআই হিসেবে নিজের পরিচিতি তুলে ধরেছে। এটি জেনারেশন জেডের ট্রেন্ড ও স্টাইল অনুসরণ করে। ইনস্টাগ্রামে এর ১৩ হাজার অনুসারী রয়েছে। এলিজার স্বপ্ন হলো এমন একটি বিশ্ব তৈরি করা, যেখানে প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করা হবে।

কানাডায় আরেক ভারতীয় খুন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডার সারেতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত শুক্রবার এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত যুবরাজ গয়াল (২৮) ভারতের পাঞ্জাবের রাজ্যের লুধিয়ানার বাসিন্দা। আজ সোমবার ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহভাজন চারজনকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, যুবরাজকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

এস্টোরিয়ায় জমজমাট ঈদ আনন্দ মেলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা সহ কর্মব্যস্ত প্রবাসীদের নির্মল বিনোদনের জন্য ভ্যারাইটি বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ক্লাবে কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহ রাহীম শ্যামল আয়োজন করে বর্ণাঢ্য এক ঈদ আনন্দ মেলা। নিউইয়র্কে বাঙালী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় গত ২ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে জমজমাট এই ঈদ আনন্দ মেলা। নাচ, গানসহ নানা আয়োজনের বাংলাদেশী এ সাংস্কৃতিক উৎসবে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অংশ নেন।

জনপ্রিয় উপস্থাপিকা উর্বী সাবরিনা ও রুমার পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহ রাহীম শ্যামল স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শাহ রাহীম শ্যামল জানান, প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম সহ মূলধারায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহি কৃষ্টি-কালচারকে তুলে ধরতেই তার এ আয়োজন।

মেলা মঞ্চে বাংলাদেশী শিল্পীরা নাচ, গানসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উৎসবকে ভিন্নমাত্রা দেয় বাউল কালা মিয়ার অনবদ্য পরিবেশনা। কালা মিয়া ছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল, তানভীর শাহীন, সবিতা দাস, ডাঃ শাহনাজ, রুনা রায়, মধু রায়, ডাঃ রুমা চৌধুরী, এসআর ১০১ লালু ব্যান্ড হিরা। শিল্পীরা নাচে গানে মাতিয়ে রাখেন আগত দর্শক-শ্রোতাদের।

মেলায় ছিল জামা-কাপড়, জুয়েলারী, খাবারসহ বিভিন্ন সামগ্রীর স্টল। উৎসবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি গভীর রাত পর্যন্ত চলে কেনাকাটাও।

হ্যাপি ঈদ ক্যাম্পেইন

সানম্যান এক্সপ্রেসের মাধ্যমে টাকা পাঠালে সোনার চেইন বা আইফোন পুরস্কার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সানম্যান হ্যাপি ঈদ ক্যাম্পেইনের কুপন সংগ্রহ করে সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার – এর যেকোনো ব্রাঞ্চ অথবা এজেন্ট লোকেশনে কুপন জমা দিয়ে ১ হাজার ডলারের উপর ব্যাংক ডিপোজিট, ক্যাশ পিকআপ অথবা মোবাইল ওয়ালেটে (বিকাশ, নগদ) টাকা পাঠালেই পাবেন নিশ্চিত ৫ ডলার ছাড়!

১-১২ জুনের ভিতর সানম্যান এক্সপ্রেসের ব্রাঞ্চ, সান্ম্যান এজেন্ট লোকেশন অথবা অনলাইনে ১ হাজার ডলারের উপর রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের মধ্যে ভাগ্যবান গ্রাহকরা (লাকী ড্র এর মাধ্যমে) পাবেন, সোনার নেকলেস, আইফোন, আইপ্যাড, লেপটপ ও গিফট কার্ড সহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার পেতে পারেন।

বারী পরিবার পবিত্র হজ্জ পালনে মক্কা যাচ্ছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বারী গ্রুপের সিইও আসেফ বারী টুটুল, বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান মুনমুন বারী, একমাত্র মেয়ে সাবাহ বারী, দুই ছেলে মুহিব বারী ও আদিব বারী পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগামী ১০ জুন মক্কা যাচ্ছেন।

আসেফ বারী জানান, ইনশাহ আল্লাহ, পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে স্বপরিবারে মক্কায় যাচ্ছি। আমার দীর্ঘ জীবনে চলার পথে কারও সাথে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, বুঝে কিংবা না বুঝে যদি কোন ভুল করে থাকি, বা মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, কিংবা কারো কোন হক নষ্ট করে থাকি, তাহলে দয়া করে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে ক্ষমা করবেন এবং দোয়া করবেন যাতে মহান রাব্বুল আল-আমিন আমাদের হজ্জ কবুল করেন। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ দিন প্রবাস জীবনে চলার পথে যারা আমাকে ও আমার পরিবারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ এবং সবার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইব। মহান আল্লাহ

যেন আমাদের সকলকে ক্ষমা করেন। দোয়া করবেন যেন পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন

করে সুস্থ শরীরে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
حلال
HALAL FOOD
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
. নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনদের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভারেরা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সহায়তা করে থাকি।
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd Fl., Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave.
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6506
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Eid al-Adha
EID MUBARAK
EID Sale
WE ACCEPT EBT & OTC
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 CONTACT WhatsApp Number 347-658-0972
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 14 - 20, 2024) | Promo Code : PSP77
SALE $2.49 /LB Minimum purchase of 10 lb PRECUT FROZEN GOAT ZABIHA HALAL
SALE $2.79 /LB BUY ONE GET ONE FREE ZABIHA HALAL MEDIUM HARD CHICKEN
SALE 79¢ /LB NO CUT NO CLEAN ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $11.99 /EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $19.99 /EA SIZE 10/12 HILSHA
SALE $18.99 /EA 4 KG ROHU
SALE $27.99 /EA 4 KG EURO MRIGEL
SALE $1.99 /LB 1 KG SHOR PUTI
SALE $5.99 /LB 500 GM TAPOSHI IQF
SALE $2.99 /LB TILAPIA FILLET
SALE $18.99 /EA 2 LB SIZE 1/2 GOLDA SHRIMP
SALE 2/$5.00 EACH 2.99 2 LB HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE 4/$5.00 200 GM HAOR BRAND KESKI TRAY
SALE $7.99 /EA 2 LB CK BRAND LOTIA LOOSE
SALE $28.99 /EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $15.99 /EA FIVE ROSES ALL PURPOSE FLOUR
SALE $24.99 /EA 50 LB RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $18.99 /EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $12.99 /EA 20 LB CAROLINA GOLD / WHITE PARBOILED RICE
SALE $9.99 /EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $17.99 /EA 900 GM BAGHABAREE GHEE
SALE $4.99 /EA 500 GM RED LABEL TEA
SALE $9.99 /EA 900 GM RED COW MILK POWDER
SALE $3.99 /EA CREAM-O-LAND MILK GALLON
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

EID Sale
Eid al-Adha EID MUBARAK
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 14 - 20, 2024) | Promo Code : PSP35
WE ACCEPT EBT & OTC
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
SALE $2.99 /LB PRECUT ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 79¢ /LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $12.99 /EA 3 KG ROHU
SALE $19.99 /EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE 3/$5.00 250 GM KESKI SAMPAN BRAND
SALE $10.99 /EA BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE $3.99 /EA 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE $18.99 /EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99 /EA 5 Ltr FUTURA CANOLA OIL
SALE $8.99 /EA 3 Ltr FUTURA CANOLA OIL
SALE 2/$13.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 2/$13.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
SALE $22.99 /EA 2500 GM RED COW MILK POWDER
SALE 3/$5.00 VINUT JUICE'S ASSORTED VINUT COCONUT WATER
SALE 3/$5.00 439 GM GOYA CHECK PEAS
SALE 3/$5.00 439 GM GOYA RED KIDNEY BEANS
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE 2/$6.99 4 LB KALA CHANA & CHANA DAL
SALE 2/$5.99 400 GM ALI MIA'S LACHCHA SHEMAI
SALE $16.99 /EA BAGHABARI SPECIAL PURE GAWA GHEE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

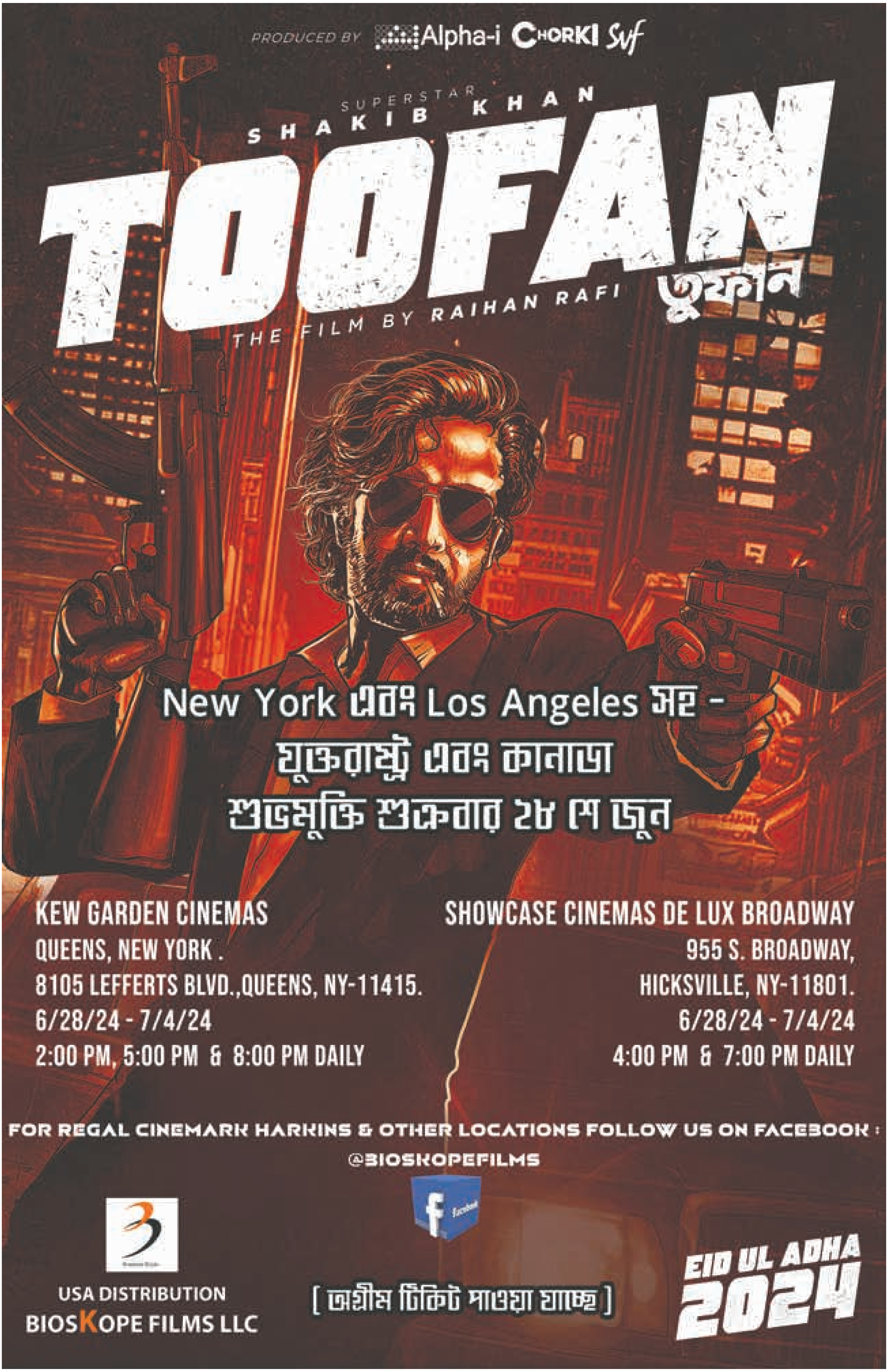
PRODUCED BY Alpha-i CHORKI SVF
SUPERSTAR
SHAKIB KHAN
TOOFAN
তুফান
THE FILM BY RAIHAN RAFI
New York এবং Los Angeles সহ -
যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
শুভমুক্তি শুক্রবার ২৮ শে জুন
KEW GARDEN CINEMAS
QUEENS, NEW YORK .
8105 LEFFERTS BLVD.,QUEENS, NY-11415.
6/28/24 - 7/4/24
2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM DAILY
SHOWCASE CINEMAS DE LUX BROADWAY
955 S. BROADWAY,
HICKSVILLE, NY-11801.
6/28/24 - 7/4/24
4:00 PM & 7:00 PM DAILY
FOR REGAL CINEMARK HARKINS & OTHER LOCATIONS FOLLOW US ON FACEBOOK :
@BIOSKOPEFILMS
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
[অগ্রীম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে]
EID UL ADHA
2024

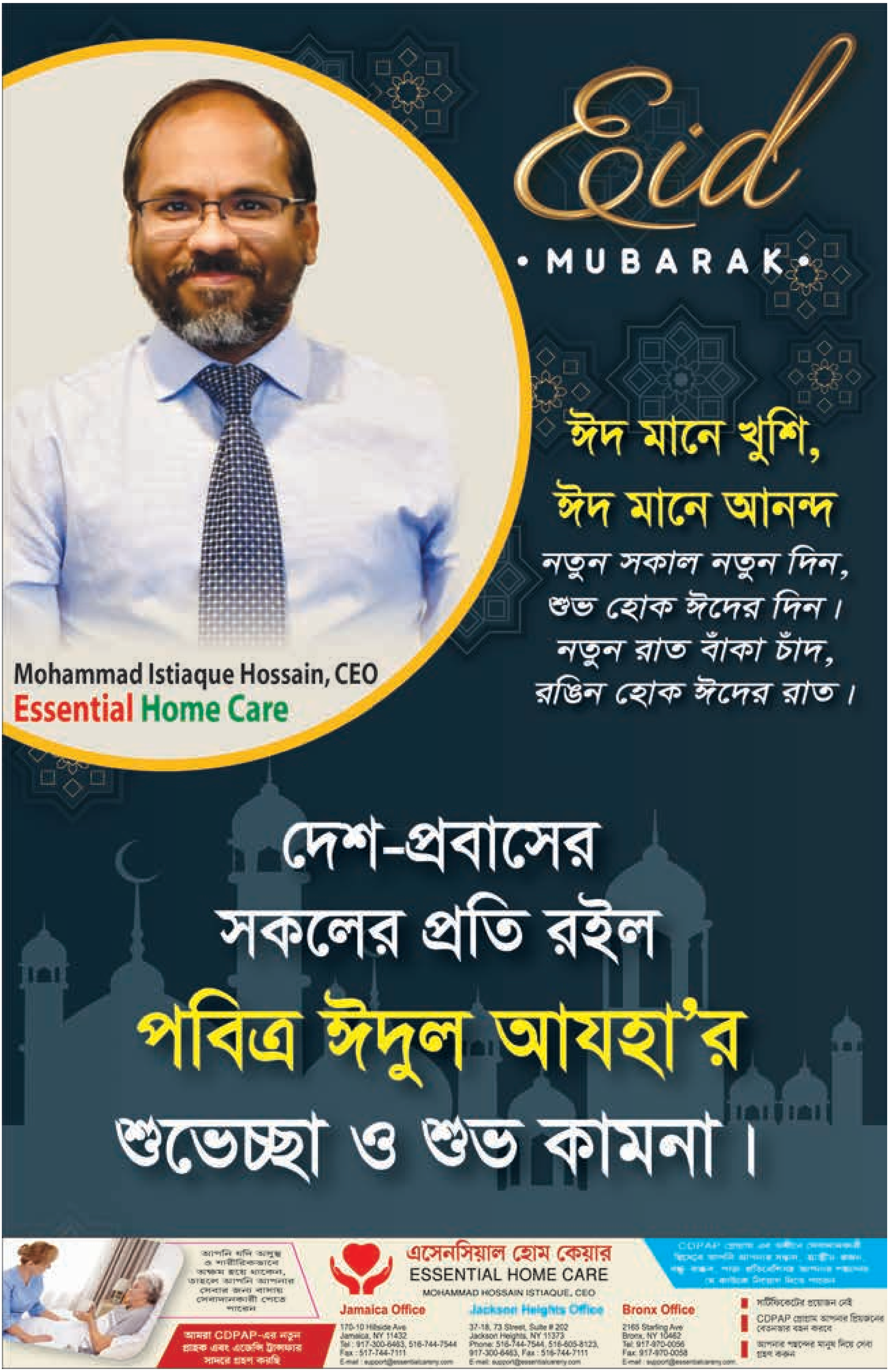
Eid
• MUBARAK •
ঈদ মানে খুশি,
ঈদ মানে আনন্দ
নতুন সকাল নতুন দিন,
শুভ হোক ঈদের দিন।
নতুন রাত বাঁকা চাঁদ,
রঙিন হোক ঈদের রাত।
Mohammad Istiaque Hossain, CEO
Essential Home Care
দেশ-প্রবাসের
সকলের প্রতি রইল
পবিত্র ঈদুল আযহা'র
শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।
আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন
আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO
Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123,
917-300-6463, Fax : 516-744-7111
Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন ’ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

- *CDPAP/ PCA/ HHA*
- *No Certificate Required*
- *Highest pay With Benefit*

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr.Gee Cee pat
Vice President

Dr.Shajadi Parvin
CEO/President

LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply

WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually

WORK AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372

Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432

Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214

Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482

Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

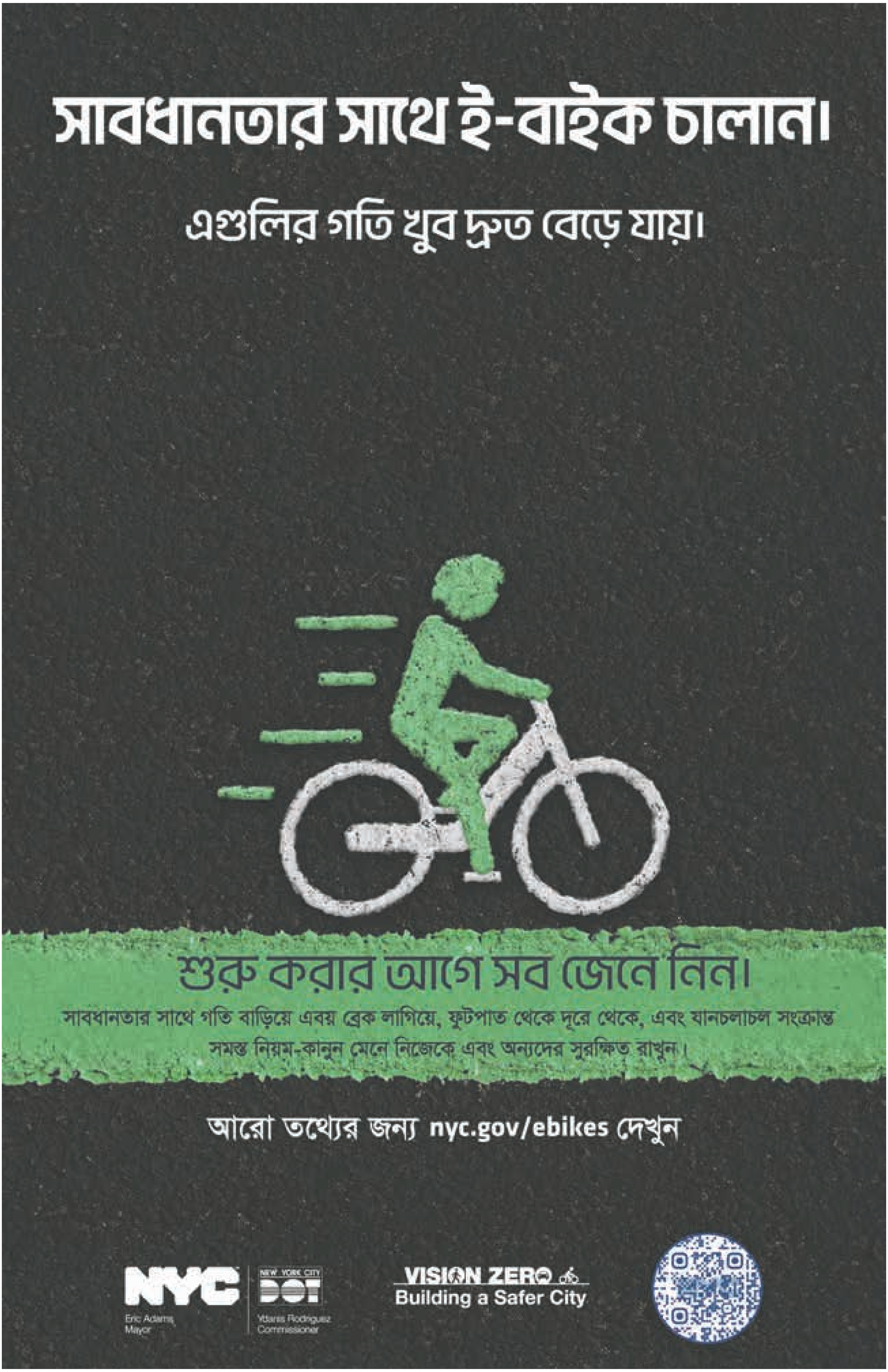
সাবধানতার সাথে ই-বাইক চালান।
এগুলির গতি খুব দ্রুত বেড়ে যায়।
শুরু করার আগে সব জেনে নিন।
সাবধানতার সাথে গতি বাড়িয়ে এবয় ব্রেক লাগিয়ে, ফুটপাত থেকে দূরে থেকে, এবং যানচলাচল সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখুন।
আরো তথ্যের জন্য nyc.gov/ebikes দেখুন
NYC
Eric Adams Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

আটলান্টিক সিটিতে জমজমাট ঈদ বাজার

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ১১জুন মঙ্গলবার 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত প্রবাসীদের মিলনকেন্দ্র 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ এই 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র ঈদুল আযহার প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এই 'ঈদ বাজার'-এ প্রবাসী বাংলাদেশী, ভারতীয় ও পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন ধরনের বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল। তাদের ষ্টলগুলোতে শাড়ী, সালোয়ার কামিজসহ মেয়েদের হাল ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদ, পুরুষদের পাঞ্জাবি, ছোট শিশুদের বাহারি পোশাক, বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি হয়েছে। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী মিসেস মমতাজ জানালেন, তার স্টলে মহিলাদের বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকারের ভালোই বিকিকিনি হয়েছে।

ঈদ বাজারে আগত প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানান, এই ঈদ বাজার এ হাতের কাছে ঈদের প্রাক্কালে বিভিন্ন দেশের হাল ফ্যাশনের পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকারাদি পেয়ে তারা যারপরনাই খুশি। "ঈদ বাজার" আয়োজনের জন্য তারা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

ঈদ বাজারে আগত প্রবাসী ওবায়দুললাহ চৌধুরী জানালেন, 'বাড়ির কাছে আরশীনগর' এ ঈদ বাজার হওয়ায় তাঁদেরকে আর কষ্ট করে ভিন রাজ্যে ছুটতে হবে না বলে তাঁরা যারপরনাই খুশি। এই মহতী উদ্যোগের জন্য তাঁরা আয়োজকদের সাধুবাদ জানান।

এই 'ঈদ বাজার' এর আয়োজক বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা জানালেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে বিদেশের মাটিতে দেশের ঈদের আমেজের 'একটুকু ছোঁয়া' দেওয়ার জন্যই তাদের এই প্রয়াস।

বিএএসজের ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি আবদুর রফিক জানালেন, প্রবাসীদের কাছ থেকে তাঁরা এই 'ঈদ বাজার'-এ আশাতীত সাড়া পেয়েছেন, যা ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসর ও ব্যাপক আয়োজনে 'ঈদ বাজার' আয়োজনে তাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আটলান্টিক সিটিসহ আশেপাশের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এই 'ঈদ বাজার' এ কেনাকাটা করেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই 'ঈদ বাজার' কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

আইনজীবীদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান অ্যাটর্নি মঙ্গন চৌধুরীর

প্রীতি সম্মেলন

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রবাসীদের যেকোনো আইনগত সমস্যায় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে জালালাবাদ ল সোসাইটি ইউএসএ। প্রবাসে বা দেশে সংগঠনটির কোন পারিবারিক সদস্য বা প্রবাসী যে কেউ বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শের জন্য সংগঠনটির সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংগঠনের উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঙ্গন চৌধুরী বলেছেন, জালালাবাদ লো সোসাইটির মাধ্যমে যেকোনো প্রবাসীকে কোন ফি ছাড়াই তিনি পরামর্শ প্রদান করবেন।

৮জুন শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র এক প্রীতি সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেছেন অ্যাডভোকেট এমাদ উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি মঙ্গন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, অ্যাডভোকেট সৈয়দ মহসিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ুম, অ্যাডভোকেট সাঈয়েদ মইন উদ্দিন জুয়েল এবং অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুস শহিদ আজাদ , সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম মইনুল, অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান শাবু , অ্যাডভোকেট জয়জিত আচার্য্য, অ্যাডভোকেট মো: মুহি উদ্দিন, অ্যাডভোকেট মোঃ সায়েদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট এ টি এম জুবেল চৌধুরী, মো: আখমাম খাঁন। দোয়া পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট আশিক আহমেদ খান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট বদরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মইন উদ্দিন, অ্যাডভোকেট ওলি উল্লাহ মারুফ, শাহ মোঃ বদরুজ্জামান প্রমুখ, আবু সাইদ প্রমুখ।

সিলেট অঞ্চলের চার জেলা থেকে আসা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে জালালাবাদ ল' সোসাইটি অব ইউএসএ। এ সংগঠনের মাধ্যমে নিউইয়র্কসহ বাইরের রাজ্যে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক আইনপেশার লোকজন সংগঠিত হচ্ছেন। প্রীতি সম্মেলনে তারা বলেছেন নিজেদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করে জনসমাজের জন্য নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা প্রদানের জন্য তারা সংগঠিত হচ্ছেন। বেশকিছুদিন আগে থেকেই তাদের সংগঠিত হওয়ার এ প্রয়াসটি করোনা মহামারির কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল। নতুন করে সর্বত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, কানাডা সহ ইউরোপে বসবাসরত সিলেট অঞ্চলের আইনজীবীদের নিয়ে বড় ধরনের প্লাটফর্ম গড়ে তুলা হবে বলে সভায় বলা হয়েছে।

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ

হার্ভার্ডের ১৩ শিক্ষার্থীর ডিগ্রি স্থগিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪ সালের স্নাতকদের ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানের পর দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু চার বছর পড়ার পর হার্ভার্ডের শিক্ষার্থী আসমার আসরার সাফি এখনো সেই ডিগ্রির অপেক্ষায় আছেন। পাকিস্তানের এই শিক্ষার্থীর মতো একই অবস্থায় আছেন আরও ১২ জন। অন্তত এক বছরের মধ্যে তাঁদের স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হবে না। ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার দায়ে আটকে গেছে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ শিক্ষার্থীর ডিগ্রি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হার্ভার্ড করপোরেশন গত ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে জড়িত থাকার কারণে এই বছরের স্নাতক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়টির সামাজিক অধ্যয়ন এবং জাতিসত্তা, অভিবাসন ও অধিকার বিভাগের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ২৩ বছর বয়সী সাফি বলেছেন, আমি আমার আপিলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি।

নারী কর্মীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ও সন্তান চেয়েছিলেন মাস্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্সের অন্তত দুজন কর্মীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও ইলন মাস্ক। এর মধ্যে একজন ছিলেন সংস্থাটির ইন্টার্ন কর্মী। শুধু তাই নয়, আরও একজন ইন্টার্ন কর্মীকে মাস্ক তাঁর নিজের সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এক বিশেষ প্রতিবেদনে বিষয়টি ফাঁস করেছে ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল।

প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছে, স্পেসএক্স এবং টেসলা নিজের দুই কোম্পানিতেই প্রযুক্তি বিলিয়নিয়ার এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করেছিলেন, যেখানে নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে এটাই সর্বশেষ অভিযোগ। এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রেই নিয়মিত এলএসডি, কোকেন, মাশরুম এবং ক্যাটামাইনের মতো ভয়ংকর সব মাদক গ্রহণের অভিযোগ ছিল।

একসময় মাস্কের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছিল—তিনি কর্মক্ষেত্রে এমন একটি প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করেছেন, যেখানে যৌন হয়রানি নিয়ে রসিকতা ছিল একটি সাধারণ ঘটনা। পাশাপাশি পুরুষের তুলনায় নারীদের কম বেতন দেওয়ার বিষয়টিও ছিল। আর এসব বিষয় নিয়ে কেউ উচ্চ-বাচ্য করলেই নিশ্চিতভাবে তিনি তাঁর চাকরিটি হারাতেন।

সাবেক কর্মীদের অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন, কর্মক্ষেত্রে একটি 'যৌনবাদী সংস্কৃতি' গড়ে তুলেছিলেন মাস্ক, যেখানে যৌন সম্পর্কিত মন্তব্য এবং যৌন নিপীড়নের অন্যান্য ঘটনাকে সহ্য করতে হতো এবং এগুলোকে হালকা করে দেখা হতো।

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনটিতে টেসলায় কাজ করা একাধিক নারীর উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। এই নারীরা অভিযোগ করেছেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা ইলন মাস্কের কুনজরে ছিলেন। স্পেসএক্স সংস্থাটির একজন ফ্লাইট এটেনডেন্ট অভিযোগ করেছেন—২০১৬ সালে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে একটি ঘোড়া কিনে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইলন মাস্ক।

২০১৩ সালে স্পেসএক্সের চাকরি ছেড়ে দেওয়া আরেক নারী অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন সময়ে তাঁর গর্ভে নিজের সন্তান ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মাস্ক। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ইলন মাস্কের অন্তত ১০টি সন্তান রয়েছে।

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে। PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে। স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে। আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম। দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন patrichai@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD

Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

HOUSE FOR SALE BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX
INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR
THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

জ্যাকসন হাইটসের অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির একটি রুমে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন 929-720-2181 MD Tofazzal Hossain 1347-605-0593

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বাড়ি বিক্রয় !

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
917-442-8648

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫''। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

SHOWTIME MUSIC
SHOWTIME MUSIC PROUDLY PRESENTS
ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক এওয়ার্ড
বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
SHAKIB KHAN
CHANCHAL CHOWDHURY
MEHAZABIEN CHOWDHURY
TAHSAN KHAN
NUSRAAT FARIA
TANJIN TISHA
TASNIA FARIN
DOLY SHAONTONI
MILA ISLAM
YEASMIN LAILA
KEYA PAYEL
DARSHANA BANIK
DINAT JAHAN MUNNI
TAWSIF MAHBUB
PUJA CHERRY
DALLYWOOD
FILM & MUSIC AWARDS 2024
SUNDAY, 30TH JUNE 6PM
VENUE - AMAZURA HALL 91 12 144TH JAMAICA, NY 11435
TICKET PRICE $50 $100 VIP $150 VVIP $250 CIP $500
FOR MORE INFORMATION - 646 546 6038

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

নির্বাচনে বাংলাদেশের বিজয়

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭ জুন শুক্রবার জাতিসংঘের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এর ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নির্বাচনে বাংলাদেশ এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রার্থী হিসেবে ১৮৯ ভোটের মধ্যে ১৮১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাকক্ষে আজ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ ছাড়াও সৌদিআরব, শ্রীলঙ্কা ও উজবেকিস্তান এ নির্বাচনে জয়লাভ করে। ECOSOC জাতিসংঘের মূল ৬টি অঙ্গসংস্থার একটি এবং বহুপক্ষীয় ও উন্নয়ন কূটনীতি প্রশ্নে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম হিসেবে বিবেচিত।

নির্বাচনস্থলে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ বাংলাদেশের বিজয়কে "বাংলাদেশের উন্নয়ন সফলতার বৈশ্বিক স্বীকৃতির অংশ এ বিজয়" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত, বাংলাদেশ যে অন্যান্য দেশের বিশ্বাস, নির্ভরতা ও সম্মান অর্জন করেছে – সাধারণ বিবেচনায় বাংলাদেশের অব্যাহত বৈশ্বিক নির্বাচনে সাফল্য - বিশেষত, অত্যন্ত সম্মানজনক এ নির্বাচনের সাফল্য – তারই স্বীকৃতি। ৬ জুন বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির (২য় কমিটি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডেনিস ফ্রান্সিস-এর সভাপতিত্বে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত বলেন, "ইকোসকের সদস্যপদ আমাদের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে অবাধ ও টেকসই উত্তোরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

দুর্ঘটনায় নোবিপ্রবির শিক্ষিকা ও স্বামী আহত, নিহত সন্তান

টেক্সাস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে ট্রাক ও প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) শিক্ষিকা ড. সালমা আক্তার (৩৩) ও তার স্বামী ডা. সাইফুল আমিন (৩২) গুরুতর আহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাদের ১১ মাস বয়সী একমাত্র ছেলে অনিন্দ্য। ২৮ মে মঙ্গলবার টেক্সাসের সান পাট্রিসিয় কাউন্টি শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ড. সালমা আক্তার স্থানীয় একটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তার স্বামীও হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ড. সালমা আক্তার নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ও নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। তিনি জাপানে পিএইচডি শেষ করে ২০২২ সালে পোস্টডকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে যান। তিনি সেখানকার সান আন্তিনো শহরে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকতেন।

জানা যায়, কয়েকদিন আগে স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘুরতে বের হন সালমা আক্তার। মঙ্গলবার বাসায় ফেরার পথে সান পাট্রিসিয় কাউন্টি শহরে দুর্ঘটনার

কবলে পড়েন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসক ছেলে অনিন্দকে মৃত ঘোষণা করেন। পাশাপাশি সালমাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করে। এছাড়াও তার স্বামী ডা. সাইফুল আমিনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সালমার সহকর্মী ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানরত পপি দেবনাথ জানান, সালমার সঙ্গে আমার সব সময় কথা হতো। তিনি আমাকে জানিয়েছিল ঘুরতে বের হবেন। ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তারা তিনজনই আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসক তার সন্তান অনিন্দকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সালমাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করেন।

নোবিপ্রেবির অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ জানান, সালমা নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম ব্যাচের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

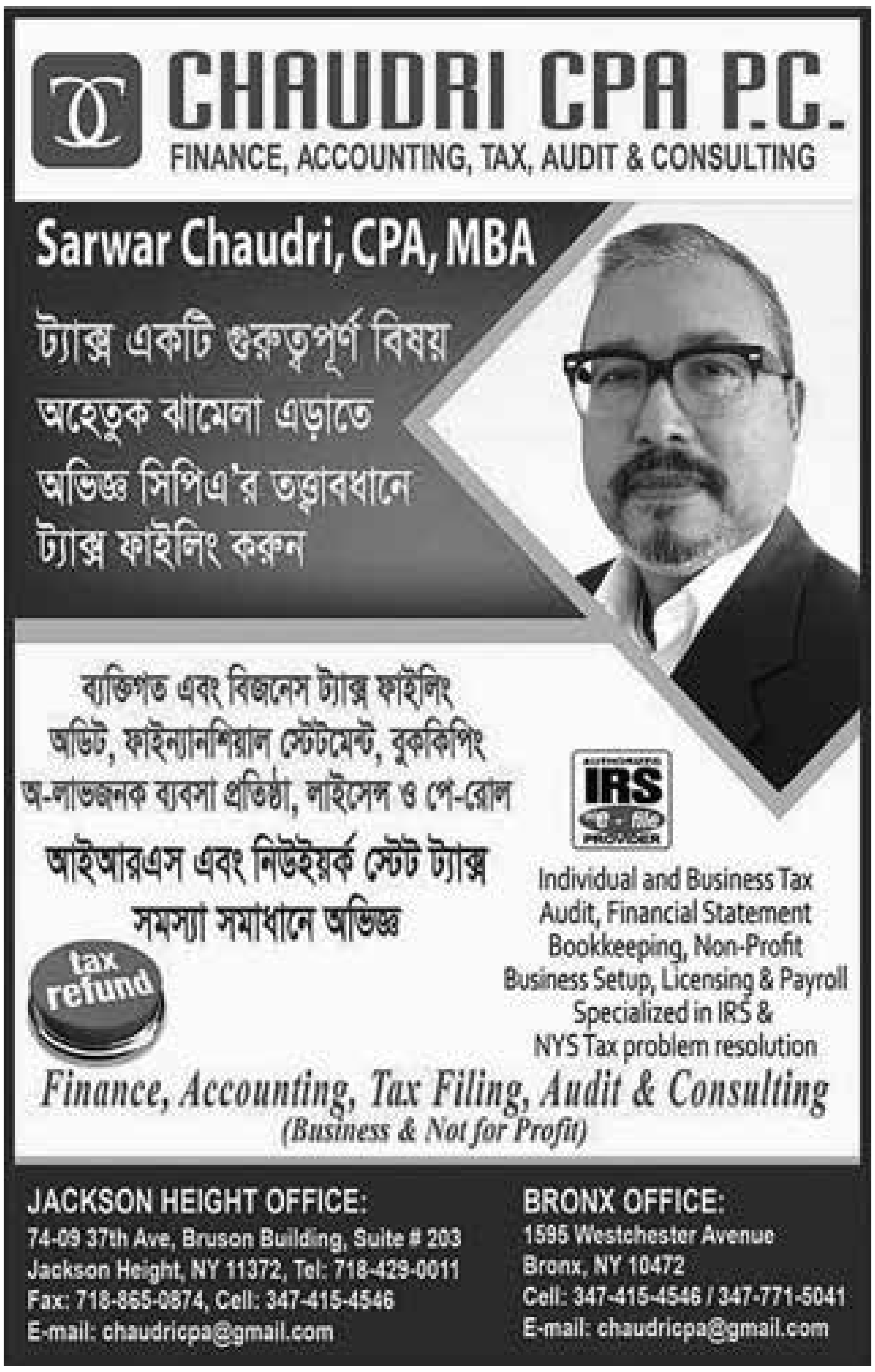

নিউইয়র্কে পাবলিক সেফটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

লিংকে সংযুক্ত হয়ে অংশ নিতে পারবেন।

যে কারণে এই পাবলিক ফোরাম ও ইনপুট সেশন: নিউইয়র্ক সিটি চার্টারের মাধ্যমে শহরের সরকারকে স্ট্রাকচার প্রদান করা হয় এবং শহরের নির্বাচিত কর্মকর্তা ও এজেন্সিগুলোকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। সিটি চার্টার রিভিশন কমিশনকে সমগ্র চার্টার পর্যালোচনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটি এমন পরিবর্তনের পরামর্শ দিতে পারে যা সরকারকে আরো দক্ষতার সাথে কাজ করতে এবং নিউইয়র্কের সকল নাগরিককে আরো ভালো সেবা দিতে সাহায্য করবে।

বিশেষজ্ঞগণ পাবলিক সেফটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সাধারণ মানুষকে সরকারি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো সাক্ষ্য দেওয়ার এবং চার্টারে পরিবর্তন প্রস্তাব করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এছাড়া www.nyc.gov/charter ওয়েবসাইট ভিজিট করে নিউইয়র্ক সিটি চার্টার রিভিশনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

যারা মতামত জানাতে পারবেন: সেশনটি জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত এবং সাধারণ জনগণ কমিশনের সামনে গিয়ে মতামত জানানোর সুযোগ পাবেন। জনসাধারণের যেকোনো সদস্য সিটি চার্টার উন্নত করার জন্য তাদের ধারণা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। তবে তা তিন মিনিটের বেশি হবে না। কমিশনটি সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা ব্যক্তিদের এবং জুমের মাধ্যমে যোগদানকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। মতামত প্রকাশ করতে আগ্রহী একটি গোষ্ঠী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে একটি অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে হবে। পাঁচটি বরোর মধ্যে থেকে যে কেউ মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এই শুনানিতে বক্তব্য রাখতে নিবন্ধন করা সকলকে সিটি চার্টার রিভিশন সামান্য করার চেষ্টা করবে।

তবে সময় না থাকলে পরবর্তী সিটি চার্টার রিভিশন জনসাধারণের মতামত গ্রহণের সেশনগুলোতে সাক্ষ্য দেওয়ার বা charterinfo@citycharter.nyc.goy ঠিকানায় লিখিত মন্তব্য জমা দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হয়।

লিখিতভাবেও জানানো যাবে মন্তব্য: জনগণ চাইলে charterinfo@citycharter.nyc.gov এই ঠিকানায় লিখিতভাবে মন্তব্য জমা দিতে পারবেন। একই সাথে শুনানিতে লাইভ সাক্ষ্য দিতে পারবেন। লিখিত সাক্ষ্য অবশ্যই ১২ জুলাই বিকাল পাঁচটার মধ্যে পাঠাতে হবে।

যেখানে হবে এই শুনানি হবে: জনসাধারণ ইনপুট সেশনটি ভার্চুয়াল উপায়ে Zoom লিংকের মাধ্যমে উপভোগ করতে পারবেন। লিংক ২০ জুন বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় www.nyc.gov/charter-এ পোস্ট করা হবে।

অপরাধ দমনে

শেষ পৃষ্ঠার পর

গোয়েথালগুলিতে তারা একটি বিশাল গেম-চেঞ্জার লক্ষ্য করেছেন।

স্টেটেন আইল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মাইকেল ম্যাকমোহন বলেছেন, "আমাদের এমন একটি পরিস্থিতি ছিল যেখানে লোকেরা অফ-দ্বীপ থেকে এসে অপরাধ করছিল। কিন্তু আমাদের কাছে তাদের ধরার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না, যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ছিল।"

স্টেটেন আইল্যান্ড বরোর প্রেসিডেন্ট ভিটা ফসেলা বলেছেন, চোরের দল মাঝরাতে বাড়িতে ঢুকতে এবং গাড়ির চাবি চুরি করার জন্য জানালা ভেঙে ফেলে। এতে বাড়ির লোকজন আতঙ্কিত হয়ে যায়।

নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট স্টেটেন আইল্যান্ড বরো সহকারী প্রধান জোসেফ গুলোটা বলেছেন, "স্টেটেন আইল্যান্ডে আসা অপরাধচক্রকে ট্র্যাক করার জন্য এটি একটি হাতিয়ার।

বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা গ্রেগ এহরি বলেন, এলপিআর (লাইসেন্স প্লেট রিডার) হল হাইওয়ের ডিএনএ।

এটা আমাদের জানতে দেয় কী ঘটছে। পাশাপাশি আমাদের শিশুকে নিয়ে যাওয়ার মতো অপরাধ কমাতে সাহায্য করে।

গানের ভিতর দিয়েই আমি ভুবন দেখি

শেষ পৃষ্ঠার পর

অকপটে জানিয়েছেন ড. নিরুপমা রহমান। গত ৬ জুন, বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে তিনি অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ড.নিরুপমা রহমান একজন শিক্ষাবিদ, গবেষক ও নজরুল সংগীতশিল্পী। বাবা-মায়ের নাম মিলিয়ে রাখা নীরা নামে সবাই যাকে ডাকে, থাকেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে দুদশকেরও বেশি সময় ধরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি নিয়মিত গানের চর্চা বজায় রেখেছেন পুরোদস্তুর। পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুরুদের অবদানে আশৈশব গান, গানের সুর, সুরের বোধ নিরুপমার অন্তঃপুরে এক সুবিশাল জায়গা জুড়ে আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীতে নতুন কুঁড়ি, জাতীয় শিশু পুরস্কার, বাংলা একাডেমী শিশু পুরস্কারসহ অসংখ্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন বহুবার। দীর্ঘদিন পণ্ডিত বারীণ মজুমদার, উপমহাদেশ প্রখ্যাত বিদুষী শ্রীমতী দিপালী নাগ, বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হকের মতো গুরুদের কাছে তালিম প্রাপ্ত নিরুপমা যেমন নিয়মিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আর বাংলা গানের নিরলস সাধনা করে চলেছেন আশৈশব, ঠিক তেমন করেই গানের সঙ্গে সমানতালে পড়াশুনাও চালিয়ে গেছেন। বাবা মায়ের উৎসাহে তিন বছর বয়সে শ্রীমতি স্বপ্না রায় আর গুরু কৃষ্ণকান্ত আচার্যের তালিমে সুরের সাথে পথচলা শুরু, দীর্ঘ প্রবাস জীবনেও সেই বাঁধন আলগা হয়নি এক মুহূর্তের জন্য, বরং শক্তই হয়েছে। নিরুপমা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে মাস্টার্স করেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ার মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে ডিনস এ্যাওয়ার্ডসহ রিসার্চ মাস্টার্স এবং পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন থেকে পিএইচডি শেষ করেন। বর্তমানে মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপনার পাশাপাশি উচ্চতর ও বৈশ্বিক শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন আর তার প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত গবেষণা করছেন নিরুপমা রহমান।

পেশাগত জীবনে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং পড়ানো-বড় ধরনের কাজ হলেও সংগীত চর্চ্চা এবং পেশাগত জীবন-এই দুটো একসাথে সামলে নিচ্ছেন নিরুপমা। এ নিয়ে তিনি বলেন, 'স্কুলে যাবার আগে থেকেই আমার গান শেখা শুরু। বাংলা এবং বাঙালির সমস্ত জীবন দেখতে শিখেছি বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে। আমার পড়ানো এবং গবেষণার কাজগুলোকেও আমি গানের মধ্যে দিয়েই দেখি। সঙ্গীত চর্চার ব্যাপারে বলবো, ভাত খাওয়ার কথা ভুলে না যাবার মতোই গানের চর্চাকে ভুলিনা। পড়াশোনটাও ভীষণ ভালোবাসি। আমার অভিবাসী জীবনের বাঙালিয়ানা টিকিয়ে রাখার অভিলাষের মধ্যেও গান রয়েছে।'

নিরুপমা সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ করে নজরুল সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। তিনি বলেন, 'আমার সাংগীতিক শিক্ষার পুরোটা জুড়ে আছে শাস্ত্রীয় সংগীত। বাবা-মা কেউই গানের মানুষ ছিলেন না কিন্তু তিন বছর বয়স থেকেই আমাকে তারা গান শিখতে দিয়েছিলেন। সাহিত্যে অনুরাগী করে বড় করেছিলেন। সেই থেকেই আমার মনে হয় যে, নজরুলের গানে শুদ্ধ সংগীতের সাথে বাংলা গানের বাণী একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে। নজরুলের গান আমাকে সংগীতের রাগ'কে বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর গানে অসম্ভব সুন্দর চিত্রকল্প আছে, প্রকৃতির অর্থবহ রূপকল্প আছে। বাঙালির চিন্তা-ভাবনা-রূপকল্প সবটাই নজরুলের গানে বিদ্যমান। নিজদেশ থেকে অনেক দূরে অভিবাসী জীবনে নজরুলের গানের মাধ্যমে বাঙালিয়ানাকে চর্চা করার দারুণ একটা অনুষঙ্গ।'

> নজরুলকে নিয়ে নিরুপমার রয়েছে বিশেষ ভাবনা। তিনি বলেন, 'নিজের কাছে খুব দুঃখ হয় এই ভেবে যে, নজরুল ইসলামকে আমরা জাতীয় কবি বলি। তার জন্মদিন, মৃত্যু দিন পালন করি। কিন্তু আসলে তাকে জীবনে কতোটুকু ধারণ করি, কতটুকু চর্চা করি?

নিরুপমার সংগীত গুরু পণ্ডিত বারীণ মজুমদার, শ্রীমতী দিপালী নাগ। তাদের কাছে শেখার সময়গুলো সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'খুব ছোট বয়সে এতো বড় গুরুদের সান্নিধ্য পাবার জন্য আমি আমার বাবা-মা'র কাছে কৃতজ্ঞ। ছয় বছর বয়সে আমার সৌভাগ্য হয় পণ্ডিত বারীণ মজুমদারের কাছে গান শেখার, এগারো বছরের মতো উনার কাছে গান শিখেছি। শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও অনুশাসনের বিষয় আছে, সেই বিষয়ের সাথে নিজের মনকে প্রস্তুত করতে হয়। নিজেকে অনুশাসনের মধ্যে রাখার এই অভ্যাসে গড়ে উঠতে, শান্ত হতে, জীবনকে আনন্দঘন করতে, জীবন বোধকে পরিশীলিত করতে তারা আমাকে সাহায্য করেছিল। পরে স্কলারশিপ নিয়ে যাদবপুরে যখন পড়তে যাই তখন দিপালী নাগের কাছে গান শেখা শুরু। উনি শুধু আমাকে গানের স্বর এবং সুর শেখাননি, প্রতিটি রাগের যে অনুভব আছে, সেই অনুভবকে অনুভূতির মধ্যে নিয়ে কীভাবে গাইতে হয়, সুরকে ধারণ করে গানটা প্রার্থনার মতো গাইতে হয়, তা তিনি শিখিয়েছিলেন। উনার সাথে সাহিত্যের আলোচনা হতো, গানকে জীবনাচরণের অংশ করবার ব্যাপারটা আমাকে বলতেন। দীপালী নাগের সুত্র ধরেই উপমহাদেশের নানান গুণীজনের সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল।'

দীপালী নাগের কাছে তিনি শিখেছিলেন গানকে কীভাবে বোধে আনতে হয়। বোধ-না থাকলে সবকিছুই অর্থহীন। 'গানকে বোধে আনা'-বিষয়টা বিশ্লেষণ করে নিরুপমা বলেন, 'বাংলা গান মানেই প্রধান গান। রবীন্দ্র সংগীত বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হক আমাদের পারিবারিক বন্ধু। দুটো ভাষা জানা এবং দুটো ভাষাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতেন। ওয়াহিদ কাকা বলতেন, গাইবার আগে গানের কথা বার বার পড়তে হবে, কথাগুলো বুঝতে হবে। গানের কথার মানে না বুঝে গান গাইলে তা শুধু কণ্ঠে গাওয়া গান হয় কিন্তু প্রাণে ধারণ করা গান হয় না। একজন শিল্পী এমন ভাবে গান গাইবেন যেন শ্রোতার কাছে তা ভিন্নমাত্রায় পৌঁছায়, এভাবেই শিল্পী এবং শ্রোতার মাঝে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এটাই শিল্পীর কাজ।'

নিরুপমা আরো বলেন, 'দীপালি নাগ আর ওয়াহিদুল হক এই দুইজন মানুষ আমার জীবনে তথা সঙ্গীত ভাবনায় বিরাট প্রভাব ফেলেছেন। গুরু মা দীপালী নাগ বলতেন, মনে প্রেম না থাকলে ঠুমরীর আর্তি ফোটে না। অনুভূতির বোধগুলো কণ্ঠে ধারণ করতে হবে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এই বোধগুলো দীপালী নাগের কাছে শেখা। ওয়াহিদুল হক ও তেমন বাংলা গানের ক্ষেত্রে শিখিয়েছেন গানের কথা পড়ে বুঝে গাইবার প্রয়াস। গানে গানে জীবন যাপন ও উদযাপন শেখার জন্যে আমার কাছে গুরু হিসাবে ছিলেন উনারা দুজন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাবা বিজ্ঞানের মানুষ হলেও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ছিল উনার। গানের মাঝে প্রাণ আনা উনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন।'

নিরুপমা নিয়মিত লেখালেখি করেন, বাংলা আর ইংরেজি দুই ভাষাতেই। তার লিখিত প্রবন্ধ 'বাঙালির অন্তরমহল' ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি সম্পর্কে তিনি জানান, 'এই বইটিতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের জায়গাটা আমার দৃষ্টিতে লেখা। আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে ভাষা, আত্মপরিচয় এবং সংস্কৃতি। এই তিনের মেলবন্ধনে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি সংমিশ্রণ করা হয়েছে। 'আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার ভুবনটাকে আমি আমার মতো করে দেখছি'-এই বিষয়টা আমি ক্লাসে পড়াই। কারোর কোন দেখাটাই ভুল নয়, আবার একেবারেই সঠিক নয়। আমাদের বড় হয়ে ওঠা, শিক্ষা গ্রহণ, এবং পারিপার্শ্বিকতার ধরন আমাদেরকে দেখতে শেখায়। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতিকে, যুক্তিতর্ক-বোধ, অভিবাসী বাঙালির জীবনাচরণের বোধ, বাঙালির খাদ্যচর্চা, বাঙালির চিরায়ত দর্শন এসব নিয়ে আমার দশটি অধ্যায় আছে বইটিতে। নিজ আত্মানুসন্ধানের জায়গা থেকে বাঙালির আত্মানুসন্ধানের জায়গায় দেখতে চেয়েছি, তাই নাম দিয়েছি 'বাঙালির অন্তরমহল।'

নিউইয়র্কের বইমেলা নিয়ে নিরুপমা বলেন, 'বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গনে একুশে বইমেলায় যেতে না পারার জন্যে সবসময় হৃদয়ে একটা রক্তক্ষরণ হত। ২০২২ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রথমবারের বইমেলা যাবার আমন্ত্রণ পাই। সেই বইমেলার প্রাঙ্গনে গিয়ে চারদিকে বইপ্রেমী মানুষের ঢল দেখে মনে হয়েছিল প্রতিটি মানুষ যেন নিজের মতো করে বাংলাকে মনের ভিতরে ধারণ করেছে। সেই অদ্ভুত ভালোলাগা থেকে মনে হয়েছিল নিউইয়র্কের বইমেলা যেন একটা মিলনমেলা'

নিরুপমার গানের চর্চা, গবেষণার অভিজ্ঞতা, লেখালেখির অভ্যাস মিলিয়ে নজরুলকে নিয়ে রয়েছে বিশেষ ভাবনা। তিনি বলেন, 'নিজের কাছে খুব দুঃখ হয় এই ভেবে যে, নজরুল ইসলামকে আমরা জাতীয় কবি বলি। তার জন্মদিন, মৃত্যু দিন পালন করি। কিন্তু আসলে তাকে জীবনে কতোটুকু ধারণ করি, কতটুকু চর্চা করি? আমার ইচ্ছা আছে, নজরুলকে আরো বেশি গবেষণা করবো, গান করবো। নজরুল ইসলামের সাঙ্গেতিক ক্ষমতা ছিল ঐশ্বরিক পর্যায়ের। তার ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, নাত-হামদ, ব্রহ্মসংগীত থেকে শুরু করে ইরানিয়ান সুর, মরক্কোর সুর, ওয়েস্টার্ন সুর সবই তিনি এনেছেন। উনার এই সংগীতকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবার মতো দুরূহ কাজের দায়বদ্ধতা খুব অনুভব করি। পেশাগত জীবনে একজন শিক্ষাবিদ হবার জন্যে এই দায়টা আমার মাথায় তুলে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

দর্শকদের পক্ষ থেকে এইচ বি রিতা প্রশ্ন রাখেন, আপনি এতোবড় একজন জ্ঞানী মানুষ, আমরা আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করি। কিন্তু আপনার মাঝে তা নিয়ে কোন অহংবোধ নেই। কিভাবে নিজেকে এতোটা বিনয় ও শুদ্ধতায় রাখেন? মিষ্টি হাসিতে নিরুপমা গানের মাধ্যমে জানান,

'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি...যা দিয়েছ তারই তারে অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি..'

নিরুপমা বলেন, 'জীবনে যা পেয়েছি তা হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসা। আমি সুরকে খুঁজে বেড়াই, পড়ানোর জন্য জ্ঞানকে খুঁজে বেড়াই, এই খুঁজে বেড়াতে গিয়ে নিজেকে খুব সাধারণ ও ক্ষুদ্র একজন মানুষ মনে হয়।'

সংগীতের উপর বিস্তর আলোচনার মাধ্যমে আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা। কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

চালকদের সচেতন হওয়া জরুরি

শেষ পৃষ্ঠার পর

বার্ষিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি করবে এবং মডেল বছর ২০২৯ থেকে ২০৩১ এর জন্য SUV এবং অন্যান্য লাইট ট্রাকের জন্য বার্ষিক ২ শতাংশ জ্বালানী অর্থনীতিকে বাড়িয়ে তুলবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, বাইডেনের লক্ষ্য হলো, ২০30 সালের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া সমস্ত নতুন গাড়ির অর্ধেক হবে বৈদ্যুতিক। মূলত গ্যাসোলিন চালিত যানবাহনগুলি মার্কিন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের বৃহত্তম একক উৎস তৈরি করে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বলেছেন যে, নিম্ন গ্যাস মাইলেজের মানদণ্ড গাড়ি সেক্টরকে বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিতে মনোনিবেশ করার জন্য আরও সুযোগ দেবে। তারা বলেছে যে, উচ্চতর গ্যাস-মাইলেজ প্রয়োজনীয়তাগুলি তাদের ব্যালেন্স করার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানী সঞ্চয় ছাড়াই গ্রাহকদের উপর উল্লেখযোগ্য খরচ আরোপ করবে। ৫0 শতাংশ বিক্রয়ের পরিসংখ্যান বর্তমানে বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রয়ের তুলনায়, একটি বিশাল বৃদ্ধি হবে, ২০২২ সালের ৫.৪ শতাংশ থেকে গত বছর নতুন গাড়ির বিক্রয়ের ৭.৬ শতাংশ বেড়েছে।

বৈদ্যুতিক যানবাহনের পক্ষে সমর্থন করলেও ডেমোক্রেটিক বাইডেনের গাড়ি শিল্পের সহযোগিতার পাশাপাশি অটো কর্মীদের রাজনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন, যা একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভোটিং গোষ্ঠী; কেননা তিনি নভেম্বরে পুনরায় নির্বাচনের জন্য দৌড়াচ্ছেন। ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বাইডেনকে সমর্থন করেছে তবে বলেছে যে এটি নিশ্চিত করতে চায় যে বৈদ্যুতিক যানবাহনে স্থানান্তরের ফলে চাকরির ক্ষতি হবে না এবং শিল্পটি বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং ব্যাটারি তৈরিকারী শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মজুরি প্রদান করবে।

বাইডেনের প্রতিপক্ষ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং অন্যান্য রিপাবলিকানরা বাইডেনের বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রচার, গ্রাহকদের জন্য অন্যায্য এবং সরকারী বাড়াবাড়ির উদাহরণ হিসাবে নিন্দা করেছেন। তবে, বাইডেন প্রশাসন বলেছে, নতুন মান ২০50 সালের মধ্যে প্রায় ৭0 বিলিয়ন গ্যালন পেট্রল সংরক্ষণ করবে, মধ্য শতাব্দীর মধ্যে ৭১0মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন রোধ করবে। অন্যদিকে পরিবহন সচিব পিট বুটেজেজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই নতুন মানগুলি আমেরিকানদের প্রতিবার পাম্প ভর্তি করার সময় কেবল অর্থই বাঁচাবে না বরং ক্ষতিকারক দূষণও হ্রাস করবে এবং আমেরিকাকে বিদেশী তেলের উপর কম নির্ভরশীল করে তুলবে। এই মানগুলি গাড়ির মালিকদের তাদের গাড়ির পেট্রোল খরচে $৬00 এর বেশি সাশ্রয় করবে।'

হাইওয়ে সেফটি অর্গানাইজেশন বলছে, তারা প্রবিধানগুলিকে সারিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যাতে তারা নতুন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার নিয়মগুলির সাথে মিলে টেলপাইপ নির্গমনের জন্য মানকে শক্ত করতে পারে।তা সত্ত্বেও, কোনো পার্থক্য থাকলে অটোমেকারদের সম্ভবত কঠোরতম নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেহেতু কম পেট্রল পোড়ানো হচ্ছে গ্রিনহাউস নির্গমন কমানোর দ্রুততম উপায়, তাই উভয় সংস্থাই মূলত সরকারী বিধিবিধানের জটিল বিশ্বে জ্বালানি অর্থনীতির নিয়ম নির্ধারণের দায়িত্বে রয়েছে। দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস দ্বারা ব্যবহৃত জ্বালানী অর্থনীতির পরিসংখ্যানগুলি বাস্তব-বিশ্বের ড্রাইভিং অবস্থাকে প্রতিফলিত করে যার মধ্যে বায়ু প্রতিরোধ, পাহাড় এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মতো কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একটি নেতৃস্থানীয় শিল্প গ্রুপ, অ্যালায়েন্স ফর অটোমোটিভ ইনোভেশনের সভাপতি এবং সিইও জন বোজেলা বলেছেন, মনে হচ্ছে বাইডেন প্রশাসন একটি CAFE নিয়মে অবতরণ করেছে যা অন্যান্য সাম্প্রতিক ফেডারেল টেলপাইপ প্রবিধানের সাথে কাজ করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ির বহরের দ্রুত বিদ্যুতায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া বিশ্বে সত্যিই এর প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে।

সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটির ড্যান বেকার, বাইডেনের নতুন নিয়মগুলিকে অপর্যাপ্ত বলে সমালোচনা করেছেন।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

স্বপ্নের স্টেডিয়াম: আশা ও বেদনার

শেষ পৃষ্ঠার পর

আশার প্রদীপ নিভে যেতে শুরু হলো।বিশেষ করে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় সাকিব হাসানের ব্যর্থতা ও তার আত্মবিশ্বাসের চরম অভাব ছিলো। তিনি ক্রিজে ছিলেন মাত্র ৬ মিনিট। আমাদের চরমভাবে হতাশ করলো সাকিব। তার ব্যর্থতা আমাদের হৃদয়ে এক গভীর দাগ কেটে যায়, আর আমরা ভাবতে বাধ্য হই, যারা আমাদেরকে জয় এনে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন, তাদের কি আত্মবিশ্বাস ছিল? তাদের কনফিডেন্স কি ছিলো আমাদের মতোই শক্তিশালী?

দুর্ভাগ্যবশত, তা ছিল না। তাদের কোনো আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, কোনো ছোট ভুল আমাদের বড় স্বপ্নগুলোকে ভেঙে দিলো। তারা যে ধরনের ব্যাট করলেন, তাতে আমাদের আশা ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে। তাদের পারফরম্যান্স আমাদের আশার প্রদীপকে পুরোপুরি নিভিয়ে দেয়। আমরা দেখেছি, তাদের অপ্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের চোখের সামনে আমাদের স্বপ্নের বিলীন হতে দেখেছি।

তবুও, আমরা আশা হারাইনি। আমাদের বিশ্বাস ছিলো, আমাদের দল ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে, যখন পরাজয়ের কালো ছায়া ক্রমশ গভীর হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে বেদনার ছায়া নামে। আমরা বুঝতে পারি, এই দিনটি হয়তো আমাদের জন্য নয়। খেলা শেষের পর, যখন আমরা স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসি, তখনো আমাদের হৃদয়ে ছিলো সেই বেদনা। আমরা সবাই ভেবেছিলাম, জয় আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু ভাগ্য আমাদের পক্ষে ছিল না।

এই ছিলো আমাদের আশা-নিরাশার কাব্য, স্বপ্নের ভাঙাগড়ার মর্মস্পর্শী অধ্যায়। স্টেডিয়ামের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি আসনে আমাদের স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আমাদের স্লোগানগুলো, আমাদের চিৎকারগুলো, আমাদের উচ্ছ্বাসগুলো সবই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের হার মানার নয়। আমাদের হৃদয়ে অটুট থেকে যায় আশার আলো।

তবে, এও এক শিক্ষা। এই দিনটির মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি, খেলা শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি আমাদের জাতীয় ঐক্য, আমাদের সংগ্রাম, এবং আমাদের উদ্দীপনার প্রতীক। আমাদের স্লোগানগুলো, আমাদের চিৎকারগুলো, আমাদের উচ্ছ্বাসগুলো সবই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের গভীরে অটুট থাকে সেই আশা। আমরা অপেক্ষা করি আগামী দিনের, যখন আমাদের দল বিজয়ের মুকুট পরে ফিরে আসবে। আমরা অপেক্ষা করি সেই দিনের, যখন আমরা আবারো গর্জে উঠবো, চিৎকার করবো, স্লোগানে মুখরিত হবো।

আমরা জানি, আমাদের আশার প্রদীপ কখনোই নিভে যাবে না। খেলা আমাদের জীবনের অংশ, আমাদের স্বপ্নের অংশ, এবং আমাদের হৃদয়ের অংশ। আমাদের দল হয়তো হেরেছে, কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস, আমাদের উদ্দীপনা অটুট থাকবে। আগামী দিনগুলোতে, আমরা আবারো নতুন করে স্বপ্ন দেখবো, এবং হয়তো একদিন আমাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হবে। খেলার মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি ধৈর্য, শিখেছি কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়। আমাদের দল হোক জয়ী বা পরাজিত, আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকবো, তাদের সাথে এগিয়ে যাবো নতুন নতুন স্বপ্নের পথে।

এভাবেই আমাদের খেলা, আমাদের স্বপ্ন, এবং আমাদের ভালোবাসা অবিরাম চলতে থাকবে, আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনকে রঙিন করে তুলবে। আমাদের দলকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন আবারো নতুন করে শুরু হবে, আর একদিন সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ নেবে। আমাদের দল, আমাদের দেশ, আমাদের ভালোবাসা - এ সবকিছুই মিলে আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা কখনো হার মানবো না, কখনো থামবো না। আমরা সবসময় এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। আমাদের স্বপ্নের পথে, আমাদের ভালবাসার পথে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | EUROPE | BANGLADESH
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

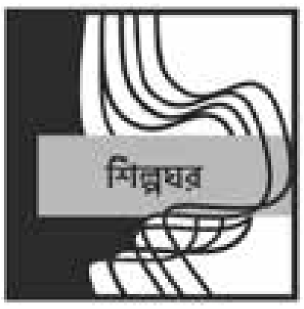

মানব সভ্যতার বহু আগেই চিত্রকলার আবিরভাব ঘটে গুহাযুগে। প্রাগৈতিহাসিক মানবরা তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস এবং প্রকৃতির চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গুহার দেওয়াল এবং প্রাকৃতিক শিলায় আঁকা শুরু করেছিলেন। এগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবন, শিকার, প্রাণী এবং প্রতীকীর বিভিন্ন চিত্র ধারণ করতো। বিভিন্ন গুহাচিত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা প্রধানত শিকারকালে সফলতা কামনা, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের প্রকাশ, এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসব চিত্রকর্ম আঁকতেন। এসব চিত্রকর্ম প্রাচীন মানবজাতির সৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তার বিকাশের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আজকের দিনেও গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পকলাকে আমাদের সৃষ্টিশীলতা ও ভাবনার একটি রঙিন পরিচয় বলা যায়, যা বিভিন্ন চিত্র, মূর্তি, অঙ্কন, গান, নৃত্য, নাট্য, আধুনিক ও প্রাচীন কার্যকলার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।শিল্পকলার মাধ্যমে আমরা সমাজের বিশিষ্ট সংস্কৃতি, চিন্তা, ধারণা, এবং অভিজ্ঞতগুলোকে উপস্থাপন করতে পারি। এটি

আমাদেরকে নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, চারপাশের বিশ্বকে আরও ভালোভাবে বুঝতে দারুণ ভূমিকা রাখে। চিত্রশিল্পীরা কখনো শখের বসে শৈল্পিক কাজটিতে জড়িত হোন। আবার কখনো এটি তাদের পছন্দের কিছু করতে এবং অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যমে হয়ে উঠে। আমরা ইতিহাস রেখে আজ মনোযোগ দিব আমাদের দুইজন চিত্রশিল্পীদের দিকে, কানিজ হুসনা আকবরী এবং চিত্রশিল্পী ফারহানা ইয়াসমিন যাদের শৈল্পিক কাজ ও ভাবনার অনুরণনে আপনারাও মুগ্ধ হবেন। আশাকরি 'শিল্পঘর' এর আজকের মূল্যায়নটি আপনাদের ভালো লাগবে। **—রোকেয়া দীপা।**

ফারহানা ইয়াসমিনের জীবন পুনরুদ্ধার চিত্রকর্ম

"শিল্প জীবনের কোনো গল্প কিংবা অভিজ্ঞতা নয়, শিল্প নিজেই এক এবং একাধিক জীবন। শিল্পীরা মানুষের ভেতরের কথা বলে, সহজ করে আত্মার কথা বলে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি সেই চেষ্টায় করে আসছি"-চমৎকার ভাবনাটুকু কথার ফুলঝুরিতে প্রকাশ করেছেন চিত্রশিল্পী ফারহানা ইয়াসমিন।

২০১৯ সাল থেকে ফারহানা ইয়াসমিন এর প্রবাস জীবন শুরু। এরই মধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন এসেছে: করোনা মহামারী, যুদ্ধ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাবে প্রায় প্রতিটি মানুষের দম বন্ধের অবস্থা। ইতিহাসের পাতায় দেখা গেছে এমন মহামারি, সামাজিক বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ নিয়ে শিল্পীরা সময়েকে ধরে রেখেছেন তাদের কাজের মাধ্যমে। ফারহানা ইয়াসমিনও চেষ্টা করেছেন সে সময়কেই তার ছবিতে তুলে ধরতে।

ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, '২০২২ সালে Jamaica Centre for Arts & Learning-এ করোনা ভাইরাস সময়কালীন আমার আঁকা চারটি শিল্পকর্ম ও চারটি ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী হয়। বর্তমানে আমি সৃজনশীল অভিজ্ঞতা এবং শিল্পের প্রতিফলনের জায়গা থেকে ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য আশা, শক্তি এবং আনন্দ নিয়ে কাজ করছি। ক্যান্সারের সাথে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক এবং সামাজিক প্রভাবগুলো সমান ভাবে জরুরি যা আমাদের সমাজ সহজ ভাবে নেয় না। ক্যান্সার মানেই মনে করা হয়, জীবন এখানেই শেষ। কিন্তু মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং যত্নের চেষ্টাই আবার ফিরিয়ে আনতে পারে কারো উজ্জ্বল জীবন। তারই ধারাবাহিক কাজ করে যাচ্ছি 'The woman and her Goldren Rose'-! যদিও প্রতিটি ব্যক্তির যাত্রা অনন্য, ভিন্ন যেখানে কষ্ট আছে, আছে নিভে যাওয়া সম্পর্কে জীবন জয় এর গল্প, আনন্দের স্মৃতি বা কোন উদ্দেশ্য আছে। আর এই উদ্দেশ্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলে পরিস্থিতির পরিবর্তন করে জীবন জয়ের গান গাইতে পারে-এমন সব মনোভাব চিত্রই আমার ক্যানভাসে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।'

নারীদের নিজের প্রতি সচেতনতার অনিহা এবং ক্যান্সার সারভাইভাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নারীরা তাদের নিজেদের ব্যাপারে সচেতন থাকেন না বা থাকা হয়ে ওঠে না। আমার দেশের অনেক নারীকে কাছ থেকে দেখেছি যারা পরিবারের সবার যত্ন নিচ্ছে কিন্তু নিজের বেলায় তেমনটা দেখা যায় না। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো ক্যান্সার। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২০ সালে প্রতি ছয়জনের মৃত্যুর মধ্যে একজনের মৃত্যু ক্যান্সারের কারণে হয়েছে। প্রতি দুইজনের একজন তাদের জীবদ্দশায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং এতে পুরুষের সংখ্যা নারীদের থেকে দ্বিগুণ। তাই জীবনের প্রতি দৃষ্টি সদা সুন্দর করতে, সোনালি গোলাপের মতো উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা স্বরণ করে পুনরায় বাঁচার প্রচেষ্টা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার ক্যানভাসে।'

ক্যান্সার সারভাইভাল সিরিজের কাজগুলো নিউইয়র্ক আর্টিস্টরা গুরুত্বের সাথে দেখছে বলে জানান ফারহানা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, '২০২৩ সালে Jamaica centre for Arts & Learning-এ 'Identity: I in Mirror' শিরোনামে প্রদর্শনীতে The woman and her Goldren rose সিরিজের কাজ প্রদর্শনী হয়। ছবিগুলো এক্রাইলিক কালারে ক্যানভাসে আঁকা। নারী মুখ এবং গোলাপের কম্পজিশন করা, মুখের মধ্যে আছে বাঁচার আকুতি, আনন্দের প্রতিচ্ছবি, জীবন উপভোগের সুখ ও চোখে আছে দৃষ্টি আকর্ষণের মন্ত্র। সম্প্রতি 'EI Barrio's Artspace PS-109, 2024-এ এই একই সিরিজের আরো একটি প্রদর্শনী হলো। সেখানে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা এবং দরর্শকরা আমার শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। নিউইয়র্ক থাকার সুবাদে বিশ্বের বিভিন্ন আর্টিস্টদের কাজ দেখার সুযোগ হয়। তাদের কাজ, কালচার সম্পর্কে জানা হয় এবং আমার কাজ, দেশ, জাতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্বের সাথে জানাতে পারি। এরইমধ্যে বেশ কিছু ভিন্ন দেশী আর্টিস্ট বন্ধু হয়েছে তাদের সাথে কাজ করছি। তাদের স্টুডিওতে আড্ডা দিচ্ছি, যার মাধ্যমে শিল্পের আদান প্রদান গভীর হচ্ছে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশী শিল্পীদের গ্রুপ 'আর্টিস্ট ফোরাম' শিল্পীদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ ও প্রদর্শনী করে আসছি আমি।'

বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৯৮০ সালে জন্ম ফারহানা ইয়াসমিনের। সেখানেই তার বেড়ে ওঠা। গ্রাম খুব ভালো লাগে ফারহানা ইয়াসমিনের। দাদা-নানা বাড়ির সূত্রেই গ্রাম উপভোগ করেছেন ফারহানা ইয়াসমিন প্রাণ ভরে।আঁকাআঁকির শুরুটা নিয়ে তিনি বলেন, 'মাটির সাথে খেলেছি আমি।

সবুজের সাথে পাখির মতো ডানা মেলে ভেসেছি, নীল আকাশে সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সাথে পানিতে ডুবেছি, গায়ে সরিষা ফুলের গন্ধ মেখেছি, শাপলা তুলেছি, মাছ ধরেছ, ডিঙ্গি নৌকা বেয়েছি। ছেলেবেলার সব আনন্দ উপভোগ করেছি আমি। বাসায় এসে এইসবই ছবি হয়ে যেত। ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালোবাসতাম, কিন্তু সে সময় চুয়াডাঙ্গাতে কোন ছবি আঁকার স্কুল ছিলো না। নিজের চেষ্টা ও চর্চার ফলে ভালো আঁকতাম, স্কুলে বেশ সুনাম ছিলো। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখায় আট শিক্ষক হিসেবে বাচ্চাদের আঁকা শিখাতাম। ১৯৯৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি হই এবং অনার্স শেষ করি। পরবর্তীতে ঢাকা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের UODA থেকে মাস্টার্স শেষ করি ২০০৭ সালে। তারপর পাঞ্জুরী পাবলিকেশনে কিশোর ক্লাসিক বইয়ের প্রচ্ছদের কাজ করেছি দীর্ঘ দিন। আমি মনে করি ডিজিটাল মিডিয়ার আমাদের জন্য আশীর্বাদ। খুব সহজে একটা ইমেজ বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। এর ব্যবহার করেই আমার শিল্পকর্ম খুব সহজে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি। মানুষ আমার ছবি দেখেছে এবং সংগ্রহ করেছে। দেশে- প্রবাসে আমার অনেক ছবি শিল্প প্রেমীদের সংগ্রহে আছে।'

তিনটি একক প্রদর্শনী করেছেন ফারহানা ইয়াসমিন। প্রথম প্রদর্শনী হয় UODA ক্যাম্পসে ২০০৬ সালে। যাত্রা বিরতি গ্যালারিতে ২০১৮ সালে "Surrounding Faces" শিরোনামে প্রদর্শনী হয়। ২০১৯ সালে EMK Center এ "EVANESCENCE" শিরোনামে তৃতীয় একক প্রদর্শনী হয়।এছাড়াও বিভিন্ন গ্রুপ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তিনি, জাতীয় পর্যায়ে এবং এশিয়ান আর্ট বিয়েনালেও প্রদর্শনী করেছেন।

চিত্তাকর্ষক অনুপ্রেরণামূলক চিত্রকর্ম নিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের মুখের ছবি আঁকতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, বিশেষ করে নারীদের ছবি। নারীদের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাওয়া-না পাওয়া, বিষয়গুলো যেন আমার ভেতর থেকেই আসে। নারী মুখেই আমি দেখতে পাই বিমূর্ত, স্বপ্ন, স্বর্গ, বীরাঙ্গনা, শক্তি, রুপ, প্রেম, মমতা ,স্নেহ , বাংলার গন্ধ, জীবন শক্তি। আমার মা, বোন বা মেয়ের গল্পগুলো নিয়ে আমার জীবন্ত ক্যানভাস। আমি যা অনুভব করি তা প্রায় সব নারীর অনুভূতি। আমি দেখে দেখে মুখ আঁকতে পছন্দ করি না। আমার ভেতরের লালিত মুখগুলো মানুষের সামনে তুলে আনি ক্যানভাসের মাধ্যমে। আর আমার মনে হয় এটাই এক ধরনের বিমূর্ততা।'

ফারহানা ইয়াসমিন সিরিজ কাজ করতে ভালোবাসেন। তিনি বলেন, 'একটা বিষয় নিয়ে অনেক ভাবে, অনেক দিন ধরে কাজ করি।সবচেয়ে ভালো লাগে তেল রং এ ছবি আঁকতে। এক্রাইলিক, চারকোল,জলরঙ, মাধ্যমেও কাজ করি। বিভিন্ন নিরীক্ষা, ধর্মীয়, ফটোগ্রাফি, performance Art করে থাকি আমি। বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে আমার বেশ অনেকগুলো জনপ্রিয় কাজ আছে যাদেরকে আমরা সবাই কল্পনা করেছি কিন্তু চোখে দেখিনি। যেমন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তী, কমলার মুখশ্রী, লাবণ্য, মিনি, কাজল রেখা, সুভা, বলির পত্র, নজরুল ইসলামের নার্গিস, বুলবুল ইত্যাদি।'

কোভিড-১৯ যখন পুরো বিশ্বকে লকডাউনে ফেলে দিল, বদলে গেল চিরচেনা সমাজ ব্যবস্থা, মানুষ থেকে মানুষের দুরত্ব, চার দেয়ালে বন্দি হলো স্বাধীন মানুষ আর ঘরের বাইরে যাওয়া হয়ে উঠল আতঙ্কের এবং সারা বিশ্ব দেখছিল সেই মৃত্যুর তাণ্ডব, এমন সময়ে ভীত হলেও থেমে থাকেননি ফারজানা ইয়াসমিন। তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন। ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, 'আমি যা দেখছিলাম, যা শুনছিলাম, যা অনুভব করেছিলাম সে সময়, তা-ই নিয়ে কাজ করেছি নিয়মিত। সচেতনতা জন্য মাস্ক পরিহিত অনেক ছবি এঁকেছি। মৃত্যুর সারি, গর্ভবতী নারী, শারীরিক-মানসিক সমস্যা নিয়ে ছবি এঁকেছি। চেষ্টা করেছি সময়কে সামলে জীবন চলার পথকে সহজ করতে। আমার মনে হয় এই সময়ের কাজগুলোই বিশ্বে ইতিহাস হয়ে থাকবে।'

সবশেষে ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, 'আদি কাল থেকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আমরা সবাই জানি বিশ্বে এখন কোথায় কোথায় যুদ্ধ চলছে। সাদার পাশে যেমন কালো, ভালোর পাশে তেমন মন্দ। রাতের যেমন দরকার দিনের, তেমনি প্রয়োজন শান্তির। অশান্তিকে আমরা কখনো চাই না। আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। হিংসা, হিংস্র বারুদের বোমা না হয়ে ফুলের বোমা আমাদের সুগন্ধি ছড়াক জাত ভেদাভেদ নির্বিশেষে। যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে মিশ্র মাধ্যমে আমার আঁকা সিরিজের নাম GrayWar (ধূসর যুদ্ধ) যেখানে কিছুই দেখা যায় না। না সাদা না কালো শুধুই ধূসর।'

শিল্পভাবনা নিয়ে চিত্রশিল্পী কানিজ হুসনা আকবরী

কানিজ হুসনা আকবরী বেড়ে উঠেছুন রাজশাহী শহরে। বর্তমানে বাস করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে।একজন আর্ট টিচার হিসেবে আকবরী নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে পরিচিত সংগঠন Bangladesh Institute of Performing Arts - BIPA-তে যুক্ত আছেন।

খুব ছোটবেলা থেকেই আকবরী ছবি আঁকেন। তিনি বলেন, 'প্রথম আমার আম্মুকে দেখে, তারপর আমার সেজো বোন সাইফুন নেছার হাত ধরে শিশু একাডেমি যেতাম।রাজশাহী জেলার শ্রেষ্ঠ শিশু সংগঠন কিশোর কুঁড়ির মেলার রংতুলি একাডেমিতে আমি প্রথম ছবি আঁকা শুরু করি। তারপর ত্রিমনি আর্ট স্কুলে। রাজশাহী শিশু একাডেমি থেকে পুরস্কার পেয়েছি বহুবার। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল আর্ট কলেজে পড়ার। আমার 'এসএসসি' বছরেই আর্ট কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ হয়ে গেল। রাজশাহী কলেজ থেকে 'এইচএসসি' শেষ করি। আম্মুর সাপোর্ট সবচেয়ে বেশি ছিল। আব্বু ভাবতেন আর্টের ওপর পড়ে ভবিষ্যত কি হবে! এরই মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার সময় এলো। আব্বুর ইচ্ছা ছিল না প্রথমে। চারুকলা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাই পঞ্চম স্থানে। প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় আবারও পঞ্চম স্থান পেয়ে 'ড্রইং এন্ড পেইন্টিং' বিষয়ে অনার্স করি এবং 'পেইন্টিং'-এ মাস্টার্স প্রথম স্থান পেয়েছিলাম। রাজশাহী চারুকলা থেকে আমিই প্রথম মেয়ে এই স্থান অর্জন করি। সেই কারণে দেশের বিভিন্ন জাতীয় খবরের কাগজে আমাকে নিয়ে নিউজ আসে। বাংলাদেশে থাকাকালীন একাডেডিক এবং অন্যান্য অনেক প্রদর্শনীতে অংশ নিই। অ্যাওয়োর্ডও পেয়েছি। এরপর এমফিল শুরু করলেও সেই বছরই আমি আমেরিকায় চলে আসি।'

আমেরিকা পাড়ি দিয়েও স্বপ্ন থেমে যায়নি আকবরীর। তিনি বলেন,'নিউইয়র্কে এসে কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে নিজেকে নতুন পরিবেশে নতুন করে সাজাতে হয়েছে। তবুও স্বপ্ন ছিল-ছবি আঁকার, যতো ব্যস্ততাই থাকুক।আবার ভর্তি পরীক্ষায় CUNY-তে York College-এ চান্স পেলাম। International Art Day-এ প্রদর্শনী হলে এদেশে প্রথম প্রদর্শনীতে তিনটা বিষয়ে অংশ নেই- পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি এবং ড্রেস ডিজাইন ও হ্যান্ডপেইন্ট। ছবি আঁকাতে হবে সেটাই আমার স্বপ্ন।'

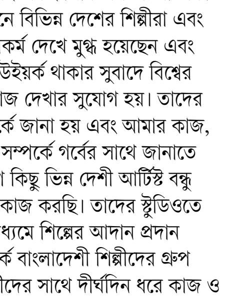

আকবরী বলেন, 'বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে শিল্পকলার বড় একটা অংশ চিত্রকলা ও শিল্পকর্ম। বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এই ডিজিটাল যুগে আমরা শিল্পীদের শিল্পকর্মগুলো দেখতে পাচ্ছি। যোগাযোগ করছি, প্রদর্শনী করছি, একে অন্যের সাথে সোসাল মিডিয়ার কারণে বন্ধু হয়ে নিজেদের চিত্রকলা ও শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে পারছি।'

একজন আর্ট টিচার হিসাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তোলে ধরছেন তিনি বাংলার সংস্কৃতি। আকবরী বলেন, 'আমার ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছে। তাদেরকে ছবি আঁকার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা, প্রকৃতি, ফোক আর্ট সহ আমেরিকা ও বিশ্বের আর্ট হিস্ট্রি ও মর্ডান আর্ট এর ওপর ক্লাস নেই। শিশু থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত তারাই আমার ক্লাসরুমে রঙ তুলিতে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের শিল্পকে তুলে ধরছে। আমিই প্রথম যে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের আর্ট প্রদর্শনী করে চলেছি নিউইয়র্কে।'

আকবরীর চিত্রে থাকে বৈচিত্রময় সব থিম। তিনি বলেন, 'আমার ছবি আঁকার নিজেস্ব বিষয় হিসেবে প্রকৃতির রঙ ও রূপ চলে আসে। যেমন-ল্যান্ডস্কেপ-গাছের ভেতরের রূপ রঙ, কান্নার চোখ, ছায়া, ফল-পাতা, নারীর আকারে চলে আসে। প্রেম ভালোবাসা, বিয়ে, রাগ, অভিমান, মা ও শিশু এসব থিমগুলো থাকে। একজন নারীর মা হওয়ার স্বপ্ন, মা হওয়ার আগের চিন্তা চেতনা, গর্ভকালীন শারীরিক পরিবর্তন, শিশুকে কোলে পেয়ে পরিপূর্ণতা, আবার কোনো নারীর সন্তান ধারণ করেও মা না হতে পারার আত্মগোপন চিৎকার-সেই কাঁটাময় যন্ত্রণার সময়কে আমি রঙ তুলিতে ফুঁটিয়ে তুলি।'

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিরিজ করতে ভালো লাগে আকবরীর। তিনি বলেন, 'পুতুল খেলা, আরও একটা সিরিজ আছে আমার, সেই পেইন্টিংগুলোর মাঝে ফেলে আসা মেয়েবেলাকে খুঁজি। বাংলাদেশের ফোক আর্ট নিয়ে অনেক কাজ করেছি। আমাদের নিজেস্ব একটা ধারা রঙ রূপ আছে, সেটাকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করাই উদ্দেশ্য। প্রতিটা পেইন্টিং-এ একটা

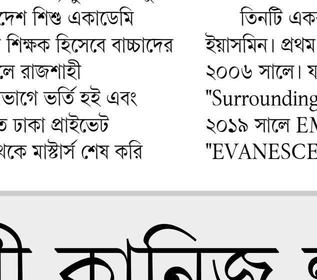

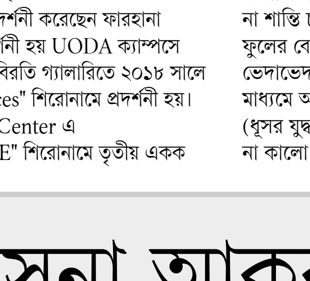

গল্প, একটা কবিতা, জীবনের বয়ে চলা সময়কে ধারণ করি। আমার চারপাশের ঘটে যাওয়া অথবা নিজের চলার পথের বিষয় নিয়ে ভাবনাগুলো সাদা ক্যানভাসে তুলে ধরতে চেষ্টা করি।'

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিল্পীদের কাজগুলো গ্যালারিতে ও সোস্যাল মিডিয়ায় দেখতে পছন্দ করেন আকবরী। তিনি বলেন, ' প্যানডামিক এর সময় ঘরে বসে অনলাইনে ওয়ার্কশপ করেছি, প্রদর্শনী করেছি। সেই সময়ের ভয়াবহ ঘরবন্দি জীবন, চারিদিকে অসুস্থতা আর পরিচিত অপরিচিত মানুষের চলে যাওয়া নিয়ে যে কষ্ট, রঙে রূপে তা ধারণ করা কঠিন, তবুও চেষ্টা করেছি। ঘরবন্দি জীবন, দরজা-জানালার ওপাশে ভিন্ন এক জগত-যেন ভেতরের আমিকে অসহায় সময়ে বাঁচিয়ে রাখার এক লড়াই, সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা।'

সবশেষে তার এই যাত্রা পথের সহযোগিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমার জীবনের প্রতিটি শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, ওনারে আমাকে শিখিয়েছেন। বন্ধুদের অনেক অনেক ভালোবাসা যারা পাশে থেকে একসাথে ছবি একেঁছে। প্রতিযোগীতা ছিল না নিজেদের মধ্যে তাই আজও একসাথে শিল্পের আড্ডা চলে। পরিবারের ও প্রিয়জনের সহযোগিতা না থাকলে সুন্দর ভাবে পড়াশুনা শেষ করতে পারতাম না। হয়তো স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু সাদা ক্যানভাসে রঙ রূপ দিতে পারতাম না। রাজশাহী চারুকলার সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, মনে হয় আজকের আমি হওয়ার পেছনে সবার অবদান রয়েছে।'

আকবরী পেন্সিল, জলরং, এক্রেলিক, ওয়েল প্যাস্টেল, মিক্সমিডিয়ার মতো মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন। আমেরিকায় অনেক প্রদর্শনী ও আর্ট ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। এখনো মাঝে মধ্যে বিভিন্ন উৎসব ও ওয়ার্কশপে অংশ নিচ্ছেন, প্রদর্শনী করে চলেছেন। এদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি আর্টিস্টদের সংগঠন 'Bangladeshi American Artist Forum'-এর সদস্য তিনি। এখানে আর্টিস্টরা নিয়মিত ছবি আঁকেন, শিল্পকর্ম করেন। একজন শিল্পী হিসাবে নিজের কাছে এবং দেশের প্রতি দায়বোধ থেকেই সামনের দিনগুলোতে রঙ ও তুলি নিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে চান কানিজ হুসনা আকবরী।

মোহনীয় আঁধার কাটবে কবে

শেখর ভট্টাচার্য

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর মাঝে মাঝে মনের ভেতরে এক একটি গান এসে ঘোরা ফেরা করতে থাকে। সারা দিন নানা কাজের ফাঁকে সে গানটি আর ছেড়ে যেতে চায়না । মনে মনে সারাদিন গানটি ভাজতে থাকি। মধ্য বয়স পেরিয়ে যাওয়া মানুষ, তাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল দর্শনে আশ্রয় লাভ করে শান্তি খুঁজে পাই। রবীন্দ্রনাথের গান হলে পূজা, প্রার্থনা, প্রকৃতি কখন কোন পর্যায় এসে অন্তরে প্রবেশ করে তা' বুঝতে পারিনা।রবীন্দ্রনসঙ্গীতে এই ভাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্বের গানকে কখনো মনে হয় প্রকৃতি পর্যায়ের আর প্রকৃতি পর্যায়ের গানকে মনে হয় প্রেম পর্যায়ের। এই মনে হওয়াটা সম্পূর্ণ শ্রোতার সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরে যাদের নিত্য যাওয়া আসা নেই তারা যখন শুনেন, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চির দিন কেন পাইনা। কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয়না", মনে হয় সংগীতটি অবশ্যই প্রেম পর্যায়ের। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গানটি প্রার্থনা পর্যায়ের। গানটিকে যারা প্রেম পর্যায় বলে চিহ্নিত করেন তাদের দোষ নেই, যদিও প্রার্থনা, পূজার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এটিও ঈশ্বরের সাথে প্রেমের গানও বটে। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থান করে দেয়ার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের উচ্চ দর্শন চিন্তার প্রতিফলন আছে।

এতোটুকু লেখা পড়ে অনেকেই মনে করতে পারেন লেখাটিতে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে কোন বিশ্লেষণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে ,এরকম ভাবনা যারা ভাববেন তারা কিঞ্চিত হতাশ হবেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এই সঙ্গীত প্রার্থনার মতো যেনো অন্তরে গেঁথে গেছে। মানুষের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা যখন সকল সীমানা ছাড়িয়ে যায়, তখন মানুষ আশ্রয় খুঁজে সঙ্গীত, শিল্পকলায়, অন্তত সংবেদনশীল মানুষেরা তাই করেন। সম্প্রতিকালে বিশ্ব জুড়ে বাঙালির একমাত্র দেশে যে সব নিষ্ঠুর কর্মকান্ড ঘটে চলেছে তা' গভীর ভাবে অবলোকন করলে মনে হয়, এ জাতি বেলাগাম, বেনজীর কান্ড ঘটানোর জন্য দেশটি স্বাধীন করেছিলো।রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর দর্শনে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, মেঘ হৃদয় আকাশে জমাট বেঁধে ঈশ্বরের সাথে মিলনে বাঁধ সাধে, এবং গভীর আবেগে তিনি এ'কারণে গীতি কবিতা লিখে ঈশ্বরকে নিবেদন করেন। আমাদের বঙ্গদেশে ক্রমাগত ভাবে যে সব লোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে হয়তো সময়ের নিষ্ঠুর বেদনা থেকে মুক্তি পেতে বলতেন, মেঘ যেন হৃদয় এবং নয়নে এসে জমাট বেধে থাকে, যাতে মানুষ এই নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করতে না পারে। এরকম কী প্রার্থনা সঙ্গীত হতে পারে? হতে পারে, মানুষ বিপদগ্রস্থ হলে সব বিষয়ই প্রার্থনার বিষয় হয়ে যায়।

আমাদের দেশে জাদুকরী উপায়ে সম্পদ, ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে গেছে কতিপয় মানুষের হাতে।সম্পদ ও ক্ষমতা ক্রমাগত আয়ত্বে আসার পরও ভোগ তৃষ্ণার নিবারন নেই।আরও সম্পদ, আরও ক্ষমতা তাদের চাই আর এ'জন্য একটি শান্তি প্রিয়, কোমল মানসিকতা সম্পন্ন প্রান্তিক মানুষের সমাজকে তারা বিশৃঙ্খল এবং ভারসাম্যহীন করে ফেলছেন নানা উপায়ে। অপশাসনের মাধ্যম প্রান্তিক মানুষদের উপর ক্রমাগত শোষন প্রক্রিয়া তো চলছেই, এবার শুরু হয়েছে ক্ষমতাশালীদের মধ্যে দ্বন্ধ, সংঘাত।কারা এই ক্ষমতাশালী? যারা ক্ষমতা বলয়ের খুব কাছে অবস্থান করে "ক্ষমতা ঘর" থেকে ক্ষমতা সঞ্চয়্য করার নিশ্চিত পথ খুঁজে পেয়ছেন তারাই নানা ভাবে সম্ভাবনাময় জাতির ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলছেন।

পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে যদি একভাগে শোষক আর অন্য ভাগে শোষিতরা অবস্থান করেন, জাতির পিতা বলেছিলেন আমি সব সময় শোষিতের পক্ষে অবস্থান করবো। ধর্মীয় শ্লোকের মতো জাতির পিতার নাম উচ্চারণ করে তারা শোষিতদের পক্ষই শুধু ত্যাগ করেননি মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও কেড়ে নিচ্ছেন। রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন হচ্ছে নানা ভাবে, তারা যেখানেই বাঁধা পাচ্ছেন সেখানে পেশী শক্তি ব্যবহার করছেন। জনপ্রতিনিধি এবং তার বলয় আন্তর্জাতিক সোনা চোরাচালানী সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত এবং এ'নিয়ে প্রতিবেশী দেশে একশন ফিল্মের মতো আমাদের একজন জনপ্রতিনিধি খুন হওয়ার ঘটনা জেনে সচেতন, দায়িত্বশীল নাগরিকবৃন্দ মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারেন বলে আমার মনে হয়না, তবুও আমরা সমস্ত নিষ্ঠুরতা হজম করছি। নীরবতার সংস্কৃতি যেখানে সক্রিয় সেখানে সকল অঘটনই প্রত্যাশিত হয়ে যায়।ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে, পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত এবং তার দেশী সহচর।

> অদ্ভুত আঁধারে যে দহন কালের সৃষ্টি হয়, সে দহন কাল কী অনন্ত সময়ের ঘেরে বন্দী হয়ে যায়। সাময়িক ভাবে তাই মনে হয়। লুন্ঠন-কারীরা যেখানে সমাজ নেতা, রাজনীতির কর্ণধার, ধর্মের ধ্বজাধারী তারা এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে যেন নেমে আসা "অদ্ভুত আঁধার"এর মত উপযুক্ত পরিবেশ কোন কালে কেউ কখন দেখেনি।

সাধারণ কোন "গঙ্গা রাম তেলী" নয় খুন করা হয়েছে জাতীয় সংসদের একজন সাংসদকে। দেহকে প্রথমে কয়েক ভাগ করে হাড্ডি থেকে মাংস পৃথক করা হয়েছে। মাংসকে সুটকেসে করে নিয়ে পাব্লিক টয়লেটে নিয়ে আসা হয়। হাড্ডি থেকে মাংস পৃথক করে সে মাংসে হলুদ মেখে মানুষের খাবার মাংসের রূপ দেয়া হয়। মাংসকে হলদে করার কারণ হলো পথে কোন মানুষের জেরার মুখে পড়লে যেন বলা যায় এটি বিয়ে বাড়ির খাবার উপযোগী রান্নার মাংস। বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বিবিসিকে বলেছেন "অপরাধীদের উদ্দেশ্য ছিল এমনভাবেই গুম করা যাতে করে কেউ কোনও দিন তার অস্তিত্ব খুঁজে না পায়"।শুনা যায় সাংসদের শরীরের ভাগ করা মাংস সেনিটারি ল্যাট্রিনে ফেলে ফ্ল্যাশ করে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিলো।

বেনজীর, বেলাগাম এসব ঘটনা একটির পর আর একটি ঘটে আমাদের অনুভূতীকে ধারহীন করে ফেলছে। একটি ঘটনা ঘটে এরপর ঘোরলাগা মেঘ এসে ভর করে চেতনার ওপর, ভয়ংকর কালো মেঘ যখন চেতনার আকাশ ঢেকে দেয় তখনি শুনা যায় কল্পনার সীমা অতিক্রম করা আর একটি ঘটনা। কারা এসব ঘটাচ্ছেন? ঘটনার পর পর "কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা, তদন্ত কমিটির মাধ্যমে সব অপরাধীকে চিহ্নিত করে সাজা দেয়া হবে।" এসব আলোচনা চারদিক থেকে ধেয়ে আসে। এসব মেকী হুমকীর মাজেজা অপরাধীরা খুব ভালো বুঝতে পারেন। সিলেটে বেশ কয়েক বছর পূর্বে একজন পুলিশ অফিসার একজন তরুণকে পুলিশ হেফাজতে নির্মম ভাবে পিটিয়ে হত্যার পর ভারত সীমান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে উর্ধতন এক পুলিশ কর্মকর্তার কাছে সেলফোনে তার করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ চান। পরামর্শটি আমরা শুনতে পেয়েছিলাম ফাঁস হওয়া ভিডিও থেকে। বড় উপযোগী, যুৎসই পরামর্শ দিয়েছিলেন উর্ধতন, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। তিনি বলেছিলেন, "তুমি অপেক্ষা করো আরও কিছু সময়, এক সময় সব ঠান্ডা হয়ে যাবে অন্য দশটি ঘটনার মতো, তখন নীরবে চলে এসো। পারলে সীমান্ত অতিক্রম করে গা ঢাকা দেও।" ঘটনা যতোই নির্মম হোক অপরাধীরা জানে এক সময় সব কিছু "ঠান্ডা" হয়ে যাবে। তারা ফিরে আসবে,প্রভুদের ছত্র ছায়ায়।

এই যে অপরাধ সংঘটন, পত্র পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন, সামজিক মাধ্যমে সাময়িক হৈচৈ, তদন্ত কমিটি গঠন, অপরাধীদের সাময়িক প্রস্থান তার পর ফিরে আসা অথবা প্রবাসে অবস্থান। সংঘটিত অপরাধের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বৃত্ত এখন সকল শ্রেণির মানুষের কাছে খুব পরিচিত। মনে হয় আমাদের নাগরিকেরা জীবনানন্দের মতো জানেন, "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা/যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই/ পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"

অদ্ভুত আঁধারে যে দহন কালের সৃষ্টি হয়, সে দহন কাল কী অনন্ত সময়ের ঘেরে বন্দী হয়ে যায়। সাময়িক ভাবে তাই মনে হয়। লুন্ঠনকারীরা যেখানে সমাজ নেতা, রাজনীতির কর্ণধার, ধর্মের ধ্বজাধারী তারা এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে যেন নেমে আসা "অদ্ভুত আঁধার"এর মত উপযুক্ত পরিবেশ কোন কালে কেউ কখন দেখেনি। এর থেকে সৃষ্টি হয় মোহনীয় নীরবতার সংস্কৃতি। এই সুবর্ণ ভূমিতে বারবার আঁধার নামে, কমনীয়, মোহনীয় রূপ নিয়ে। মানুষ গভীর নিদ্রা থেকে আবার জেগে ওঠে।জেগে ওঠা বাঙালির অমিত তেজে দেখেছে ঔপনিবেশিক শক্তি। দেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের বন্ধুরাষ্ট্র সমূহ, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক, পাকিস্তানী শাসকের দল। হাতের লাঠি যখন দেশ প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান হয় স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, সপ্তম নৌবহর ফিরে যায় বাংলার সীমানা থেকে। শুভশক্তি সম্পন্ন মানুষ আশাবাদী, গহিন গ্রাম থেকে প্রান্তিক মানুষেরা অজস্র নুরলদিন কে নিয়ে জেগে উঠবেন। আঁধার কেটে পূর্ব দিগন্তে সাহসী সুর্যের দেখা পাওয়া যবে। ঝক ঝকে স্বচ্ছ আকাশে আমাদের পতাকা ওড়বে পত-পত করে।

পিতৃকথা

কাকন রেজা

হুমায়ূন আহমেদ তার লেখা 'বিদায় বন্ধু'তে নিজ বাল্যকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাবার কথা বলেছেন। অসম্ভব ভালো লাগার সে কথা। তার পিতা অত্যন্ত ভাগ্যবান একজন মানুষ, যার সন্তান তাকে এতো ভলোবাসায় স্মরণ করেছিলেন। হুমায়ূন বাবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্লাস সিক্সে তার ফেল করার ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন,' ফেল করার সংবাদ বাসায় কীভাবে দেব, এই আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁদছি। বাবা কিছু বলবেন না আমি জানি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে পুত্র-কন্যাদের গায়ে হাত তোলা দুরে থাকুক, ধমকও দেননি। কিন্তু মা অন্য জিনিস। তিনি মেরে তক্তা বানিয়ে দেবেন।' কী ভালোবাসা বাবার প্রতি, পিতার প্রতি। কী চোখ ভেজানো বর্ণনা। অবশ্যই হুমায়ূন আহমেদের বাবা একজন ভাগ্যবান মানুষ। হুমায়ূন আহমেদ নিজেও ভাগ্যবান।তাকেও স্মরণ করে তার সন্তানেরা ভালোবাসায়, ভালো না বাসার কারণ থাকা সত্বেও।

আমার বাবার কথা বলি। সাংবাদিকতা শুরু করেছি। নিজেকে সামলানোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মাঝে-মধ্যে রাতে বাসায় ফিরতে দেরি হয়। একদিন বেশ দেরি হলো। বাসার সামনে আসতেই দেখি, রাস্তায় বাবার অস্থির পায়চারি।বললাম, বাইরে কেনো? বললেন, খাবার পর একটু হাঁটাহাঁটি করছেন। হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পিঠ ভিজে উঠলো ক্ষণিকেই, কান্না ঠেকাতে পারছিলেন না আমার হাঁটাহাঁটি করা আব্বু। আহারে পিতা, আহারে ভালোবাসা।

আমার আব্বুও ভাগ্যবান, আমি তাঁকে স্মরণ করছি, তাঁরই মতো ভিজে চোখে, ভালোবাসায়। আব্বু কখনো গায়ে হাত তোলেননি। মার কথা বলতে গেলে হুমায়ূন আহমেদের মতন বলতে হয়, তিনি অন্য জিনিস। ছোটবেলায় মা'র মার খেয়েছি, বাবা সান্ত্বনা দিয়েছেন। মা'র মারের বিষয়টি যেমন ভয়ের ছিলো, আনন্দেরও ছিলো। মায়ের মার মানেই বাবার কাছ থেকে প্রাপ্তি। খাবার থেকে শুরু করে কলম, বই, শখের জিনিস, একটা না একটা কিছু থাকবেই।'পেটে খেলে পিঠে সয়', বাবার কাছ থেকে প্রাপ্তি পিঠের কষ্ট সইয়ে দিত।

হুমায়ূন আহমেদ সিগারেট ছেড়েছিলেন আমেরিকায় গিয়ে। আমি দেশে থেকেই ছেড়েছি। আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ ডাক্তার ইন্দ্রজিৎ। ড. ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ, দেশসেরা এন্ডোক্রাইনোলজিস্টদের একজন। ডাক্তার হিসেবে নয়, নিজের অনুজ হিসাবে তাকে পছন্দ করি, তারচেয়ে বেশি করি একজন সত্যিকার ভালো মানুষ হিসেবে। তার চেম্বারে কথা হচ্ছিল। হুট করে বলে ফেললাম, সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছি। হুমায়ূন আহমেদ দিনে ত্রিশটা সিগারেট খান শুনে, ডাক্তার এমন ভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন তিনি ছিলেন জন্তু বিশেষ। আমার তোলাগতো দু'প্যাকেট। অন্তত এদিক দিয়ে হুমায়ূন আহমেদের চেয়ে এগিয়েছিলাম। ইন্দ্রজিৎ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন, তবে এটা নিশ্চিত আমাকে জন্তু ভাবেননি। সম্ভবত আমার উপর তার ভরসা ছিলো বলেই।

যা হোক, আব্বু জানতেন আমি সিগারেট খাই। ছেড়ে দেবার কথাও জানলেন মা'র কাছ থেকে। সেদিন থেকে নিজেও ছেড়ে দিলেন। যদিও তিনি খুব কম খেতেন, তবুও ছেলে ছেড়ে দিয়েছে বলে কথা, ছেলের সম্মানে তিনিও ছাড়লেন।তখন কেবল রিপোর্টিংয়ের সরে-অবসরে কলাম লেখা শুরু করেছি। প্রকাশও পাচ্ছে। আব্বু তখন অসুস্থ। একদিকে হার্টে রিং পরানো, তারপর ফুসফুসে ক্যান্সার। তবুও আমার লেখা প্রকাশ পেলেই তাঁর ম্রিয়মাণ চোখ আনন্দে জ্বলে উঠতো। আশেপাশের একে-ওকে ডেকে দেখাতেন, পড়াতেন। গর্ব করেব লতেন, 'দেখো ও আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।' আব্বু, আমিও চাই আমার সন্তান আমাকে ছাড়িয়ে যাক। আমি কী অতটা ভাগ্যবান হবো, আমার সন্তানও কী স্মরণ করবে আমায় ভেজা চোখে। কী জানি।

আব্বু ভুল ছিলেন, তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ হিসাবে তো নয়-ই। বৃথা ভেবে সে চেষ্টাও করি না। শুধু তাঁর পদছাপ অনুসরণে হেঁটে চলার চেষ্টা করি, চলি। ভালো থেকো আব্বু ওপারে। আমি এপারে থাকি ভাগ্যহীন।

ফুটনোট : আমার আব্বু সত্যিকার অর্থেই ভাগ্যবান ছিলেন, অন্তত তিনি তার সন্তানকে তাঁর রাস্তায় চলতে দেখে গিয়েছিলেন। দেখে গিয়েছিলেন নিজের মিরর ইমেজ। কিন্তু এই আমি, পিতা হিসেবে ভীষণ রকম দুর্ভাগা, যে তার মিরর ইমেজকে হারিয়ে ফেলেছে। ফুটনোটের উপরে অংশটি লেখা হয়েছে পাঁচ বছর আগে। যখন লিখেছিলাম তখন আমার সন্তান ইহসান ইবনে রেজা ফাগুনও সাংবাদিকতায় পা রেখেছে। দ্রুত নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করছে তার কাজ দিয়ে। আমিও একে-ওকে বলতে শুরু করেছি, 'এ ছেলে আমায় ছাড়িয়ে অনেকদূর যাবে'। তাই পাঁচ বছর আগেএ লেখার সময় গর্ব গোপন করেই বলেছিলাম, আমার যোগ্য সন্তান কি আমাকে স্মরণ করবে, আমার মতন, আমি যেমন আমার পিতাকে স্মরণ করছি। কিন্তু ওই যে দুর্ভাগ্য, এই লেখার দু'মাস পরেই আমার সন্তান, যোগ্য সন্তান, আমার মিরর ইমেজ, প্রথমে গুম পরে খুন হন। গর্ব পরিণত হয় আজীবনের শোকে। পাঁচ বছরেও যে গুম-খুনের প্রকৃত কারণ জানতে পারিনিএবং নিজে একজন গণমাধ্যমের মানুষ হয়েও। এখন দুর্ভাগা এই আমি আমার পিতাকে ঈর্ষা করি, তিনি তার মিরর ইমেজ রেখে যেতে পেরেছেন এই ভেবে।

বেঁচে আছি তাঁর সত্তাতে

জেবুন্নেছা জোৎস্না

কষ্টকে ভুলে থাকতে কিছু সত্যকে আমরা এড়িয়ে যাই সঙ্গোপনে। যে সত্য মনে হলে সমগ্র পৃথিবী দোলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পেন্ডুলামে! আর প্রতিবারই অস্তিত্বের অতল হতে এক না-বোধক আর্তচিৎকার আসে সত্যকে মেনে নিতে! বোধ বলে, "সত্য তো এই, যাকে তুমি দেখছো না, যার সাথে পারছো না কথা বলতে, তোমরই আদলে নিত্য তাঁহার ইচ্ছা -অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, তুমি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এখনও হাঁটছো এই পৃথিবীর পাড়ে।"

আমাকে যে সার্বক্ষণিক গড়েছে সে আমার পিতা! শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অদম্য নেশা। আমার নানা এবং দাদাবাড়ির প্রতিটা মানুষের শিক্ষার দেখ-ভাল করেছেন তিনি। তাঁর চাকুরির সুবাদে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্ত স্কুল - কলেজের মাষ্টার্স-প্রফেসররা আমাদের বাসায় মেহমান হতেন। আর ছোট থেকে অনেক ভালো শিক্ষকের শিক্ষা এবং নোটে প্রভাবিত হয়েছি আমি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্কুল পরির্বতনের সময় ভর্তি পরীক্ষায় খুব ভালো করায় আমাকে দ্বিতীয় থেকে একধাপে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। এমন ধাক্কাও সহ্য করে গেছি যখন পাড়ার এক ক্লাস ওপরের ভাব নেয়া দুই সিনিয়র বন্ধুর সাথে আমিও একই বই পড়ি।

ছোটবেলায় আম্মা যখন তাঁর পড়াশুনা, মেহমানদারী আর সংসারের কাজে ব্যস্ত, তখন আমাদের ভাই-বোনদের দেখভাল আব্বাই করেছে! সবার জামা-প্যান্ট আয়রন করা, জুতা ক্লিন রাখা, এমনকি তাঁর লাঞ্চের সময় বাসায় এসে আমাদের শাক, উচ্ছে, মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া শেখানোর কাজটাও ছিল আব্বার.. দুপুরে খাওয়ার সময় তাই আমাদের ভাই-বোনদের চোখের পানি, নাকের পানি এক হয়ে যেত। ছোটবেলায় বিকেলে আব্বার সাথে ঘুরতে যাওয়া ছিল আমার নিত্য রুটিন। আব্বার অফিসে প্রতিবার স্পোর্টসের সময় আব্বা বেশ কয়েকটা প্রাইজ নিয়ে আসতো, সাথে আমিও। আব্বার কাছ থেকেই শিখেছি ফুল গাছ লাগানো, আম্মা যদিও এখনও কেবল ফলের গাছ লাগাতে পছন্দ করে। আমার আম্মার কাজ ছিল পড়া বাদ দিয়ে যেন আমি গল্পের বই না পড়ি আর ছবি না আঁকি সেই খেয়াল করা, আর আব্বা ছিল আমার লেখা কবিতা এবং ছবি আঁকার প্রথম মুগ্ধজন! বাসায় আর্ট শেখার মাষ্টার রেখে দিয়েছেন! সবাই যখন বাইরে টাইপিং শিখতে যেত, আমাকে তখন মেশিন সহ বাসায় এসে টাইপ শিখিয়ে যেতো! কম্পিউটার বের হওয়ার পর যখন শুধু শহরের বিশেষ সেন্টারগুলোতে কম্পিউটার ছিল, তখন আমাদের জন্য তিনি কম্পিউটারও কিনে দিয়েছেন! আব্বা আমার শিক্ষার জন্য কোনো কার্পণ্য করেননি, আগলে রেখেছেন আমাকে কড়া শাসক হয়ে। আমার প্রেমিকদের খারিজ করেছেন শক্ত হাতে!

প্রবাসী আমি কখনও হতে চাইনি, আর প্রবাসে বিয়ের প্রস্তাব এলে এতো অল্প বয়সে বিদেশ পাঠাতে আব্বা-নানার প্রচন্ড আপত্তি যে আমাকে তাঁরা দেখতে পাবে না! এক অচেনা মানুষকে বিয়ে করি এই শর্তে যে আমার মাষ্টার্স শেষ না হওয়া অবধি আমি বিদেশে যাবো না! বিয়ের পর আমার হৃত স্বাধীনতা আমি পাই ফিরে!

আব্বাকে শেষ দেখেছি ২০১৪ সালে! তখন তিনি বলেছিলেন, এই হয়তো শেষ দেখা। তারপর তাঁর দুইটা কিডনি নষ্ট হলো, অনেক বছর ডায়ালাইসিস করেছেন, প্রবাসে আমার ফুলটাইম পড়ালেখার জন্য আমি তাঁকে দেখতে যেতে পারেনি। যখন যাওয়ার সময় হলো, তখন কোভিডের মহামারি! তাঁর হার্টএট্যাক হলো! আইসিইউ থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আমাদের সাথে কথা বললেন! পরেরদিন আবার ডায়ালাইসিস করতে যেয়ে তিনি নিভৃতে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া আমি মনে করতে চাইনা, করলেই আমার চোখ জলে ভরে যায়। শুনতে খুব হাস্যকর, তবু কখনও মনে হয় আমাদের বিড়াল, জুকো'র চোখে আব্বা যেন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে! জুকো'র হাঁটা-বসা আমার খুব পরিচিত লাগে! সন্দেহ হয়, আব্বা বুঝি আমার আশেপাশেই আছেন, কারণ আত্মার তো বিনাশ নাই, শরীর পঁচে গেলেও রুহু কোথাও না কোথাও থাকে।

পিতৃত্বের মহিমা উদযাপনে আসে বাবা দিবস। বাবা দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের জীবনে বাবার অবদান এবং ত্যাগকে সম্মানিত করার একটি বিশেষ দিন। বাবা হলেন আমাদের আশ্রয়স্থল যেখানে আমরা নিরাপত্তা খুঁজে পাই, বাবা হলেন সেই শক্তির উৎস যা আমাদের সাহস যোগায়, বাবা সেই নিরলস পরিশ্রমী যিনি আমাদের ভালো থাকার জন্য সব কিছু করেন। এই বিশেষ দিনে আমরা প্রয়াত বাবাদের জীবনের সেইসব মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করি, যেখানে তারা আমাদের পাশে ছিলেন, আমাদের সমর্থন দিয়েছেন এবং আমাদের জীবনের পথে বৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে আমাদের জীবনকে এত সুন্দর ও সফল করেছেন। —**এইচ বি রিতা।**

বাবার কথা, বাবাকে নিয়ে কথা

কাজী ইসলাম

বাবার কথা মনে হলেই মনে পড়ে, উনি চেয়েছিলেন পড়ালেখা শেষ করে আমি আমাদের শহরেই থিতু হই। উনার কাছে থাকি। তরুণ কালেজীবনের বৃহত্তর বিস্তারের মোহে সেটা হয়নি।আজ শেষবেলায় এসে মনে হয় জীবনের কথিত অর্জনের চাইতে অনেক মূল্যবান হতো তখন যদি ফিরে যেতাম উনার কাছে!

ঝাঁপ খুললেই স্মৃতিরা জলোচ্ছ্বসের মতো ধেয়ে আসে। মনে পড়ে শৈশবের জন্মদিনের কথা। জন্মদিনের আমাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেতেন আশেপাশের গ্রামে। দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তা, দুধারে জলাশয় কচুরিপানার রঙিন ফুলে আলোকিত। নরম রোদ উঠতো, গৃহস্থের আঙিনাগুলো জাগতো। হাঁসেরদল ছাড়া পেয়ে ছুটতো জলাশয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তে। জলাশয়ে কখনো ধ্যানমগ্ন বক।আকাশে কবুতরের ঝাঁক। কখনো শিবপুরের দিকে, ছোট যমুনার ধার বেয়ে রাস্তা। শ্রাবণের ভরা নদী। দুয়েকটি নৌকা কুলে বাঁধা। কোথাও ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যেত একঝাঁক সবুজ টিয়ে। চতুর্দিকে যেন আনন্দ। আনন্দ রৌদ্রকিরণে, আনন্দ আকাশের জলভরা মেঘে, বর্ষার ভেজা বাতাস আনন্দের সৌরভ মাখিয়ে দিত আমার অঙ্গে। ফেরার পথে আব্বা ঠাকুরের দোকান থেকে সন্দেশ কিনে দিতেন। কলাপাতায় মোড়ানো, মহার্ঘ বস্তুর মতো দুহাতে কতো যত্নে, কতো কায়দা করে নিয়ে সাইকেলের রডে বসতাম।

তখন আমার কিশোর বেলা। এক বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি আর আব্বা। হঠাৎ একটা প্রাইভেট গাড়ি উল্টোদিক থেকে হুড়মুড়িয়ে এসে প্রায় আমাদের চাপা দেয় আর কি! কিছু বোঝার আগেই দেখি আমি ছিটকে যেয়ে আব্বার পেছনে লুকিয়েছি।গাড়িটা শেষ মূহুর্তে জোড়ালো ব্রেক কষে সামলে নেয়। পরমূহুর্তে আমি লজ্জাবোধ করি, অমনভাবে নিজেকে বাঁচাতে পিতার আড়ালে লুকোবার জন্য। আজ বুঝি লজ্জার কিছু ছিলোনা। প্রকৃতিই পিতাদের সন্তানের ঢাল হিসেবে রাখে। পরবর্তী জীবনে, এমনকি প্রৌঢ় বয়েসেও জীবনের নিদাঘ খরতাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কতবার যে পিতার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি! এখন আর সে ছায়া নেই, সামনে আড়াল করে থাকা ঢালের মতো পিতা নেই। জীবনের কন্টকময় সময়গুলোয় অভাববোধ করি পিতার ছায়ার।অস্তাচলের দিকের যাত্রায় সূর্যের দগ্ধানো খররৌদ্র পশ্চাতে দীর্ঘ করে নিজেরই ছায়া, কিন্তু সে ছায়াতো নিজের জন্য নয়! অবুঝ শিশুর মতো খুঁজি সামনে পিতার ছায়া!

শেষের দিক। আব্বা নওগাঁ হাসপাতালে। আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছেন হাসপাতালের বেডে। একটা টুল নিয়ে পাশে বসে আছি। চোখ খুললেন। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম," আব্বা কোনো কষ্ট হচ্ছে?" পরিষ্কার উচ্চারণে বললেন," আমার ছেলে আমার পাশে থাকলে আমার কোন কষ্ট হয় না।" যে কয়দিন নওগাঁ হাসপাতালে ছিলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতাম উনার পাশে। অদ্ভুত ব্যপার, খিদে- তেষ্টাও পেতো না। ঢাকা এসে কর্পোরেট হাসপাতালের চক্করে পড়লাম। যেখানে ICU-র মানবিকতার স্পর্শহীন যান্ত্রিক পরিবেশে উনার শেষের দিনগুলি কাটে। মৃত্যুর দুদিন আগেও বলেছিলেন, "এখানকার স্টাফেরা বড় খারাপ ব্যবহার করে রে।" এখনো বড় বিষাদ অনুভব করি আত্মজনদের সান্নিধ্য ও ভালোবাসার স্পর্শের মাঝে উনাকে বিদায় দিতে পারি নি। পারিনি অনন্তের পথের যাত্রায় চোখের জলকে শেষ সময়ের পাথেয় হিসেবে দিতে।

মাঝে মাঝে উনার সমাধির পাশে যেয়ে বসে থাকি।পরম মমতায় স্পর্শ করি সমাধির মৃত্তিকা। মনেমনে বলি,"এখনো তোমার পাশে তোমার ছেলে বসে থাকলে তোমার কষ্ট কম হবে বাবা?" উত্তর পাইনা। আমার আর বাবার মাঝে এখন নিরেট মৃত্তিকার দেয়ালের বাধা। যখন সে বাধা থাকবেনা তখন যদি দেখা হয় জীবন নদীর ওপারে, যেকথা মুখফুটে বলা হয়নি কখনো, বলবো "তোমাকে ভালবাসি বাবা, বড় ভালোবাসি! কখনো আর তোমাকে ছেড়ে যাবো না কোথাও! দয়াময় যদি বেহেস্ত নসীব করেন, তোমাকে ছাড়া এমনকি সে বেহেস্তেও যাবোনা!"

দেখা হবে কি জনক আবার কখনো জীবনের সীমানা পেরিয়ে!

একবার যদি ফিরে আসতে আব্বা

এইচ বি রিতা

২০05 সাল। শেষবার আব্বাকে দেখতে দেশে যাই ১৯ দিনের জন্য। দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে তিনি তখন ডায়ালেসিসে। পানি পান করা নিষেদ ছিল। কথা বলতে পারতেন না। রাতভর দুই পা দুইদিকে মেলে আব্বাকে মাঝখানে বসিয়ে রাখলাম বুকের উপর ঠেস দিয়ে। পিঠ, মাথা, ঘাড়, পা নাড়িয়ে জানাতেন, চুলকাতে হবে। চার চারবার এমপি পদে মনোনিত শহরের গরীবের নেতা, সিংহপুরুষ যাকে আজকের দিনেও শহরের মানুষ বুকের ভেতর লালন করেন তার রাজনৈতিক নীতি, কার্যক্রম, নৈতিকতা ও মানুষের প্রতি স্বার্থহীন ভালোবাসায়; সে মানুষটা বিদায়কালে কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার চোখে শোকের সেই শেষ দেখা থেকে আজও প্রতি মুহূর্তে চলমান।

মাত্র ৬০ বছর বয়সে কেন চলে যেতে হলো আব্বা? তোমার কাছে শিখেছি, নৈতিকতা, মানবিকতা। শিখেছি কেবল নিজের জন্য নয় অন্যের জন্যও বাঁচা যায়, শিখেছি ভাগাভাগি করে কোনো কিছু উপভোগ করায় কত আনন্দ! যদি একবার ফিরে আসতে, অনেক কিছু শেখার বাকি ছিল!

আব্বাকে দেখেছি, প্রচণ্ড শীতে সংসদ অধিবেশন ছেড়ে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন বটতলে। সঙ্গী হতো তার রেলস্টেশনের দিনমজুর, রিকশাওয়ালা। বেহালা হাতে তাদের নিয়ে নিজ লেখা গানে সুর তুলতেন। তাদের কথা শুনতেন। নিজে রান্না করে খাওয়াতেন। এই দারিদ্র শ্রেণীর বন্ধুরাই তাকে বার বার নিজ ঘামে উপার্জিত অর্থ খরচে শহরের এমপি হিসাবে নির্বাচন করেন। আব্বা ছিলেন ভয়ানক রকমের মানুষপ্রেমী-পশুপ্রেমী। তাঁর একটা মিনি চিরিয়াখালা ছিল। কুকুরদের ফিডারে করে ডানো দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আমাদের বলতেন, 'মানুষ-পশুদের এককাতারে ভালোবাসবি।' আর তাই হয়তো আজ মেইনষ্ট্রিটের গৃহহীনরা হয়ে উঠে আমার বন্ধু, কখনো আমার দুপুরের ভোজনসঙ্গী।

বিশাল এক লাইব্রেরি ঘর ছিল আব্বার। বই পড়ুয়া আব্বার সেক্সপিয়ার থেকে আধ্যাত্মিক ও দর্শনীয় লেখক উইলিয়াম ব্লেক, মহাভারত থেকে শুরু করে পরশুরাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাস, আরো অনেকের বই ভর্তি ছিল তাঁর সেল্ফে। আব্বা ছিলেন, একজন গীতিকার, সুরকার, লেখক, নাট্যশিল্পী এবং বিশ শতকের একজন কবি। জীবদ্দশায় পাঁচ হাজারের বেশি কবিতা, গল্প, গীতি নাট্য, প্রবন্ধ, নাটক ও গান রচনা করে গেছেন। তথ্য কাব্য এবং মরমি সঙ্গীত রচনা ছিল আব্বার প্রিয়। অধ্যাত্ব সাধনা ও সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর অন্তরের বস্তু। তাঁর থেকেই আজকের আমি, লেখক কবি হিসাবে যতটাই অর্জন, তার সবটাই আব্বার দিয়ে যাওয়া অবশিষ্টাংশ।

আমি গর্বিত যে আমার আব্বা ছিলেন ১৯৭১-এর একজন পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। রাতের আঁধারে খাদ্য, অস্ত্র সরবরাহ, শারীরিক সেবা দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের।

আমার বিড়াল অগি, তার মাঝে আমি খুঁজে পাই আব্বার বহু স্বভাব, চাহনি, আবদার, জেদ, ব্যক্তিত্ব। ঠিক আব্বা যেমন করে ইশারায় গা টিপে দিতে, চুলকিয়ে দিতে বলতেন, অগি ঠিক অনুরূপ। তাই, অগিকে আমি আব্বা বলে ডাকি।

আব্বা! সেই যে ছোটবেলা মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুমি রমিজউদ্দিনের পরোটা আর খাশির রেজালা মুখে তুলে খাওয়াতে আর বলতে, 'খেয়ে নে! কে জানে কেউ কখনো এমন করে খাওয়াবে কিনা'-আসলেই এমন করে আর কেউ খাওয়ায়নি। কেন চলে গেলে! তোমার জেদ আর আদর্শ ধরে রেখে আজও লড়ছি। কিন্তু এ লড়াই বড্ড কঠিন। আমার একটু ছায়া দরকার। শীতল হাওয়ার পরশ দরকার। তুমিই সেই ছায়া! সেই শীতল পরশ! একবার যদি ফিরে আসতে!

বাবা রোদনভরা বসন্ত

রিজোয়ান মাহমুদ

"এক ব্যাগ নিঃশ্বাস ফেলেছি,অশান্ত বাবার কবরে। যাইনা অনেকদিন সে নির্জনতায়। সেখানে এখন ডর লাগে। আমি গেলে বুকের পাড়ার গুচ্ছঘাম নড়ে ওঠে। দু'একটি নাম না জানা পাখির আয়াত কানের পাশ ছুঁয়ে উড়ে যায়। বাবা বলে ; এরাই তো আমার কবর রক্ষক। যেকোনো চোখের কঙ্কাল শেষ 'র' বর্ণের ধারাপাত বুকে এসে টুপ করে লাগলে শীত - শীত লাগে। এই বনবাসে আছি তো অনেকদিন...তুই তো জানিস আমার গৃহ কাতরতা খুব বেশি, কোথাও গেলে দুই - তিন দিন বাদে ফিরে আসি তোর মা'র কাছে। ফিরে আসার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই, আছে ঘ্রাণযুক্ত পিপাসা। অথচ, এখানে যারা আছে, সবাই নিজের মতো, সবাই স্বার্থপর এক -একজনকে নিয়ে সংসার, একাকিত্ব, নীরবতা। আর কতদিন থাকতে হবে, জানি না! এখানে সকাল আসে না। দুপুর - বিকেলের রঙ চেনা যায় না। এখানে কেউ -কাউকে খেতে ডাকেনা, এমনই আজিব দুনিয়া। সবারই নাক মুখ চোখ উর্ধ্বমুখী। কারো কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নেই। তুই এখন আসিস না। তোর ছেলে-মেয়েদের প্রথমে একটি মানতাসা গ্রাম কিনে দিস। অফুরন্ত চিনি আর ময়দা নিয়ে যেদিন সুবর্ণ কবরগাঁ হবে, সেদিন আসিস - ৭১ বছর ৩ মাস ৩ দিন পর! সব কবর একেকটা বাজপাখি জীবিত জীবন খোঁজে চেয়ে থাকে কাদামাটি বুকে কে কখন চোখ বুজে!"

বাবার প্রস্থানের পরে কোনো এক শুক্রবার কবর জেয়ারত করতে গিয়ে এ রকম তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সম্মুখীন হই। কবর আমার কাছে প্রচণ্ড ভীতির নাম। একটা মানুষ মাত্র সাড়ে তিন হাত মাটি নিয়ে শুয়ে থাকবে অনন্তকাল। মা'কে বলতাম, বাবা কে ডাক না কেন। দেখতাম, আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মা দু'ফোটা জল গড়িয়ে দিতেন। কারণে অকারণে বাবার প্রসঙ্গ এলে মা'র কৈছালি দেখেছি। অথচ বাবা শারীরিকভাবে অদৃশ্য হবার ৩০ বছর পর উপরোক্ত গদ্য কবিতাটি লিখেছি। এতটা বছর আমি তাহলে কী করেছি! উত্তর একটা, বাবা ছিল আমার কাছে জীবন্ত ছায়ার মতো। মন বলত কোথাও কাজে আছে। এটাও হিপ্নোটিজমের মতো অনেকটা। অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেখলে বাবাকে স্মরণ করেছি, বিপদ থেকে উদ্ধারও পেয়েছি তড়িৎ। বাবা একটা সবুজ জমিন আমার চোখে। একটা পারিবারিক ও সামাজিক আশ্রয়। আমার মধ্যবিত্ত বাবাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন বড় হতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি বড় হলেও স্বপ্ন বড় হতে পারেনি। বাবা আমাকে অমীমাংসিত রেখে চলে গেল।

আমার বাবা ছিল সরকার অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী। চট্টগ্রাম বন্দরের হেড বিল সুপারিন্টেনডেন্ট। অন্য ও বন্য নাম হেড বিল ক্লার্ক। অনেকের প্রিয় বদরাগী মানুষ আমার বাবা সাহিত্যমোদী মানুষ ছিলেন। সরল সোজা; জমির দলিলে বাবার স্বাক্ষর নিয়ে জ্যাঠাত ভাইয়েরা ভুয়া দলিল করে বাবা-কে বঞ্চিত করছে কৌশলে। আমার দাদী মা'র সম্পত্তি হাতিয়ে নিচ্ছে একজন আইনি ওয়ারিশানের স্বাক্ষর নিয়ে। আমাদের হিস্যা বেহাত হয়েছে বাবার স্বাক্ষরের কারণে। সারল্য ও সংবেদনশীলতা তাঁর বড় গুণ সেটা আরও লক্ষ্য করেছি মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু ও মোজাম্মেল হক এর জোহরা উপন্যাস পড়তে দেখে। যেই শুনেছে আমি লিখি অমনি তাঁর শিশুর মতো অপার আনন্দ। একদিন আমাকে ডেকে বলল, বাংলায় লিখিস কেন? ইংরেজিতে লিখবি। তাহলেই আমি একসাথে দুটি বিষয় পাব, ইংরেজিতে গল্প এবং কবিতা, আর তুই ইংরেজিতে কতটা দক্ষ ও সঙ্গতিপূর্ণ বোঝা যাবে। ইংরেজি ঔপনিবেশিক বিজাতীয় ভাষা। এসব ঔপনিবেশিকতা প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বৈ ভালো কিছু নয়। বাংলা ভাষা থাকতে কেন ইংরেজি অভ্যাস করবো?

সেসবের কিছুই না বলে সেদিন হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেছি সংকোচে ও লজ্জায়। বাবা বঙ্কিমচন্দ্র পড়তেন বেশি। বুঝতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি মৃত মানুষ দেখেছি। চোখের সম্মুখে কারো মৃত্যু দেখিনি। চাক্ষুস করেছি বাবার মৃত্যু। মা চামচে পানি পান করাচ্ছে। কলেমা তৈয়ব পড়ছেন। আমি পাশের ঘর থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলাম একটা মানুষ হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। নড়চড় নেই। মা রোদনভরা কণ্ঠে বললেন, নেই মনে হয়। সব্বাই আরও একবার কলেমা পড়।

আমার ভালো মন্দ অনেক স্মৃতির মধ্যে বাবার গভীর বাস। বাবা ছিল আমার নির্ভরতা ও বিশ্বাস। প্রকৃত ভালোবাসার অন্য নাম বাবা। বাবা মানে কান ধরে ওঠবস করা আমার ছেলেবেলা। বাবা রোদনভরা বসন্ত।

অমলিন ফ্রেমে আব্বা

সোহানা নাজনীন

গতবছর ঢাকায় বেড়ানোর কয়টা দিন আব্বার শোবার ঘরেই ছিলাম। মশারীর ভিতর শুয়েই দেখতাম আব্বার হাত-ছড়িটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। আলমারিতে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে রাখা পাঞ্জাবী-সোয়েটার। ওয়ারড্রবের উপরে ইনহ্যালার, চিরুনি, চিকণ সিজার, একটা ডায়েরিতে যাবতীয় ফোন নাম্বার, ঠিকানা। চার বছর যাবত আব্বা নেই, অথচ ব্যবহৃত সবকিছু সাজানো চারিদিক। কাপড়গুলো আবডালে শুঁকে দেখছি, যদি আব্বাকে একটু খুঁজে পাওয়া যায়। উনি পছন্দ করতেন উজ্জ্বল রংচঙা কাপড়, বয়সকালেও সাজগোজে কমতি ছিল না। আমরা আড়ালে লুকিয়ে আব্বাকে ডাকতাম 'দেবানন্দ'।

আব্বা। সাদা দাড়িতে আর ইস্ত্রি করা নিখুঁত ভাজের পাঞ্জাবিতে তোমাকে আমার মনে পড়ে না। স্টিলের লাঠিতে ভর দিয়ে নুইয়ে পড়া আশি ছুঁই ছুঁই এক বৃদ্ধ হিসাবে আমি তোমাকে ভাবতেই পারি না। মনে পড়ে সেই তোমাকে, যখন আমরা মোহাম্মাদপুরের আট নাম্বার বিল্ডিঙের ফ্ল্যাটে থাকতাম। আশির দশকে তোমার শ্যামবর্ণ চেহারা, লম্বাটে মুখটায় কালো ফ্রেমের মোটা চশমা, লুঙ্গির উপরে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জিতে ঘরোয়া পরিবেশে সেই প্রাণখোলা হাসি, ওই চিত্রই আমার মনে "আব্বা" হিসাবে গেঁথে আছে। আমাদের মধ্যবিত্তের সংসারে শুক্রবারে তোমার বাজার করাটাই একটা পরম আনন্দের ব্যাপার ছিল। মোহাম্মাদপুর বাজার থেকে খুঁটে খুঁটে সেরা সব্জিটা কেনার মধ্যেই তুমি পরিতৃপ্ত হতে। সুখী হতে তখন খুব বেশি আয়োজন দরকার পড়তো না। ছকে বাঁধা নিয়মের শাসনে একটা ছোট্ট সুখী পরিবার ছিল আমাদের। ওই একহারা চেহারার আব্বা'কেই আমি পঁচিশে ডিসেম্বরে ঢাকা এয়ারপোর্টে ফেলে রেখে এসেছিলাম। তুমি চোখের পানি লুকাতে লুকাতে আমাকে বলছিলে, "যাও মা, তোমার স্বামীর কাছে নিজের সংসারে যাও।" আমি সেই থেকে পঁচিশ বছর তোমার থেকে দুরেই রয়ে গেছি। ২০১৭ সালে কেনেডি এয়ারপোর্টে তোমাকে নামিয়ে দিয়েছিলাম, ওটাই ছিল তোমার

সাথে আমার শেষ দেখা। তোমার ঠোঁট কাঁপছিলো, গলার নিচে কুঁচকে ঝুলে যাওয়া চামড়ায় আমি হাত বোলাচ্ছিলাম। ওটাই শেষ।

প্রবাসের প্রথম দিকের কথা, মিলেনিয়ামের বছরে, পেন্সিলভেনিয়ার ছোট্ট এক শহরে বিপুল শীতের রাতে দ্বিপ্রহরের পর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। পানির তেষ্টায় কিচেন কেবিনেট খুলতেই একটা খবরের কাগজে মোড়ানো গরম মশলার পুঁটলি পেয়েছিলাম। তখন বাজারে সুলভ মুল্যের প্যাকেট আসেনি। মোহাম্মাদপুর বাজার থেকে কিনে এনে আব্বা বলেছিলেন, "বিদেশে বিরিয়ানী রান্না করে খেও।" বাড়ি ভাড়া হইবে জাতীয় বিজ্ঞাপন লেখা কাগজের প্যাকেটটা নাকের কাছে ধরে চোখ বন্ধ অবস্থায় জোরে শ্বাস নিয়েছিলাম। ঐ গন্ধটাই ছিল আমার আব্বা, ঐ ছেড়া কাগজটাই যেন আমার বাংলাদেশের মানচিত্র, ঐ ভাষাই আমার বাংলা ভাষা। আবার কখনোবা হেমন্তের প্রথম পাতা ঝরা দেখে মনে হয়েছিল আমিও ঐ ঝরা পাতার মতো। বাবা-মা নামক বৃক্ষ থেকে ছিঁড়ে উড়তে উড়তে কোন দূর প্রবাসে এসে পড়েছি। এখন আমি নিজেই এক বৃক্ষ, শেকড় গভীরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি শত পল্লবে সজ্জিত হয়ে।

দুই হাজার কুঁড়ি সালে আব্বা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। তার ক'দিন পর করোনাকালীন লকডাউন শুরু হল নিউইয়র্কে। আমরা ঘরবন্দী, পুরো পৃথিবী স্তব্ধ। আমি বাজ পড়া গাছের মতো উত্তাপহীন ভাবে হেঁটে বেড়াই, সাতদিনের বাজার একদিনে সারি। করোনার জীবাণুকে ভয় পাইনি, তবে আব্বাকে হারানোর কষ্টে দুমড়ানো ছিলাম। এক সন্ধ্যায় গ্রোসারি সেরে এভিন্যুউ পার হয়ে গলিতে ঢুকেছি। সবেমাত্র সন্ধ্যা তখন, রাস্তায় বাতি জ্বললেও আকাশে তখন ক্ষয়ে যাওয়া আলো। নীরব এক ভৌতিক শহর, ভোজবাজীর মতো লোকজন সব উধাও। কঙ্কাল সদৃশ কিছু ল্যাম্পপোষ্ট দাঁড়িয়ে। হটাৎ কি মনে হল, আমি বাচ্চাদের মতো আব্বা বলে ডেকে উঠলাম। যেন কবেকার পিপাসিত মন ঐ ভর সন্ধ্যায় জন-মানবহীন ফুটপাথে আব্বাকে ডাকবে বলে অপেক্ষায় ছিল। একচোখ পানিতে সাঁতরে নিয়ে দুহাতে আনাজপাতির ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি ডেকেছিলাম, "আব্বা, আব্বা তুমি কেমন আছ?"

আমার বাবা-বাতাসের সঙ্গে যিনি মিশে আছেন

দীপংকর গৌতম

আমার বাবা আমার দেখা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। সব সময় এত ব্যস্ত থাকতেন যে, বাইরে গেলে বাড়ির পোশাক, জুতা বদলাতে ভুলে যেতেন। আমাদের এলাকার স্কুল কলেজ তৈরি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে ন্যাপ -কমিউনিষ্ট পার্টিও কার্যক্রম নিয়ে বাবার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিলো। পেশাগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন। স্কুল, কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং থেকে নাটকের রিহার্সাল সবখাইেন বাবা সার্চের বিস্কুট রঙা পাঞ্জাবি, ধুতি ও চামড়ার স্যান্ডেল বা রূপসা হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়ে চলতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা ছিলো না।

সন্ধ্যায় বাবার আসার শব্দ শুনলে আমরা দ্রুত পড়তে বসতাম। আমাদের নির্ভরতা মায়ের উপরেই ছিলো। তবুও বাবার সঙ্গে কথা হতো। আমাদের এলাকার স্কুল-কলেজ গঠনে বাবার যেমন একটা ভুমিকা ছিলো, মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই আমাদের এলাকার পুরো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র ছিলো আমাদের 'বৈঠক ঘর'। এখানে কীর্তন পালা থেকে যাত্রা নাটক এমনকি ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্র ছিলো। সংগঠনের নেতা -কর্মীরা সব সময় আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে একটি বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন। আমাদের বাড়িতে দুটো ট্রেঞ্চ ছিলো। উপজেলা পরিষদ আমাদের বাড়ির কাছে হওয়ার কারণে আক্রমন আমাদের বাড়ি থেকেই ওপেন করা হতো। সেকথা কোথাও লেখা নেই। ১৯৭৩ সালে ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টি- ছাত্র ইউনিয়নের চার নেতা-কর্মী লেবু-কমলেশ-বিষ্ণু-মানিককে হত্যার পরে বাবা সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতো। বাবাকে আমাদের উপজেলার অধিকাংশ মানুষ মনে রেখেছেন আজও। তিনি নেই কিন্তু তার নামে তাকে জানেন অনেকেই। আমাদের এলাকার ঝামেলা, গোলমাল হলে বাবা-দুপক্ষকে কিছু বললে সবাই মেনে নিতেন।এখনও বাবার নামে সবার অসীম শ্রদ্ধা আমাকে আপ্লুত করে।

বাবার জীবনটা অনেক কষ্টের। মাত্র দশ বছর বয়সে তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার জীবনসংগ্রাম শুরু। আমার ঠাকুরমা বাবা ও তার একমাত্র বোন ইন্দুমতিকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাতেন। ধীরে ধীরে তার বড়ো হয়ে ওঠার গল্প আমরা শুনেছি। কিন্তু অল্প বয়সেই সততা, নিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার কারণে মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। এলাকার দরিদ্র মানুষের অনুরোধে বাবা একবার ইউপি সদস্য ভোটে নির্বাচন করে বিপুলভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ইস্তফা দেন। বাবা বুঝেছিলেন এই কাজ তার নয়। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা যেন অল্প দিনে বুড়িয়ে গেলেন। একদম বদলে গেলেন। সেই দ্রুত গতি তার কমতে শুরু করেছিলো। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো অনেক নিবিড়। পড়াশুনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা হতো- সেটা স্টালিন থেকে ক্রুশ্চেভ, সিপিএম- সিপিআই, কংগ্রেস সংকট। সুধীর লাল চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র থেকে তারাপদ চক্রবর্তী। জগদীশগুপ্ত, কালকূট থেকে পরশুরাম হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত। গভীর রাত পর্যন্ত পড়তেন তিনি। সকালে উঠে বাবা যে বই যতটুকু পড়েছেন ওখান থেকে আমিও পড়তাম।আমার বই পড়াটা বাবার কারণেই হয়েছে। আমি বাজারে গিয়ে বাবার সঙ্গে বসে চা খেতাম, আমি গোপালগঞ্জ পড়ার সময়ে আমার বন্ধুদের ডেকে বাবা প্রাত্যহিক খবর নিতেন। বাবা একদিন আমাকে খুব সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি করতে চাই। আমার ইচ্ছা তিনি আমার বড়দা-মেজদাকে জানাবেন। আমি সাংবাদিকতা করার কথা বললে তিনি বড় বড় সাংবাদিকদেও উদাহরণ টানলেন। তাদের জ্ঞানের কথা বলার সঙ্গে অর্থ সংকটের কথাও বললেন। আমি সব শুনে আমার সিদ্ধান্তেই থাকলাম।

শীতে আমার বাবা খুব কাতর ছিলেন- সেই শীতেই বাবা আমাদের সব ভাই-বোনদেও ডাকলেন। তিনি অসুস্থ জানালেন। কিন্তু তার কোন অসুখ আছে এমন নয়। রাতে আমি আমার বড়দা এক খাটে ঘুমালাম-বাবা আমাদের ঘুমাতে যেতে বলছিলেন। আমার বোনেরা ঘুমাতে যাননি। তারা বাবার কাছেই ছিলেন।এক সময় বড়দা আমাকে ডাকলেন- সেই থেকে আমার আর কেউ রইলো না।

এখনও শীত আসে। হু হু করে বাতাস বয়। তিনি যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছেন। তাই বাতাসের অবিরাম গতিতে বাবার মুখটাই ভেসে ওঠে। মানুষের জন্য কতটা নিবেদিত থাকা যায়। আমার বাবা তার সাক্ষর।

বাবা ছাড়া জীবন যেন তুচ্ছ

মাহমুদুল চৌধুরী

আব্বা ছিলেন আমার জীবনে মহহীরুহের মতো। ঝড়ঝাপটায় আশা ভরসার স্থল। আব্বাকে নিয়ে ছোটবেলায় আমার মূহুর্তগুলো স্বপ্নের মতো। ৬৪/৬৫ সালে সিলেট-ঢাকা মেইলে গ্রীষ্মের কাঠফাঁটা রোদে আমাদের নিয়ে ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে পৌঁছান আব্বা। হৈ হুল্লোড়ের ভীড়ে যে কোনো মুহূর্তে আব্বার হাত ফসকে হারিয়ে যেতে পারতাম। রঙ-বেরঙে সাজানো ঘোড়ার গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায় যেন পঙ্খিরাজ। স্টেশনের পাশে কাঁঠালের বড় স্তুপ নিয়ে বসে আছে আড়তদার। আব্বা বিরাট সাইজের কাঁঠাল কিনলেন ভাগিনার বাসায় নেবেন। আমার এক ফুফাতো ভাই ৪৭ সালে শিলং থেকে সোজা এজিবি অফিসে বদলি হয়ে আসেন। পলাশী ব্যারেকে থাকেন। ভাইবোন ও আম্মাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসলেন আব্বা সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেকি আনন্দ।

আমাদের মফস্বল শহরে মুক্তি পেয়েছে কোনো সিনেমা। রিকশায় মাইক লাগিয়ে হিন্দি গান বাজিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে মহাসমারোহে মুক্তি পেয়েছে রূপালী পর্দায়। আমি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির। বায়না ধরেছি বাইস্কোপ দেখবো। আব্বা শত প্রবোদ দিলেন। আমি নাছোড়বান্দা। সন্ধ্যায় আব্বা কাঁধে তুলে সুরমা নদীর পাড় ঘেঁষে একটু হেঁটে আবার বাসায় ফিরে আসলেন। ততক্ষণে নদীর পাড়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। আব্বা বললেন, ঘুমিয়ে থাকায় অর্ধেক সিনেমা দেখার পর চলে এসেছেন।

আম গাছ থেকে পড়ে আমার হাত ফ্রেকচার। কোনো বকা না দিয়ে হসপিটালে নিয়ে যান। স্নেহের পরশে আগলে রাখতেন আমাদের। আব্বা দূরের শহরে বদলি হয়ে যাওয়ায় একবার গ্রামের বাড়িতে সবাইকে রেখে আসেন। কয়েকমাসের জন্য প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো আমাকে। আমার সে কি কান্নাকাটি। ইংল্যান্ডের হারকিউলিস বাইসাইকেল কিনে আনলেন। আমার চেয়েও বড়। গ্রামের মেঠো পথে অনেক সময় নিয়ে সাইকেল চালানো শেখালেন। গ্রামের মেলায় ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গিয়েছি আব্বার সাথে।

কিছুদিন পরেই ছোট নানা আম্মাকে নানাবাড়িতে নিয়ে আসেন। আব্বা খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, দিনাজপুর বদলি হয়ে গেলে মাসখানেক পর ফিরে আসতেন। আব্বাকে পেয়ে রাজ্যের আনন্দে মেতে উঠতাম। তিনি ছিলেন আমাদের জীবনের স্পন্দন।

আমাদের পরিবারে ভয়াবহ বজ্রপাত নেমে আসে একদিন। হাছন নগরের বাসায় চমৎকার দিনগুলো হেসেখেলে পার হচ্ছিল। পাশে প্রতিবেশী ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের সখ্যতা গড়ে উঠে। আম্মাও নতুন বান্ধবী পেয়ে যান। আমাদের মামা বাসায় আসলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতাম। মামা পকেটে হাত দিয়ে যত টাকা পেতেন সব আমাদের ভাইবোনদের দিয়ে দিতেন। আম্মাও যখনতখন রিকশার চতুর্দিকে কাপড় পেঁচিয়ে আমাদের নিয়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা।

আম্মা ডেলিভারি জনিত সমস্যায় আকস্মিক পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। আব্বা ট্যুরে। টেলিগ্রাম করে আনা হলো।

আম্মা ছাড়া আব্বার জীবন ছন্নছাড়া হয়ে উঠে। ঢাকা থেকে বড় খালা তিনমাস পরে এসে আব্বার কাছ থেকে আমাদের নিয়ে যান ঢাকায়। খালা ছিলেন হাছন রাজার পুত্রবধূ। অসাধারণ ব্যক্তিত্বে শহরে সবাই তাঁকে ভীষণ সম্মান ও সমীহ করতেন। খালাতো ভাই-বোনেরা আমাদের আপন করে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। আইসক্রিম কিনে দেন। সিনেমায় নিয়ে যান। নির্জন মূহুর্তে আম্মা ও আব্বার স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে আসতো। ভুলা মনে কখনো মনে হতো আব্বা হয়তো আম্মাকে নিয়ে আসবেন। নুতন আম্মা আসলে বড় খালার রাগ প্রশমিত হয়। তখনি আমরা তিন ভাই আব্বার কাছে যাওয়ার অনুমতি পাই। দুই ছোট বোন থেকে যায় ঢাকায়।

আব্বা আর্লি রিটায়ার্ড করেন ৬৯ সালে। দেশে স্বাধিকার আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ অবস্থা। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় শহর ছেড়ে দূরে গ্রামে নানাদের আত্মীয়ের বাড়িতে আব্বা আমাদের নিয়ে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা শহরে ফিরে আসি। দুর্বিসহ অতীতকে পিছনে ফেলে ভবিষ্যতের স্বপ্নে এগোতে লাগি। সেসময় রাজধানীর ভয়াবহ পরিস্থিতি স্বপ্নগুলোকে তালগোল পাকিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী ও আব্বাকে খিলগাঁওয়ের বাসায় রেখে ৮৯-তে আমেরিকায় চলে আসি। কল্পনাও করিনি আব্বার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না। ভয়ানক মৃত্যু সংবাদটি হাজার মাইল দূর থেকে মূহুর্তে আমাকে নিস্তেজ ও বাকরুদ্ধ করে দেয়। আব্বাকে হারিয়ে জীবন তুচ্ছ হয়ে যায়।

সেপ্টেম্বরের জন্য প্রস্তুত হোন

আজই NYC পাবলিক স্কুলস্-এ এনরোল করুন!

on.nyc.gov/NewStudents

NYC Public Schools

Eric Adams
Mayor

David C. Banks
Chancellor

/nycschools 311

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
তোফায়েল চৌধুরী
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন •নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
13 June 2024, Thursday, Issue 378
১৩ জুন ২০২৪, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৭ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

অপরাধ দমনে কয়েকটি সেতুতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে।

নতুন গাড়ির জন্য জ্বালানী নীতি

চালকদের সচেতন হওয়া জরুরি

এইচ বি রিতা

বাইডেন প্রশাসনের দ্বারা শুক্রবার প্রকাশিত নতুন ফেডারেল বিধিমালার অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া নতুন গাড়িগুলিকে ২০৩১ সালের মধ্যে ড্রাইভিংয়ে প্রায় ৩৮ মাইল প্রতি গ্যালন গ্যাসোলিন করতে হবে, যা এই বছরের হিসাবে প্রায় ২৯mpg থেকে বেশি। ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চূড়ান্ত নিয়মের জন্য প্রয়োজনীয়তা জারি করেছে, যা ২০২৭ মডেল বছর থেকে ২০৩১ এর জন্য যাত্রীবাহী গাড়িগুলির জ্বালানি অর্থনীতি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অপরাধ দমনে অত্যাধুনিক ট্র্যাকিং প্রযুক্তি সেতুতে

যুক্তরাষ্ট্র

১০ জুন বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং স্টেটেন আইল্যান্ডের কর্মকর্তারা নতুন যানবাহন ট্র্যাকিং প্রযুক্তি সংযোজন করেছেন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির বন্দর কর্তৃপক্ষ দুটি রাজ্যের সাথে সংযোগকারী তিনটি সেতুতে অপরাধ দমনের প্রচেষ্টা জোরদার করছে৷ সেতুগুলোতে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে খুব সহজেই অপরাধীদের ব্যবহৃত যানবাহন ট্র্যাকিং করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে পুলিশ।

১০ জুন সোমবার বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং স্টেটেন আইল্যান্ডের কর্মকর্তারা নতুন যানবাহন ট্র্যাকিং প্রযুক্তি সংযোজন করেছেন।

কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে এই প্রযুক্তি গোয়েথালস এবং জর্জ ওয়াশিংটন সেতুতে ইনস্টল করা হয়েছে এবং শীঘ্রই বেয়ন ব্রিজ এবং আউটারব্রিজ ক্রসিংয়েও সংযোজন করা হবে।

এলপিআর (লাইসেন্স প্লেট রিডার) নামের এই অত্যাধুনিক এই ডিভাইসগুলিতে $১০ মিলিয়ন বিনিয়োগ করা হয়েছে। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তি লাইসেন্স প্লেট নম্বরগুলি স্পষ্টভাবে ধরতে পারে৷ প্রযুক্তিটি ইতিমধ্যেই লিঙ্কন এবং হল্যান্ডের টানেলে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই প্রযুক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- এটি খুব দ্রুত বর্ধিত লাইসেন্স প্লেট স্ক্যান করতে পারে। ফলে পুলিশকে চুরি হওয়া গাড়িগুলিকে আরও সহজে ট্র্যাক করতে এবং থামাতে সাহায্য করে। একই সাথে এই প্রযুক্তি সাহায্যে টোল লঙ্ঘনকারীদের সনাক্ত করা এবং অন্যান্য অপরাধ বন্ধ করা পুলিশের পক্ষে সহজ হয়ে উঠে। একই ধরণের সরঞ্জাম এখন গোয়েথাল এবং জিডাব্লু সেতু, লিঙ্কন এবং হল্যান্ডের টানেলে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ বেয়োন ব্রিজ এবং আউটারব্রিজ ক্রসিং-এ স্থাপন করা হবে।

স্টেটেন দ্বীপের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

নিউইয়র্কে পাবলিক সেফটি ফোরাম ও ব্রুকলিন পাবলিক ইনপুট সেশন

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটি চার্টার রিভিশন কমিশন নিউইয়র্ক সিটি চার্টারে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য একটি পাবলিক সেফটি ফোরাম এবং পাবলিক ইনপুট সেশনের আয়োজন করেছে।

২০ জুন বৃহস্পতিবার ব্রুকলিনে বিকেল ৪ টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই সেশন অনুষ্ঠিত হবে।

সেশনটি জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত থাকবে। সাধারণ জনগণ কমিশনের সামনে গিয়ে মতামত জানানোর সুযোগ পাবেন। এছাড়া ভার্চুয়াল লোকেশন nyc.gov/charter-তে পোস্ট করা জুম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

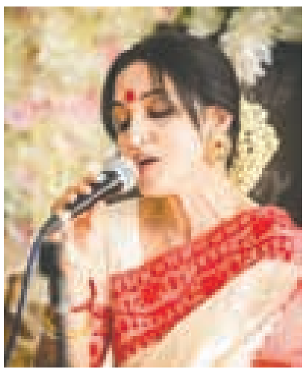

ড. নিরুপমা রহমান

গানের ভিতর দিয়েই আমি ভুবন দেখি: ড. নিরুপমা

সোহানা নাজনীন

'জীবনকে দেখতে, শুনতে, যাপন এবং উদযাপন করতে গান আমার সব সময়ের সাথী। আমি খুব গর্বিত একজন বাঙালি হিসাবে। আমার আটপৌরে জীবনের সাথে গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্যাম্পাসে হাঁটার সময়, ঘরে রান্নার সময়, গাড়ি চালানোর সময় আমি গান গাই'- সংগীতপ্রীতি নিয়ে নিজের মতামত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

স্বপ্নের স্টেডিয়াম: আশা ও বেদনার কাব্য

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০ জুন সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় নিউ ইয়র্কের নাসাউ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মাঠে নামলো দুই দল।স্টেডিয়ামের উত্তেজনা, দর্শকদের চিৎকার, এবং খেলার উত্তাপ আমাদের সবার হৃদয়ে সাড়া জাগায়। সুদূর আমেরিকাতে বসে যখন পুরো দেশ একসঙ্গে খেলা উপভোগ করতে জড়ো হয়, একতা এবং উদ্দীপনা যেন বাতাসে মিশে যায়। প্রিয় বোলারদের দৃঢ়তা আমাদের আশার আলো দেখিয়েছিল, তাই আমরা স্লোগানে মুখরিত হয়েছিলাম। চারপাশে আমাদের মতো হাজারো সমর্থক একসাথে গলা মেলালো, স্টেডিয়ামের প্রতিটি কোণে উড়ছিলো বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে আমাদের দলের প্রতিটি খেলোয়াড় তাদের সেরা খেলাটি উপহার দেবে এবং আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

প্রথম বলের পর থেকেই উত্তেজনা শুরু হয়। বোলারদের প্রতিটি বল, ফিল্ডারদের প্রতিটি ক্যাচ, এবং ব্যাটসম্যানদের প্রতিটি শট আমাদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। প্রতিটি আউট, প্রতিটি রান, এবং প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য নতুন নতুন আশা বয়ে আনে। আমরা গর্জে উঠি, আমরা চিৎকার করি, আমরা স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠি। চারপাশে শুধু একটাই আওয়াজ - বাংলাদেশের জয়। প্রতিটি সীমানার সাথে আমাদের উচ্ছ্বাসের স্রোত বেড়ে যায়, আর আমরা প্রতিটি উইকেটের পতনে হতাশায় নুয়ে পড়ি। প্রথম চারজন ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং দেখে আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com